১৯ জুলাই ২০১৭

১৯ উনিশ কুড়ি ২০

কে রি য়া র
মাস কমিউনিকেশন
বা মিডিয়া সায়েন্স

কনিষ্ঠতম বোয়িং
কম্যান্ডার
অ্যানি দিব্যা

কেরিয়ারের উন্নতিতে
রাশি, বাস্তু
ফেংশুই!

COVER STORY

তোমার রাশি অনুযায়ী
কোন কেরিয়ার তোমার
জন্য পারফেক্ট?

বাস্তু কি পারে
মনোযোগ বাড়াতে?

ফেংশুই কীভাবে
উজ্জ্বল করবে
কেরিয়ারভাগ্য?

INTERVIEW

মধুর ভাণ্ডারকর
টোটা রায়চৌধুরী

সন্দীপ্তার
হিমাচলে বেড়ানোর
Exclusive গল্প

Brainzone.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.allmagazine.in
Click here

১৫ বর্ষ ২ সংখ্যা
৩ শ্রাবণ ১৪২৪
১৯ জুলাই ২০১৭

১৯ উনিশ কুড়ি ২০

06 কেরিয়ারের উন্নতির জন্য কীভাবে সাহায্য করে পড়াশোনা বা কাজের জায়গার বাস্তু? কীভাবে ফেংশুই দেয় ভাল ফল? মানুষের রাশিতেও কি থাকে কেরিয়ারের নির্দেশ? আলোচনা এই সংখ্যায়...
COVER STORY

04 খামখেয়ালি
20 ফোকাস @ আমি
24 গল্প
30 আমিও পারি
33 ইভেন্ট
35 গানজ্ঞান
36 উপন্যাস
38 ফিল্মি
40 বেড়ানো
42 ইস্পেশ্যাল
44 সেকেন্ড লিড
54 ইন্টারভিউ: মধুর ভণ্ডারকর
55 হরোস্কোপ
56 ইন্টারভিউ: টোটা রায়চৌধুরী
57 সংক্ষিপ্ত সংবাদ
58 মজার পাতা

প্রচ্ছদ: স্বস্তিকা
মেকআপ: উজ্জ্বল দত্ত, **স্টাইলিং:** নীল সাহা
ফোটো: সোমনাথ রায়
পোশাক: Ethnik yarn by Kasturi Guha
যোগাযোগ: ethnikyarn@gmail.com
নেকপিস: বিন্দি (৯৮৩০০৬১৪৬৬)
ব্যঙ্গল ও ব্যগ: কারুবাসা (৮০১৭৫৯৬৯৫৪)

দেখতে পার : www.unishkuri.in

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

এগজ়িকিউটিভ এডিটর, বাংলা ম্যাগাজ়িন
পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক
পায়েল সেনগুপ্ত

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল (যেখানে প্রযোজ্য): আন্দামান, মণিপুর ১ টাকা

Visit Us@ Our Website: www.s-etc.com

SETC INSTITUTE®

Govt. Registered (14 Year's Old Organisation)

An Unimaginable Approach To Be Imagined

9051659580 ; 9830644415
9830644890 ; 9874587949

আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান SETC

অভিনয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান (৭ মাসের অভিনয়ের কোর্স)

অভিনয় ও মডেলিং কোর্সের বিষয় বিস্তারিত জানতে What's App No 9830644993

SETC-যারা শুধু শিক্ষাদানই নয়, টিভিতে অভিনয়ের সুযোগও করে দেয়।

SETC-এর অভিনয় কোর্সের সেলিব্রিটি ঃ-

Our Office Address:-
Amhearst Street:- 8,Naren Sen Square.Kol-700009 (Opp Amhearst Street PO)
Dhakuria:- 35,Dhakuria Station Lane (Near Stataion Pally Math) In The Lane Beside Optical Square. Kol-31
Barasat:- 45/B,Mitrapara Road;Dakshin Para.PO+PS-Barasat; Near Dakbangla More; Anjali Jwellers.Kolkata-700124
Sreerampore:- Amulyakanan(Near NCC Camp) GT Road Dist:-Hooghly.Pin-712203
Burdwan:- 14,Central By Lane Kalna Road(Opp-S.P Ofc) Badamtola; East Burdwan.Pin-713101
Durgapur:- C-13,Ram Kinkar Bej Sarani; City Centre; (Near DC Cinema Hall) Dist;-West Burdwan; pin-713216
Mecheda:- 1no,Mini Market; Room No-232; (Near Mecheda Bus Stand); Midnapore(East).Pin-721137
Krishnanagar:- 29,J.N.Roy Bahadur Road;Roypara (Near Samparka Flat) Krishnanagar; Dist-Nadia

কোর্সের শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজের অভিনয়ের যোগ্যতা অনুযায়ী সিরিয়াল ও ফিচারফিল্মে ১০০% চান্স

খাম খেয়ালি

প্রিয় বন্ধু, জন্মদিনের অনেক-অনেক শুভেচ্ছা। সবে তো কৈশোর চলছে আর এখনই তোমার প্রেমে আমরা সবাই দিওয়ানা। ১৪১৯ পুজোসংখ্যা থেকে ভালবাসি তোমায়। তখন আর এখনকার আমি অনেক আলাদা। অনেক বদলেছি, অনেক কিছু শিখেছি নানা দিক থেকে আর এর জন্য বিরাট একটা ক্রেডিট তোমার প্রাপ্য। প্রত্যেকবার নতুন করে তোমায় পাই আর আরও নতুন করে পেতে চাই। জন্মদিনে দুটো আবদার আছে —১. যদি আর্ট ফিল্ড বা ক্রিয়েটিভ লাইন নিয়ে কিছু লেখা হয়, বিশেষ করে এই ফিল্ডের স্নাতকস্তর পরবর্তী নানা পরিকল্পনা নিয়ে, তা হলে খুব ভাল হয়। আমি পেইন্টিং নিয়ে পড়ছি, শেষ বছর এটা। এরপর অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স বা নানা ডিজ়াইনিং লাইন নিয়ে পড়ার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ভীষণ কনফিউজ়ড। তাই সবিস্তারে বললে খুব সুবিধে হয়।
২. যদি ছেলেদের স্টাইল ফান্ডাটা আরও বিস্তারিতভাবে দাও তা হলে আরও ভাল হয়। হেয়ার স্টাইল, বিয়ার্ড স্টাইল, ড্রেসআপ, শু স্টাইল, স্পেকট্যাকল স্টাইল, আরও কিছু। আমাদের স্টাইল নিয়ে যে কোনও জায়গায় খুব কমই লেখা হয়। আর সামনে তো একটার পর একটা উৎসব। বন্ধু, এখন তুমিই ভরসা। অপেক্ষায় থাকব। আগামী দিনগুলোতে আরও অনেকে তোমার প্রেমে যে পড়বেই, সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভাল থেকো বন্ধু।
ইতি, তোমার প্রেমিক,
অভিষেক পাল
(ই মেল মারফত)

হাই ১৯ ২০, আমি তোমার অনেক পুরনো বন্ধু। কিন্তু এই প্রথম তোমাকে লিখছি। খুব ভাল লাগছে এই ভেবে যে তুমি ১৫ বছরে পা দিলে। আমার বয়সও ১৫। একটা অনুরোধ করব। এমন একটা সংখ্যা করো যাতে শুধুই মেকআপের ব্যাপারে লেখা থাকে। লাভ ইউ, ভাল থেকো।
জয়নাব জামাল *(ই মেল মারফত)*

বিলেটেড হ্যাপি বার্থ ডে! অনেক বছর ধরে সঙ্গে আছ নিঃস্বার্থ ভাবে, দিয়েছ অনেক কিছু, বিনিময়ে চাওনি কিছুই। সঙ্গে থেকো, ভাল থেকো।
সহেলি মাইতি, *দমদম*
(ই মেল মারফত)

প্রিয় ১৯ ২০, অনেকদিন পর লিখছি তোমায়। একটা অভিযোগ আছে। শব্দজব্দতে 'পৌষালি কোলে, হাওড়া' লিখেছিলাম, ওটা হুগলি ছাপা হয়েছে। আর একটা প্রশ্ন, ইভেন্টের পাতায় যে ইভেন্টগুলোর খবর দেওয়া হয়, সেগুলো কখন হয়, সেই খবর পেলে ভাল হয়। আর আর জে হান্ট অরগানাইজ করলে আমরাও একটা সুযোগ পাই। ভাল থেকো।
পৌষালি কোলে, *হাওড়া*

(ই মেল মারফত)

উত্তর : প্রিয় পৌষালি, প্রথমেই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য 'সরি' বলে নিই। তারপর আসি তোমার প্রশ্নের উত্তরে। ১৯ ২০-র তরফে যে বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা হয়, তার খবর দেওয়া হয় ১৯ ২০-র অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে। সেই পেজটি ফলো করলেই আগামী সব ইভেন্টের খবর সময়মতো পাবে। ভাল থেকো।

হাই ১৯ ২০, দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে ছোট্ট-ছোট্ট পায়ে চলতে-চলতে এবছর তুমি ১৫-য় পা দিলে। তোমার কাছে এর অনুভূতিই আলাদা। হইহই করে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে গেল তোমার ১৫তম জন্মদিন। যেদিন তুমি পথ চলা শুরু করেছিলে, সেদিন অনেক পাঠক বন্ধুই তোমাকে আপন করে নিয়েছিল। তাদের অনেকেই তোমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে জন্মদিনের খুশি ভাগ করে নিতে পেরেছে। আশা করি, আগামী দিনে আরও অনেক-অনেক নতুন পাঠকবন্ধু তোমাকে আপন করে নেবে। হবে তোমার সুখ-দুঃখের ভাগীদার। তুমিও সেভাবেই নবীন-প্রবীণের এই মেলবন্ধনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলো আরও অনেক-অনেক বছর।
তোমার বন্ধু,
মুন্সি মনিরুল হাসান,
বর্ধমান (ই মেল মারফত)

হাই ১৯ ২০! তুমি দিন-দিন আরওই আকর্ষক হয়ে উঠছ। অনেক ছোট থেকে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব... এখনও একইরকম ভাল লাগে। এটা আমার দ্বিতীয় চিঠি। ৪ জুলাইয়ের 'জন্মান্তর' গল্পটি একদম ভাল লাগেনি। এই বর্ষায় ভূতের গল্প স্পেশ্যাল সংখ্যা পেলে খুব ভাল লাগবে।
মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় *(ই মেল মারফত)*

১৯ ২০, প্রথমেই তোমাকে জানাই ধন্যবাদ, তোমার জন্মদিনে আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। খুব ভাল থেকো। ফেসবুকে তোমার লাইভ দেখলাম। খুব ভাল লাগল। এভাবেই ১৯ ২০-র শুধু ১৫ বছর নয়, পনেরো হাজার বছর কেটে যাক হাসতে-হাসতে! সবার কাছে তুমি নিকট থেকে আরও নিকটতম হয়ে ওঠো। ভাল থেকো, এভাবেই সঙ্গে থেকো।
নয়নি মাইতি, *কাটোয়া (ই মেল মারফত)*

বিশেষ ঘোষণা

এই পত্রিকায় যাঁরা গল্প বা কবিতা পাঠাচ্ছেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে, ইউনিকোডে লেখা পাঠানোর জন্য। লেখার সফট কপি অবশ্যই নিজেদের কাছে রাখবেন।

এই বিভাগে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা
'খাম খেয়ালি', ১৯ ২০,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০০১
unish.kuri@abp.in - এই ঠিকানাতেও চিঠি পাঠাতে পার।

THE MRIGNAYANI COLLECTION

HANDLOOM • HANDICRAFTS

- CHANDERI
- KOSA
- MAHESWARI
- TUSSAR
- COTTON SAREE
- DRESS MATERIAL
- LADIES / GENTS GARMENT
- READYMADE
- JEWELLERY
- CURTAIN
- BED COVER
- DUPATTA
- DESIGNER BLOUSE

mrignayanikolkata | www.mrignayanikolkata.com

www.thoughtsadvertising.com

M.P. GOVERNMENT EMPORIUM

Mrignayani® | **Avanti**

Dakshinapan, Dhakuria • Ph.: 24236715

Uttarapan, Ultadanga • Ph.: 23550666

কভার স্টোরি ১

পড়াশোনার শুরুতেই 'নয়ে নবগ্রহ'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছিল ধারাপাত। কিন্তু এই ন'টি গ্রহের ফেরই যে বলে দিতে পারে কী নিয়ে পড়াশোনা করলে তুমি হবে 'নাইন পয়েন্টার' বা ঠিক কোন লাইনে গেলে দুরন্ত গতিতে এগোবে তোমার কেরিয়ার, তা জান? এই সংক্রান্ত যাবতীয় ইনফো নিয়ে হাজির **পারমিতা মুখোপাধ্যায়**

কেরিয়ারের উন্নতিতে বন্ধু 'জ্যোতিষ'

'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে!' কথাটা ছোটবেলা থেকেই মগজে গেঁথে গিয়েছে আমাদের। কিন্তু কোন বিষয়ে নিয়ে লেখাপড়া করলে, ঠিক কতটা সাফল্য জুটবে কপালে সেটা কিন্তু বলে দিতে পারে একমাত্র জ্যোতিষ! মুনসাইন এবং সানসাইনেই লুকিয়ে আছে সব তথ্য। কিন্তু তোমার মুনসাইন কী তা জানবে কী করে? বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট আছে যেমন www.astrosage.com, www.mykundali.com ইত্যাদি। এখানে তোমার জন্মতারিখ, সঠিক জন্মসময় ও জন্মস্থান দিলেই জানা যাবে তোমার মুনসাইন বা চান্দ্ররাশি! প্রথমে কেরিয়ার ভাগ্য নিয়ে তোমার চান্দ্ররাশি কী বলছে, জানতে পড়তে থাকো...

মেষ: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: মঙ্গল, তত্ত্ব: অগ্নি) সব সময় সাহসে ভরপুর থাকো তোমরা। তাই ফায়ারফাইটার, শল্যচিকিৎসক, অস্থিচিকিৎসক, অ্যাথলিট, বক্সিং, টেকনোলজি, পুলিশ, সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকরি বা সামরিক সেবার মতো চাকরির দৌড়ে তোমরা সকলকে এক তুড়িতে পিছিয়ে দিতে পার। দেওয়ার ক্ষমতার পাশাপাশি ম্যানেজেরিয়াল

বৃষ: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: শুক্র, তত্ত্ব: পৃথ্বী) যে কেরিয়ারেই পা রাখো না কেন, তা ঝাঁ-চকচকে হতে হবে! কি তাই তো? মোটের উপর যে কোনও সৃজনশীল কেরিয়ার যেমন ফ্যাশন ডিজ়াইনিং, গয়না, সাজের জিনিস বা অ্যাকসেসরিজ় সংক্রান্ত ক্ষেত্র বা ইন্টিরিয়ার ডিজ়াইনিংয়ের মতো পেশা তোমাদের জন্য মানানসই।

মিথুন: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: বুধ, তত্ত্ব: বায়ু) শারীরিক এবং মানসিক যে কোনও চাপ সামলাতে তোমরা সিদ্ধহস্ত। কেরিয়ারে এটাই তোমাদের প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু কোনও কাজ থেকে হঠাৎ-হঠাৎ মন চলে যাওয়া তোমাদের বিশেষ সমস্যা। সেটা একবার হলে কারও সাধ্যি নেই তোমাদের সেখানে ধরে বেঁধে রাখে। ভাল বক্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, সেক্রেটারি, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, পরিচালক হতে পারে এই রাশির জাতকরা।

কর্কট: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: চন্দ্র, তত্ত্ব: জল) এই রাশির জাতকদের ঝট করে আশপাশের লোকের মন পড়ে নেওয়ার এক অসাধারণ দক্ষতা আছে। আবার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে ইনস্ট্যান্টলি পালটে নেওয়ার ক্ষমতাও আছে, তাই কাজের জায়গায় এদের খুব একটা পিছন ফিরে তাকাতে হয় না। দক্ষ সাইকোলজিস্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কর্কটরাশির জাতকদের। এছাড়াও কবি, লেখক, অভিনেতা, ফোটোগ্রাফার, সিনেমাটোগ্রাফার,

সিংহ: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: রবি, তত্ত্ব: অগ্নি) যে কোনও কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিলে সেটা শেষ না করা অবধি শান্তির নিঃশ্বাস নেওয়া তোমাদের ধাতে নেই। ঠিক এই কারণেই, ছোট, বড়, মাঝারি, যে কেরিয়ারেই থাকুক না কেন, উন্নতির রাস্তাটি সিংহরাশির জাতকদের জন্য সবসময় খোলা। কিন্তু তোমাদের প্রধান শত্রু হল ল্যাদ। একবার ঘাড়ে চেপে বসলে তাকে নামায় কার সাধ্যি! প্রশাসনিক স্তরের যে কোনও চাকরি বা কেরিয়ারে তোমাদের উন্নতির যোগ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কন্যা: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: বুধ, তত্ত্ব: পৃথ্বী) কন্যারাশির জাতকরা এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। এর ফলে কেরিয়ারের জায়গায় নিজেকে এক্সপ্রেস করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে

হয় মাঝে মাঝেই। কিন্তু একবার সাবলীল হয়ে গেলে আর অসুবিধে হয় না। এই রাশির জাতকরা সার্ভিস সেক্টরে বেশ প্রতিপত্তি পায়। ম্যানেজমেন্টের পড়াশোনা, মাস কমিউনিকেশন, কোনও টেকনোলজিক্যাল পড়াশোনা বা সেক্রেটারিশিপ সংক্রান্ত কোর্স করলে তোমাদের উন্নতি আটকায় কার সাধ্য!

তুলা: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: শুক্র, তত্ত্ব: বায়ু) তোমাদের সোশ্যাল স্কিল অসাধারণ। আইন বা আইনসংক্রান্ত জগতে তোমরা বেশ উন্নতি করতে পার। এছাড়াও মানবসম্পদ আধিকারিক, ফোটোগ্রাফার, বস্ত্রসংক্রান্ত ব্যবসা বা অভিনয়ের জগতে বেশ উন্নতি হতে পারে তোমাদের।

বৃশ্চিক: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: মঙ্গল, তত্ত্ব: জল) সাহস এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে সহজাতভাবেই আছে। কারও অধীনে কাজ করা তোমাদের পোষায় না। আর সেই কারণেই চাকরির ক্ষেত্রে অনেকসময় অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে। সামরিক সেবা ছাড়াও জ্যোতিষ ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত ক্ষেত্র তোমাদের জন্য পারফেক্ট। এছাড়া গোয়েন্দা হিসেবেও বেশ নাম করে তোমরা!

ধনু: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: বৃহস্পতি, তত্ত্ব: অগ্নি) যে কোনও বিষয়ে জ্ঞানগম্যি আর পাঁচজনের চেয়ে বেশিই থাকে তোমার। আর ঠিক এই কারণেই পরামর্শ বা কাউন্সেলিং সংক্রান্ত কাজ বা কেরিয়ারে তোমরা সবসময়ই শিখরে পৌঁছে যাও। শিক্ষক, আইনজীবী, লেখক, প্রকাশক, জ্যোতিষী হিসেবে এই রাশির জাতকদের বিশেষ উন্নতি করতে দেখা যায়।

মকর: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: শনি, তত্ত্ব: পৃথ্বী) সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হয় বলে, মোটের উপর যে কোনও কেরিয়ারেই বেশ উন্নতি করে এরা। বেশির ভাগ ধাতু-সংক্রান্ত, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল, রিয়্যাল এস্টেট, জিয়োলজি, ব্যাঙ্কিং বা সিভিল সার্ভিসের সেক্টরে মকররাশির জাতকদের দেখতে পাওয়া যায়।

কুম্ভ: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: শনি, তত্ত্ব: বায়ু) মানসিক শক্তির জোরে কুম্ভরাশির জাতকরা যে কোনও রাশিকে কম্পিটিশন দিতে পারে। পাশাপাশি তোমাদের চিন্তাশক্তিও প্রবল। পরিবহণ, সাইকোলজির মতো পেশায় কুম্ভরাশির জাতকরা উন্নতি করে।

মীন: (নিয়ন্ত্রক গ্রহ: বৃহস্পতি, তত্ত্ব: জল) মীনরাশির জাতকরা সৌন্দর্যপ্রিয় এবং সংবেদনশীল মানুষ।

ডাক্তারিই ঠিক না ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ়ই গড়বে তোমার ভবিষ্যৎ, সিদ্ধান্ত নিতে-নিতেই হচ্ছে সময় নষ্ট? চাপ নেই, তোমার চান্দ্ররাশিই বলে দেবে কোন পথের টিকিট কেটে রেখেছে তোমার অদৃষ্ট!

সমাজকল্যাণমূলক পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছে সবসময়ই তোমাদের মধ্যে থাকে। তাই নার্সিং, ফিজ়িওথেরাপি বা সোশ্যাল ওয়ার্কের মতো পেশা তোমাদের জন্য পারফেক্ট!

লাকি date-এ কেরিয়ার set!

কেরিয়ারের সব বাম্পার সযত্নে এড়িয়ে রেজ়াল্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাঠে দশ গোল দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাও নিশ্চয়ই? তা হলে তোমার চান্দ্ররাশি অনুযায়ী জ্যোতিষমতে শুভদিনগুলো ক্যালেন্ডারে নোট করে নাও...

মেষ

জুলাই: ২১, ২৩, ২৪
অগস্ট: ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮
সেপ্টেম্বর: ৫,৬,১০,১১,১৩,১৪
অক্টোবর: ২, ৩, ৭, ৮, ১১, ১২, ২৯, ৩০, ৩১
নভেম্বর: ৩, ৪, ৭, ৮, ২৬, ২৭
ডিসেম্বর: ১, ২, ৪, ৫, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯

বৃষ

জুলাই: ১৯, ২০, ২৩, ২৪
অগস্ট: ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২০
সেপ্টেম্বর: ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৬
অক্টোবর: ৪, ৫, ৯, ১০, ১৩, ১৪
নভেম্বর: ১, ২, ৫, ৬, ৯, ১০, ২৮, ২৯
ডিসেম্বর: ৩, ৪, ৬, ৭, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১

মিথুন

জুলাই: ১৮, ২১, ২২, ২৫, ২৬
অগস্ট: ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২১, ২২
সেপ্টেম্বর: ৯, ১৫, ১৭, ১৯
অক্টোবর: ৬, ৭, ১১, ১৫, ১৬
নভেম্বর: ৩, ৪, ৭, ২২, ১২, ৩০
ডিসেম্বর: ১, ৬, ৯, ২৮, ২৯

কর্কট

জুলাই: ১৯, ২০, ২৪, ২৮, ২৯
অগস্ট: ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৫
সেপ্টেম্বর: ১১, ১২, ১৬, ১৭, ২০, ২১
অক্টোবর: ১০, ১৪, ১৭, ১৮
নভেম্বর: ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৫
ডিসেম্বর: ২, ৩, ৭ ,৮, ১১, ১২

সিংহ

জুলাই: ২১, ২২, ২৩, ২৫
অগস্ট: ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪
সেপ্টেম্বর: ১৩, ১৪, ১৮, ১৯,
অক্টোবর: ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭
নভেম্বর: ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৬, ১৭
ডিসেম্বর: ৪, ৫, ৯, ১০, ১৪

কন্যা

জুলাই: ২৩, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০
অগস্ট: ১, ১৯, ২৪, ২৫
সেপ্টেম্বর: ১৫, ১৬, ২১
অক্টোবর: ১৩, ১৪, ১৮

নভেম্বর: ১০, ১৫, ১৯, ২০
ডিসেম্বর: ৬, ৭, ১১, ১২

তুলা

জুলাই: ২৫, ২৬, ৩০, ৩১
অগস্ট: ৩, ৫, ২২, ২৭, ৩১
সেপ্টেম্বর: ১, ১৮, ২৪, ২৮, ২৯
অক্টোবর: ১৫, ১৬, ২০, ২৪, ২৫
নভেম্বর: ১১, ১২, ১৬, ২১, ২২
ডিসেম্বর: ১০, ১৫, ১৯, ২০

বৃশ্চিক

জুলাই: ২১, ২৭, ২৮
অগস্ট: ২, ৩, ৪, ২০
সেপ্টেম্বর: ২, ৩, ১৭, ২১, ২৫,
অক্টোবর: ১, ১৮, ২৩, ২৪, ২৮
নভেম্বর: ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩,
ডিসেম্বর: ১১,১২,১৬,২১

ধনু

জুলাই: ২৯, ৩০, ৩১
অগস্ট: ৪ ,৫ ,৯ , ১০, ২৭
সেপ্টেম্বর: ১, ২, ৫, ৬, ২৯
অক্টোবর: ২, ৩, ১৯, ২১, ২৫,

এবার জেনে নেওয়ার পালা রংয়ের ব্যবহারে তোমার রাশির মালিককে তুষ্ট করে তার থেকে একটু বাড়তি আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়ার উপায়...

মেষ: শুভ রং-লাল। শুভ বার- মঙ্গলবার।
বৃষ: শুভ রং- গোলাপি। শুভ বার-শুক্রবার
মিথুন: শুভ রং- সবুজ। শুভ বার-বুধবার।
কর্কট: শুভ রং-সাদা, সামুদ্রিক সবুজ, হালকা নীল। শুভ বার-সোমবার।
সিংহ: শুভ রং- কমলা বা সোনালি। শুভ বার- রবিবার।
কন্যা: শুভ রং- সবুজ। শুভ বার-বুধবার।
তুলা: শুভ রং- ক্রিম বা অফ হোয়াইট। শুভ বার- শুক্রবার।
বৃশ্চিক: শুভ রং- মেরুন ও গাঢ় লাল। শুভ বার- মঙ্গলবার।
ধনু: শুভ রং- হলুদ। শুভ বার-বৃহস্পতিবার।
মকর: শুভ রং- কালো। শুভ বার-শনিবার।
কুম্ভ: শুভ রং- বেগুনি ও নেভি ব্লু। শুভ বার-শনিবার।
মীন: শুভ রং- হালকা হলুদ। শুভ বার- বৃহস্পতিবার।

নভেম্বর: ১৬, ১৭, ২৩, ২৬
ডিসেম্বর: ১৪, ১৮, ২০, ২৪

মকর

জুলাই: ২৪, ২৮, ৩০
অগস্ট: ১, ২, ৬, ১২, ২৮, ২৯, ২০
সেপ্টেম্বর: ৩, ৪, ৭, ৮, ২৬, ২৬,
অক্টোবর: ১, ২, ৪, ৫, ২৩, ২৭
নভেম্বর: ১, ১৮, ১৯, ২৪, ২৫
ডিসেম্বর: ১৫,১৬, ২১, ২৫, ২৭

কুম্ভ

জুলাই: ২৪, ২৫, ৩০
অগস্ট: ৩, ৫, ৯, ১৩, ৩১
সেপ্টেম্বর: ৬, ১০, ২৮, ২৯
অক্টোবর: ৬, ৭, ২৪, ২৫, ৩১
নভেম্বর: ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮
ডিসেম্বর: ১৮, ২৩, ২৪, ২৫, ২৯

মীন

জুলাই: ২০, ২৪
অগস্ট: ৬, ৭, ১১, ১৬
সেপ্টেম্বর: ২, ৩, ৭, ১১
অক্টোবর: ১, ৫, ৬, ৯, ২৮
নভেম্বর: ৫, ৬, ২৪
ডিসেম্বর: ১৬, ২৫

সানসাইন অনুযায়ী কেরিয়ার

মুনসাইনের পর এবার জেনে নাও সানসাইন অনুযায়ী কোন কেরিয়ার তোমার জন্য পারফেক্ট...

এরিজ় (২১/৩-২০/৪): নেতৃত্ব দেওয়ার স্কিল তোমাদের ভরপুর থাকো তোমরা রাজনীতি কিংবা শিল্পপতি হওয়ার দিকে পা বাড়ালে নাম-যশ পাবে। স্বতন্ত্র ব্যবসায়েও এরিজ়রা বেশ সাফল্য লাভ করে। তবে ভাল চাকরি করলেই যে ব্যাঙ্কের লকার এক্কেবারে সোনা-দানায় ভরে উঠবে, সবসময় এমনটা নাও হতে পারে। প্রথম থেকেই বুঝেশুনে খরচার অভ্যেস রেখো বরং!

টরাস (২১/৪-২১/৫): সাধারণত অভিনয়, গান কিংবা ভাস্কর্যের মতো বিষয়ে তোমাদের সহজাত ঝোঁক থাকেই। এছাড়া লাক্সারি গাড়ি সংক্রান্ত ব্যবসা বা চাকরি, ফিন্যান্স সেক্টর, কৃষি ক্ষেত্র, সিমেন্ট সংক্রান্ত ক্ষেত্রে টরাস-জাতকরা বিশেষ উন্নতি করতে পারে। ব্যবসায় জমিজমা, চিনি, তুলো/সুতি সংক্রান্ত ব্যবসায় পয়সা লাগালে দ্বিগুণ ফেরত পাবে।

জেমিনি (২২/৫-২১-৬): যেহেতু তোমাদের কমিউনিকেশন স্কিল বেশ উন্নতমানের, তাই সেল্‌স বা মার্কেটিংয়ের চাকরিতেও ভাগ্য খুলে যেতে পারে তোমাদের। এছাড়া ডিপ্লোম্যাটিক ক্ষেত্র, লেখালিখি, ব্যাঙ্কিং, ট্রেড, অঙ্কশাস্ত্র সংক্রান্ত জায়গায় কাজ করতে এলে উন্নতি তোমাদের বাঁধা! জেমিনিরা জনসেবা করার একটা সহজাত ইচ্ছে বরাবর দেখা যায়। তাই সোশ্যাল ওয়ার্ক বা এনজিও-র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পার তোমরা।

ক্যানসার (২২/৬-২৩/৭): পরিচালক, প্রফেসর, আইনজীবী হওয়া নিয়েও ভাবনাচিন্তা করতে পার তোমরা। যদি 'মন' বান্দাকে চঞ্চল হওয়া থেকে আটকাতে পার, তা হলে মোটামুটি যে ফিল্ডেই থাকো না কেন, সাফল্য তোমার থেকে দূরে থাকতে পারবে না।

লিও (২৪/৭-২৩/৮): রাজনীতিতে তোমরা সহজাতভাবেই বাকিদের চেয়ে একটু এগিয়ে। অন্য কোনও প্রফেশন বেছে নিলেও চাপ নেই। একটু অধ্যবসায় রাখলে নেতৃত্বমূলক পদে পৌঁছতে সময় লাগবে না তোমাদের।

ভার্গো (২৪/৮-২৩/৯): ভাল

সাইকায়াট্রিস্ট, প্রফেসর, সাংবাদিক, রেডিয়ো বা টিভি প্রেজেন্টার হওয়ার সুযোগ তোমাদের ভালই। বিদেশে গিয়ে বিজনেস বা ট্রেড করার পক্ষেও এই ভার্গোদের জন্য খুবই আইডিয়াল।

লিব্রা (২৪/৯-২৩/১০)

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে সবসময় তোমাদের শিকে খুব তাড়াতাড়ি না ছিঁড়লেও বেসরকারিতে তোমরা সবসময়ই সফল। ব্যবসাও লিব্রার জাতকদের হাতে ভালই হয়। প্রডাক্ট হিসেবে শৌখিন জিনিস বেছে নিতে পার।

স্করপিও (২৪/১০-২২/১১)

সত্য অনুসন্ধানের বিষয়ে বেশ ইন্টারেস্ট থাকে তোমাদের। তাই অনেকসময়ে অধ্যাত্ম বা যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বা সায়েন্টিফিক রিসার্চের ফিল্ডেও বেশ উন্নতি করতে পার তোমরা।

স্যাজিটরাস (২৩/১১-২১/১২)

ফিন্যানশিয়াল এক্সপার্ট, ম্যাজিস্টেরিয়াল সার্ভিসেস, ব্যাঙ্কার, সরকারি চাকুরে হিসেবে তোমরা সবসময়ই সফল।

ক্যাপ্রিকর্ন (২২/১২-২০/১)

কর্পোরেট চাকরিতেও এগজিকিউটিভ পর্যায়ের চাকরির জন্য নিজেকে তৈরি করতে পার। তবে ব্যবসাই তোমাদের পক্ষে আদর্শ পেশা।

অ্যাকোয়ারিয়াস (২১/১-১৯/২)

তবে একটু স্বাধীনচেতা প্রকৃতির হওয়ার ফলে কারও অধীনে কাজ করা নিয়ে অনেকসময় ইগোর সমস্যা তৈরি হতেই পারে। ইগোকে সাইডলাইন করতে পারলে তোমাদের আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় না। রিসার্চ, বিজ্ঞান, কমপিউটার হার্ডওয়্যার, পাবলিক রিলেশন তোমাদের জন্য পারফেক্ট!

পাইসেস (২০/২-২০/৩)

বায়োলজিস্ট, ইন্টিরিয়ার ডেকরেটর, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকতা, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং, ইন্টিরিয়ার ডেকরেশনের মতো পেশা বেছে নিতে পার।

রাশি অনুযায়ী কোন দিকে কেরিয়ারের গাড়িটিকে আরও একটু জোরে দৌড় করাতে পার তাও জানলে। ব্যস, এবার তো তবে শুধু স্টার্ট দেওয়ার অপেক্ষা!

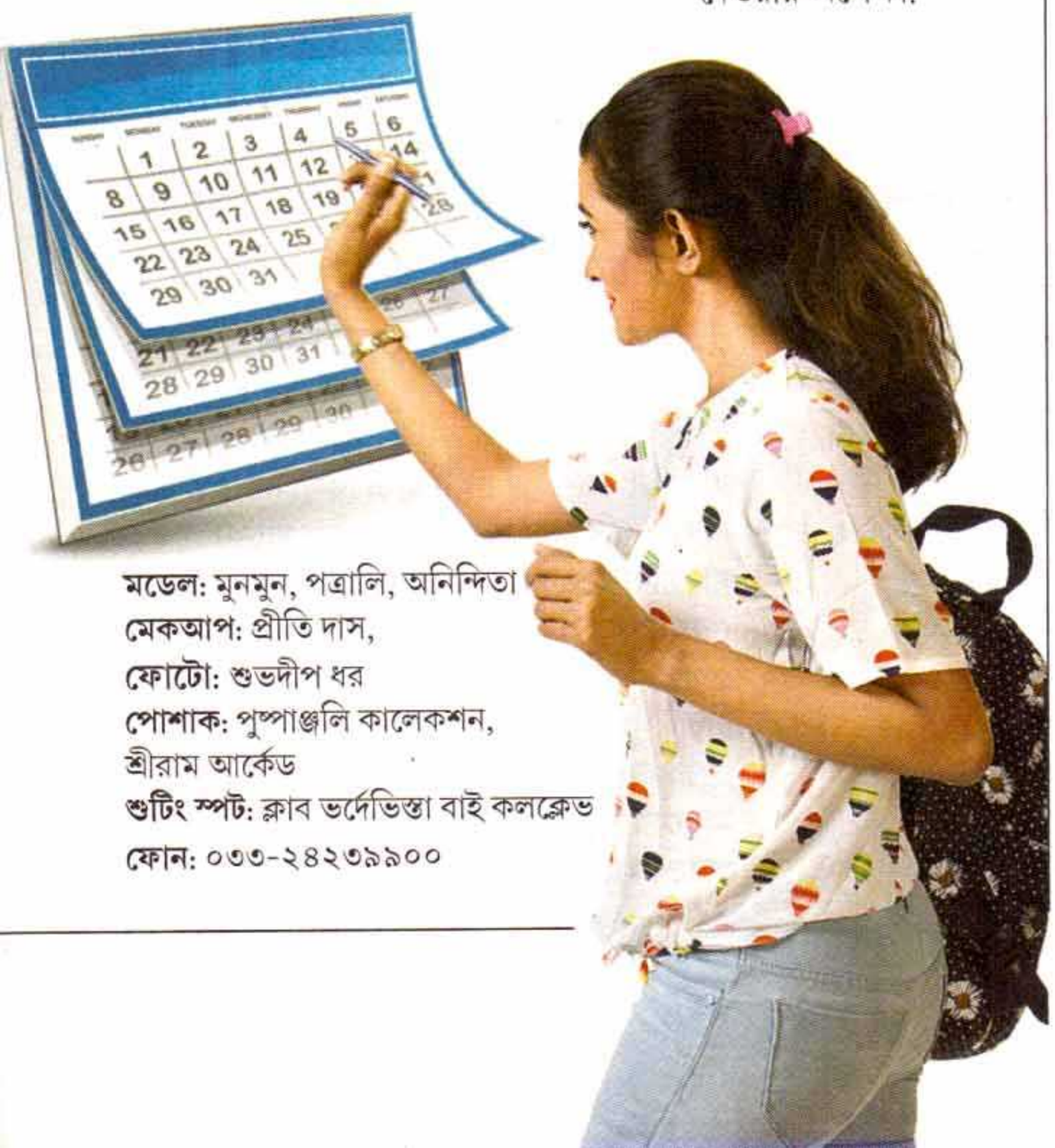

মডেল: মুনমুন, পত্রালি, অনিন্দিতা
মেকআপ: প্রীতি দাস,
ফোটো: শুভদীপ ধর
পোশাক: পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন, শ্রীরাম আর্কেড
শুটিং স্পট: ক্লাব ভর্দেভিস্তা বাই কলক্লেভ
ফোন: ০৩৩-২৪২৩৯৯০০

জয় মা তারা

জয় লাহিড়ীবাবা

বাংলা জুড়ে হুড়োহুড়ি,
'সাধনপীঠ'এ চলো-
থাকবে সবাই মনের সুখে
'জয় মা তারা' বলো।

জ্যোতিষ, নিউমেরোলজি,
বাস্তুবিচারের শেষ ভরসা।

মিহিরভাই
(ভাইদা)

সৌভাগ্যের কারিগর।

ডাকযোগে বিচার ও প্রতিকার করা হয়।

শুক্র থেকে বুধ
সকালে হাওড়া-সাঁকরাইল (১০টা - ১টা),
শুক্র থেকে সোম
সন্ধ্যায় বাগবাজার (৬টা-৯টা)
এখন থেকে মঙ্গলবার
সন্ধ্যায় কালীঘাট (৬টা-৯টা)

এছাড়াও বরাহনগর, নবদ্বীপ, কাটোয়া,
বেথুয়াডহরী, তারাপীঠ ও গৌহাটী

9830318943
8170863111

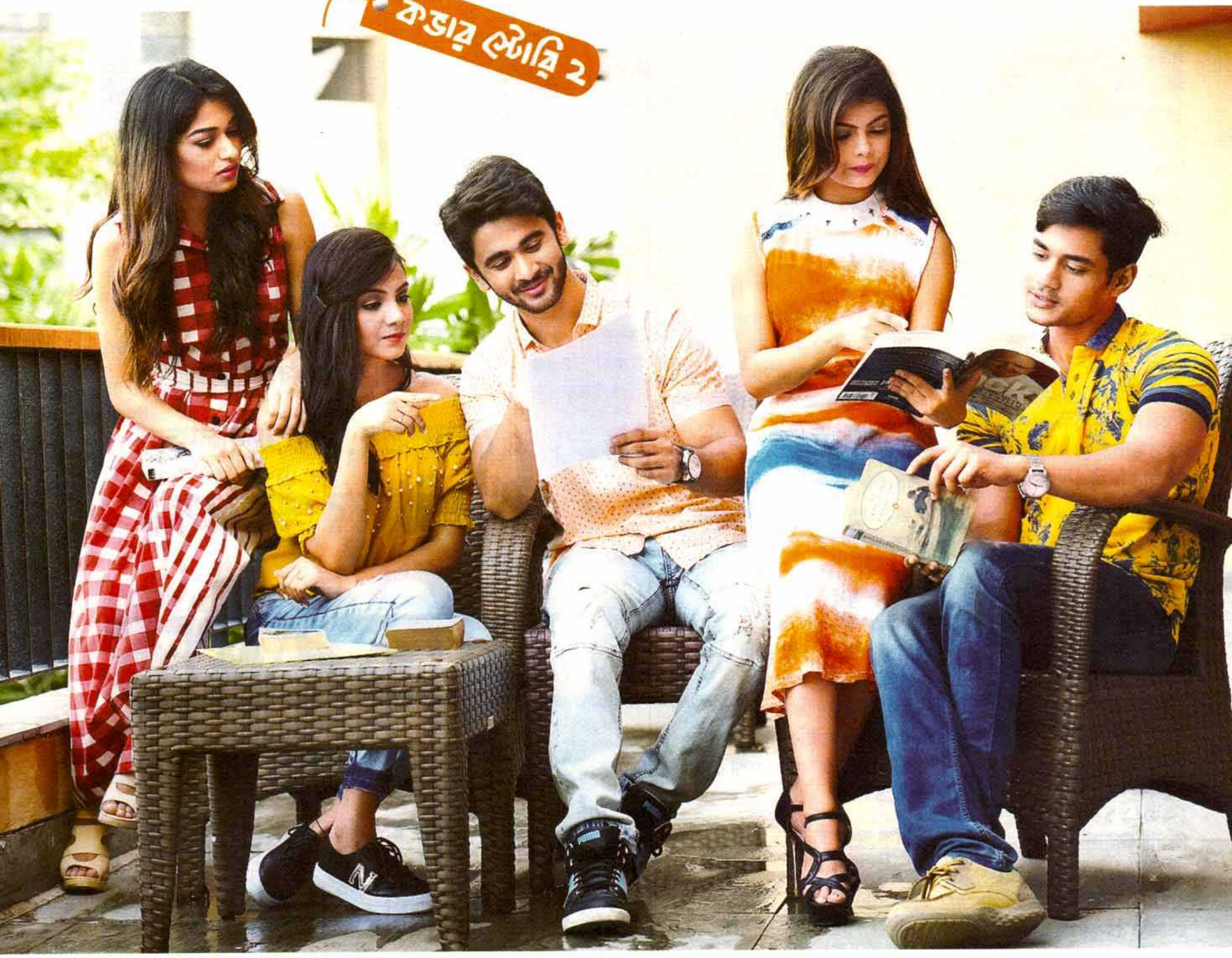

বাস্তুমতে লেখাপড়া ও কেরিয়ারে উন্নতি

একথা অনস্বীকার্য যে একাগ্র পরিশ্রম আর লেগে থাকার মানসিকতা— এই দুই ছাড়া জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই উন্নতি অসম্ভব। তবু এর বাইরেও কি কারও উন্নতির আড়ালে নিঃশব্দে কাজ করে চলে আরও কিছু? কেরিয়ার ও লেখাপড়ার উন্নতিতে বাস্তুশাস্ত্র কি আদৌ কোনও ভূমিকা নিতে পারে? খোঁজ নিলেন **অচ্যুত দাস**

হিন্দুধর্মের অতি প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যার নাম 'বাস্তু শাস্ত্র'। ভারতীয় উপমহাদেশে এমন অনেক প্রাচীন পুঁথি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যেখানে কোনও একটা স্থাপত্যের ডিজ়াইন, লেআউট, মেজ়ারমেন্ট, গ্রাউন্ড প্রিপারেশন, স্পেস অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং স্পেশিয়াল জিয়োমেট্রি কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বাস্তুশাস্ত্রের এই যে ডিজ়াইনগুলো, হাজার-হাজার বছর আগে সেগুলো এমনি-এমনি তৈরি করা হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। বরং প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্যের মেলবন্ধন ঘটানো, একটা স্ট্রাকচারের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক উপযোগিতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং সবশেষে প্রাচীন সব বিশ্বাসের সঙ্গে জ্যামিতিক প্যাটার্নের একটা সাযুজ্য গড়ে তোলাই ছিল বাস্তুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বাস্তুশাস্ত্র যেহেতু অতি প্রাচীন, সেকারণে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বাড়ি তৈরি এবং গৃহসজ্জায় বাস্তুশাস্ত্রের ব্যবহারকে অনেকেই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। কারও-কারও মতে বাস্তুশাস্ত্র স্রেফ কুসংস্কার ছাড়া কিস্যু নয়। বিশ্বাসীরা আবার বলেন, বাস্তু যাঁরা মানেন না, তাঁরা আসলে কোনওদিন এই শাস্ত্র পড়েই দেখেননি। পড়লে বুঝতেন, বাস্তু আসলে স্পেস, সানলাইট, ফ্লো এবং ফাংশন— এই চারটি মূল বিষয়কে মাথায় রেখে তৈরি এক ফ্লেক্সিব্‌ল ডিজ়াইন। বিশ্বাসীদের মতে, বাস্তু মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা যোগাযোগ গড়ে তোলে মাত্র।

তবে প্রতিযোগিতার এই বাজারে অনেকেই যে বাড়ি কিংবা অফিস তৈরির আগে এবং পরে বাস্তু মেনে চলছেন, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তুশাস্ত্রকে সত্যি ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নিলেও একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জীবনে সাফল্য পেতে হলে একাগ্র পরিশ্রমটাই প্রথম ও প্রধান শর্ত। মন দিয়ে লেখাপড়া করলাম না, কাজের জায়গায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজ করলাম না, এদিকে বাস্তুর নিয়ম মেনে গৃহসজ্জা করে নিয়ে বসে-বসে ভাবলাম, এতেই বুঝি দারুণ উন্নতি আসবে জীবনে, অবস্থা এমন হলে কোনওদিনই সাফল্যের মুখ দেখা সম্ভব হবে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন একপাশে সরিয়ে রেখে আমরা তাই শুধু কিছু টিপ্‌স দেব, যেগুলো মেনে চললে নাকি লেখাপড়া এবং কেরিয়ার, দু'দিকেই উন্নতির আশা আছে।

লেখাপড়ার উন্নতিতে বাস্তু

বাস্তুমতে বাড়ির টুকিটাকি জিনিসের ঠিকঠাক প্লেসমেন্ট কিংবা সামান্য কোনও আইটেমের সঠিক রং নির্বাচন— এটুকুর মধ্যে দিয়েই একজন মানুষের মানসিকতা এবং সামগ্রিক ব্যবহারে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই শাস্ত্র অনুযায়ী, যারা লেখাপড়া করে, অর্থাৎ যারা এখনও ছাত্রছাত্রী, তাদের ক্ষেত্রে সঠিক পড়ার ঘর নির্বাচন, সঠিক পড়ার টেবিল বেছে নেওয়া এবং বিশেষ কিছু জিনিসকে ঘরের বিভিন্ন বিশেষ জায়গায় বসানোর উপরও পড়ুয়ার লেখাপড়া ও তার স্বাস্থ্য, দু'টিরই মানোন্নতি নির্ভর করে। অনেক ছেলেমেয়েরই পড়ায় মন দেওয়া এবং পড়া মনে রাখায় সমস্যা হয়। বাস্তু সাহায্য করতে পারে সেখানেও। তবে মাথায় রাখতে হবে, বাস্তুর নিয়ম অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চললে তবেই এর সুফল পাওয়ার আশা থাকে, নচেৎ নয়। কী সেই নিয়মাবলি?

সঠিক স্টাডি রুম

বাস্তু মতে পড়ার ঘর হওয়া উচিত বাড়ির পূর্বদিকে, কিংবা উত্তরদিকে অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে। এর কারণ এই যে, বাস্তুমতে এই তিন দিকের ক্ষমতা আছে পজিটিভ এনার্জি টেনে আনার, যা জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। ঘরের অবস্থান ঠিকঠাক হলে তারপর আসে ঘরের ভিতরে এবং আশপাশে কী থাকা উচিত, সেই প্রশ্ন। বাস্তু বলছে, পড়ার ঘরের ঠিক উপরে কখনওই কোনও টয়লেট থাকা উচিত নয়। আয়না একে তো মনকে চঞ্চল করে, উপরন্তু অহেতুক উদ্বেগকে তা আরও বাড়িয়ে দেয়। পড়ার ঘরে তাই আয়নাও নৈব নৈব চ। ঘরে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস যত বেশি ঢোকে, ততই ভাল। পড়তে বসার সময় পড়ুয়ার ছায়া যেন কখনওই বইখাতার উপর না পড়ে, বাস্তুর বিধান বলছে সেকথাও।

মনোযোগ বাড়াতে হলে: বাস্তুমতে পূর্বদিকে মুখ করে বসে লেখাপড়া করলে মনোযোগ আরও তীব্র হয়। ঘরের মধ্যে কোনও স্তম্ভ কিংবা কোনও তীক্ষ্ণ ধারালো মুখযুক্ত জিনিসপত্র না থাকাই ভাল। পড়ার টেবিল রাখা উচিত ঘরের উত্তর বা পূর্ব দিকে। খেয়াল রাখতে হবে সেই টেবিল যেন ঘরের দেওয়ালে ঠেকে না থাকে। পড়ার ঘরে জিনিসপত্রের পাহাড় না থাকাই শ্রেয়। কেউ যেখানে বসে পড়বে, তার সামনে দেবী সরস্বতীর একটি ছবি বা মূর্তি থাকলে ভাল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : কোনওরকম জবরজং পরিবেশই লেখাপড়া করার জন্য ভাল নয়। পড়ার টেবিলের কোনও পাশেই বইয়ের তাক থাকাও বাস্তুমতে উচিত নয়। দিনের বেলায়

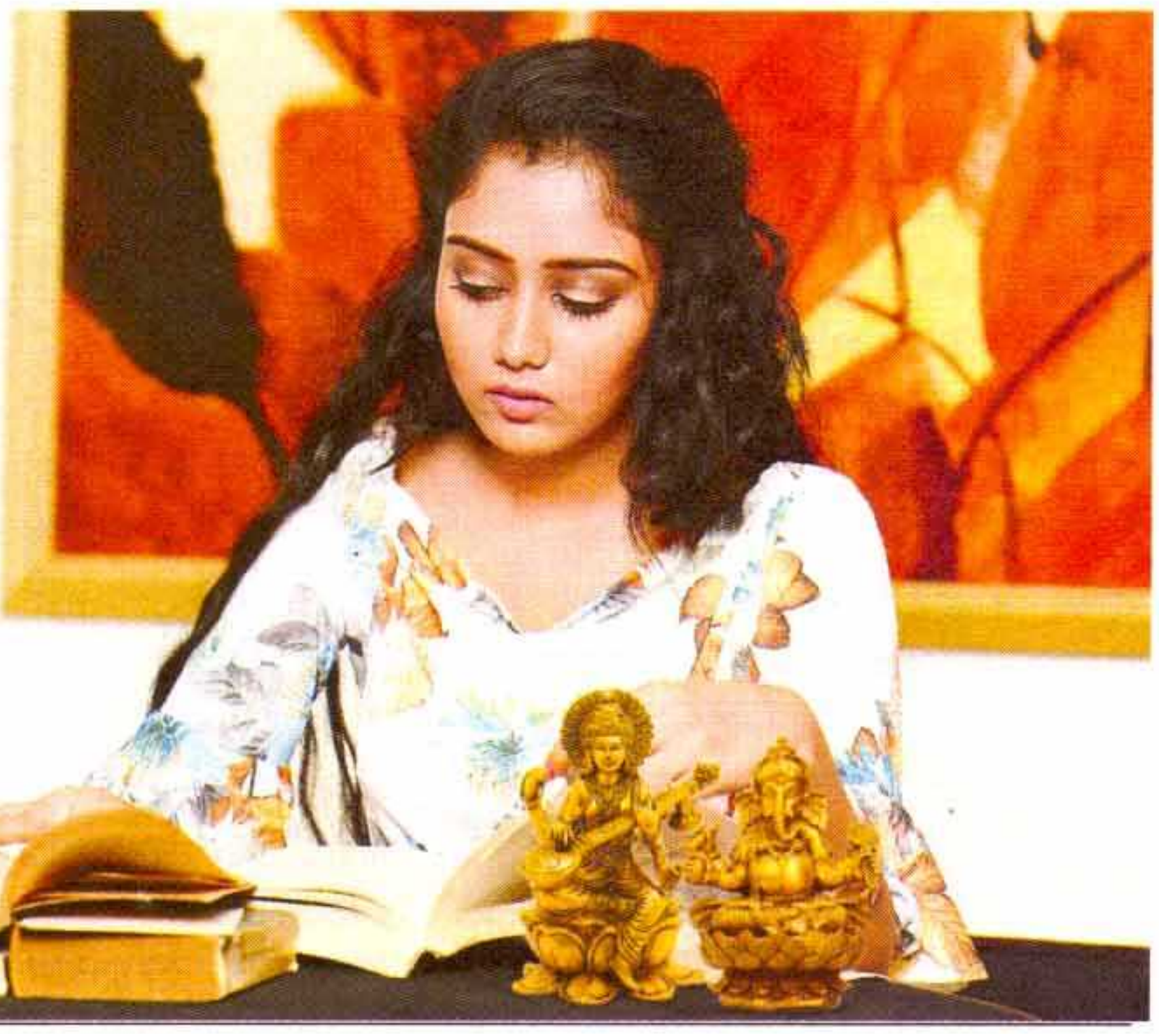

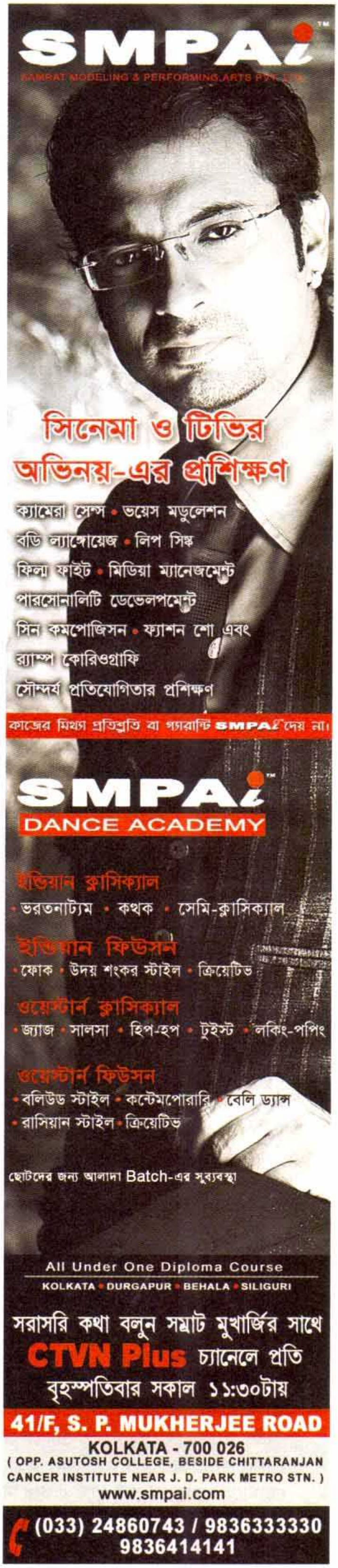

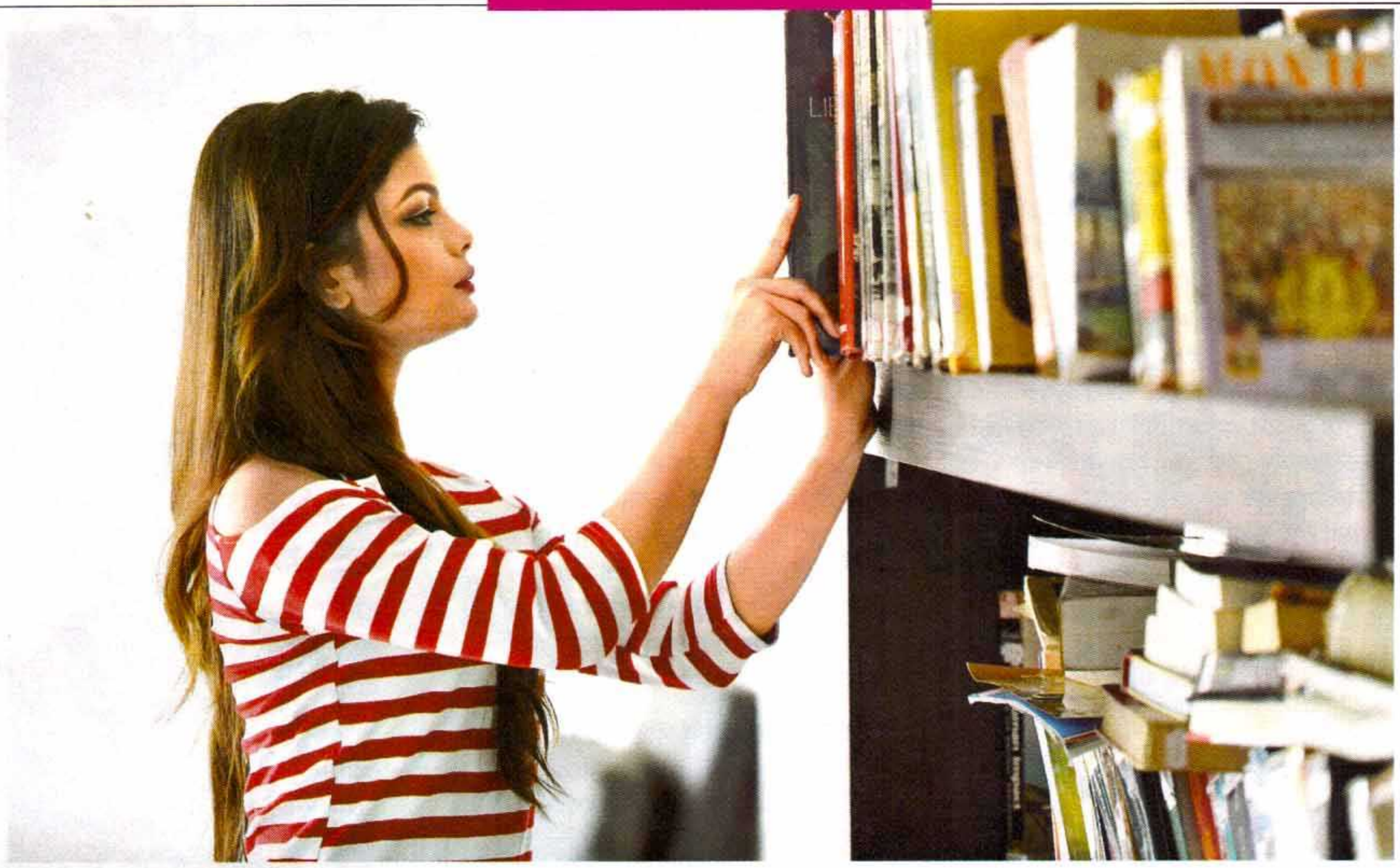

প্রাকৃতিক আলোই হোক আর সন্ধের পর কৃত্রিম, ঘর সবসময় উজ্জ্বল থাকলে পড়ায় মন বসে ভাল।

স্টাডি ল্যাম্প : ফোকাস বাড়াতে টেবিল ল্যাম্প সবসময়ই সাহায্য করে। তা ছাড়াও বাস্তু বলে, টেবিল ল্যাম্প পড়ুয়ার সৌভাগ্য বর্ধনে সাহায্য করে। সূর্যোদয়ের কিংবা ছুটন্ত ঘোড়ার ছবিও উৎসাহ দেয়, সবসময় এগিয়ে যেতে। কেউ যদি লেখাপড়ার বিভিন্ন ধাপে কোনও পুরস্কার পেয়ে থাকো, সেগুলো পড়ার জায়গার সামনে সাজিয়ে রাখলে যে আরও মোটিভেটেড লাগে, সেকথা কি আর আলাদা করে বলতে হবে?

ঘরের রং : সবশেষে পড়ে রইল পড়ার ঘরের রংয়ের কথা। লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনের সঙ্গে হলুদ রংয়ের যোগাযোগ খুবই মজবুত হওয়ায় পড়ার ঘরের রং হলুদ হলেই বেস্ট।

কেরিয়ারের উন্নতিতে বাস্তু

একটা ধাপ অবধি লেখাপড়ার পর আমরা সবাই নিজের-নিজের পছন্দমতো কেরিয়ার বেছে নেওয়ার চেষ্টা করি। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ হলে তো ভালই, কিন্তু তা না হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি বা কোনও কাজ করতে হয়, তবু তাতেও সাফল্যের মুখ দেখতে চায় সকলেই। আগের মতোই এবারেও যে কথাটা বলার, তা এই যে কেরিয়ারের উন্নতির জন্য একাগ্র পরিশ্রমের কোনওই বিকল্প নেই। বাস্তু তোমাকে সাফল্যের সেই পথে এগিয়ে নিয়ে

যেতে উৎসাহ দিতে পারে। বাস্তুবিশ্বাসীরা বলেন, বাস্তু পারে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকা পজ়িটিভ এনার্জিকে বের করে আনতে। সেইসঙ্গে কারও আশপাশে সুখী ও সমৃদ্ধিশীল পরিবেশ বজায় রাখতেও বাস্তু সাহায্য করে। কিন্তু কীভাবে? সেই প্রসঙ্গে আসব এক-এক করে—

অফিসের স্টাইল : প্রত্যেক অফিসেরই সাজসজ্জার নিজস্ব ধরন থাকে। তবে তুমি যদি লেখক বা রিসার্চ স্কলার বা শিল্পী হও, তবে তোমার অফিস বাড়ির পিছনের দেওয়ালের দিকে হলেই মঙ্গল। তা ছাড়া বাস্তুমতে যে কোনও অফিসেরই কাজ করার জায়গা এবং মূল প্রবেশপথের মধ্যে সরাসরি সংযোগ না থাকাই শ্রেয়।

বাড়িতেই অফিস যাদের : বাড়িতে থেকেই যারা কাজ করো, তাদের জন্য বাস্তুশাস্ত্র বলছে, বেডরুমের ঠিক পাশেই অফিসঘর করা উচিত নয়। এমনকী কর্পোরেট কিংবা সরকারি সংস্থায় যাঁরা অনেক উঁচু পদে কাজ করেন, অফিস থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্ব যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল।

বসার আদবকায়দা : বিজ্ঞানও বলে, যাঁরা সারাদিন চেয়ারে বসে কাজ করেন, তাঁদের উচিত পিঠ সোজা করে বসে থাকা। বাস্তুও কিন্তু বলছে সেকথাই। বাস্তুমতে পা ভাঁজ করে বা পায়ের উপর পা রেখে বাবু হয়ে বসার চেয়ে পিঠ সোজা করে কাজ করাই ভাল।

অফিস টেবিল : বিজ়নেস মিটিংই হোক আর নিজস্ব অফিস স্পেস, বাস্তুমতে কোথাওই তীক্ষ্ণ ধারওয়ালা টেবিল ব্যবহার করা উচিত নয়। ডিম্বাকৃতি অথবা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকৃতির কিংবা 'ইউ' আকৃতির ডেস্ক ব্যবহার করা ঠিক নয়। মসৃণ, আয়তাকার টেবিল বা ডেস্ক ব্যবহার করাই ভাল।

কনফারেন্স রুম মিটিং : যে কোনও মিটিং বা কনফারেন্সে কীভাবে এবং কোথায় বসা উচিত, বাস্তুতে উল্লেখ আছে সেকথারও। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, মিটিং বা কনফারেন্সে বসতে হলে তোমার সিট যেন ঘরের দরজা থেকে যথেষ্ট দূরে থাকে, তার দিকে খেয়াল রাখতে। এতে করে

almagazine.in

Jewelsouk.com

ASK MORE. GET MORE. SAVE MORE.

The range of 10,000 Shops
at your fingertips

Diamond Jewellery

Gold Jewellery

Diamond Solitaires

Shubham Mangalam
Swarna Mudrika

Jewels In Vogue

Atelier Silver

Branded Watches

Gift Voucher

Unbeatable Choice | Unmatched Prices | Original Branded Products | Certified Diamond Jewellery | Hallmarked Gold Jewellery

Log on to www.jewelsouk.com OR call toll free 1800 103 0051

অপ্রয়োজনীয় উৎপাত থেকে দূরে থাকা যায়।

অফিস চেয়ারের রকমফের : বাস্তু মতে চেয়ারে বসে কাজ করার সময় তোমার পিঠ কেউ দেখতে না পেলেই ভাল। সেকথা মানতে চাইলে লম্বা পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে কাজ করাই শ্রেয়। সেইসঙ্গে চেয়ারে ভাল আর্ম রেস্ট থাকা প্রয়োজন। কাজ করতে বসে চেয়ারে ভাল ফিজ়িক্যাল সাপোর্ট পেলে মন ভাল থাকে, কাজও এগোয় তাড়াতাড়ি।

মাথার উপর বিম (beam) : এই জিনিস নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। শুধু এটুকুই বলার যে, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি চাইলে এই জিনিস চলবে না। নেভার!

ডেস্ক মেটেরিয়াল : সবচেয়ে ভাল হয় কাঠ দিয়ে তৈরি ডেস্ক ব্যবহার করতে পারলে। তবে অফিস পশ্চিমমুখো হলে আবার কাচের টেবিল মঙ্গলজনক।

ফুল : নিজের ওয়র্ক ডেস্কের পূর্ব দিকে টাটকা ফুলের একটা ফুলদানি রাখতে পারলে বাস্তু মতে তা ভাল। পুরোপুরি ফুটে যাওয়া ফুলের সঙ্গে কিছু কুঁড়ি থাকলে আরওই ভাল হয়, কেননা তা নতুন কোনও সূত্রপাতের ইঙ্গিত দেয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ফুল যেন পচে না যায়। কাজের পরিবেশের পক্ষে সেটা আবার মোটেই ভাল জিনিস নয়।

ঘরের ভিতরের গাছ : নিজের অফিসের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এমন কিছু গাছ রাখতে পারলে মঙ্গল, যেগুলো বদ্ধ জায়গাতেও নিশ্চিন্তে বাড়তে পারে। টাকাপয়সার বাড়বাড়ন্ত

চাইলে বাস্তুর এই টোটকা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পার।

অফিসের লাইট : প্রথম কথা এটাই যে সারা অফিসেই প্রচুর-প্রচুর আলো থাকা প্রয়োজন। সারা অফিসে পজ়িটিভিটি ছড়িয়ে দিতে ও বজায় রাখতে উজ্জ্বল আলো সাহায্য করে। নিজের ডেস্কের দক্ষিণদিকে আলোর ব্যবস্থা থাকলে তা কাজে উন্নতির আশা বাড়ায়।

ক্রিস্টাল : নিত্যনতুন কাজের সুযোগ তোমার কাছে আসতে থাকুক এবং কোনও বাধাবিপত্তি ছাড়াই, নির্বিঘ্নে তুমি সেগুলো সমাধা করে ফেলবে, এই যদি মনোবাঞ্ছা হয়, তবে অফিসে অবশ্যই রাখতে হবে কোয়ার্টজ় ক্রিস্টাল।

অফিস গ্যাজেট : কম্পিউটার, টেলিফোন এবং অন্যান্য সমস্ত গ্যাজেট অফিসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাখতে পারলে ভাল। তা ছাড়াও বাস্তু মতে খোলা তারের মতো কোনওকিছু চোখের সামনে না থাকাই উচিত।

গভীর মনোনিবেশের জন্য : কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ানোর জন্য বাস্তু শাস্ত্র বলছে, উত্তরদিকে মুখ করে বসে কাজ করতে।

এতসব নিয়মকানুনের মধ্যে কোনটা বিশ্বাস করবে, কোনটা করবে না, সে একেবারেই তোমার ব্যাপার। মজাটা এখানেই যে, 'এইসব মেনে কি লোকে সত্যিই সাফল্য পেয়েছে?'— এই প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' এবং 'না', শুনতে পাবে দুটোই। ভরসা অতএব সেই পুরাতন বাণী, 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। এমন কিছু পাহাড়-পর্বত ভাঙতে তো বলা হচ্ছে না। ছোট-ছোট দু'-একটা ব্যাপার মেনে চললে বিশাল কিছু ক্ষতি তো হয়ে যাবে না রে বাবা! বরং কিছুমাত্রও হলে লাভ-ই হওয়ার কথা! তবে!

মডেল: মুনমুন, মৌমিতা, পত্রালি, সুকন্যা, প্রমিত, ইন্দ্রনীল
মেকআপ: প্রীতি দাস
ফোটো: শুভদীপ ধর
পোশাক: পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন, শ্রীরাম আর্কেড , শপ নং ৪০৯ (০৩৩-২২৫২ ০৮৭৫), ডিসকভারি, শ্রীরাম আর্কেড (৮৩৩৪৮৪৮৭৪৪), ইমেজ অ্যান্ড স্টাইল, গড়িয়াহাট (৯০৫১০৯৮৭৪৪)
শুটিং লোকেশন: ক্লাব ভর্দেভিস্তা কলক্লেভ, উপহার, ২০৫২, চকগড়িয়া, কলকাতা-৯৪ ফোন: ০৩৩-২৪২৩৯৯০০

Nargis Fakhri is wearing a pendant set from Nymph Collection

Official Brand Website: **www.asmibrand.com**
Buy Asmi Diamond Jewellery on: **www.asmidiamonds.in**
Also buy diamond jewellery online on: **www.jewelsouk.com | www.nakshatra.world | www.gili.com**

Certified by:
INDEPENDENT GEMOLOGICAL LABORATORIES
MUMBAI | NEW YORK
INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE

Asmi diamond jewellery is available across all major retail channels:
Shoppers Stop, Just In Vogue, Central, Globus, Brand Factory & also at the Exclusive outlets.
To locate the nearest store login: **www.ljow.in\storelocator or call toll free 1800 102 4480 / 82.**

Follow us on:

ফেং শুই আনবে কেরিয়ারে জোয়ার

বাস্তুর সঙ্গে ফেং শুইয়ের কি আদৌ কোনও তফাত আছে, নাকি দুটো একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ? ফেং শুই মতে কী-কী মেনে চললে কেরিয়ারে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী?

জানাচ্ছেন **পারমিতা মুখোপাধ্যায় ও অচ্যুত দাস**

'ফেং শুই'-এর নাম শুনেছি অনেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা যে আসলে কী, সে সম্পর্কে জানি খুব কম জনই। কারও-কারও একটা ভাসা-ভাসা আইডিয়া আছে যে, আমাদের দেশের বাস্তুরই বুঝি একটা চিনা সংস্করণ হল ফেং শুই। বাস্তুমতে যেমন বলা হয় বাড়ির এই ঘরটা উত্তর দিকে হলে ভাল হয়, ওই ঘরটা দক্ষিণমুখো হলে বিপদ... চিনা ফেং শুই-ও বুঝি তেমনই একগুচ্ছ নিয়মের একখানা ঝুড়ি। যদিও ব্যাপারটা আসলে তা নয়। খুব সহজ করে বলতে গেলে, বাস্তু হল কোনও একটা বাড়ি বা স্ট্রাকচার তৈরির আগেই তার কোনদিকে কী থাকা উচিত, সেই সংক্রান্ত বিধান, যা মেনে বাড়িটা বানালে ভাল। উলটোদিকে ফেং শুই হল কোনও একটা স্ট্রাকচার ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে, তারপর তার কোথায় কী রাখলে তার ফলাফল শুভ হতে পারে, সেইসবের হিসেব। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে যে বাস্তুতেও বলছে, অমুক দিকে গাছ লাগাতে পারলে কেরিয়ারে উন্নতি হতে পারে, তমুক জায়গায় টেবিল ল্যাম্প বসালে পড়ায় মনোযোগ বাড়বে, তার বেলা? সেক্ষেত্রে জেনে রাখা ভাল যে, বাস্তুর এই কিছু-কিছু নয়া নিয়ম আধুনিক বাস্তুশাস্ত্র থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যদি প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র কিংবা ফেং শুইয়ের কথা বলো, তা হলে কিন্তু তফাত খুব সহজ কথায় ওইটুকুই— একটা বাড়ি তৈরির আগের হিসেব, অন্যটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর।

ফেংশুই হর্স

আর একটু বিশদে

'ফেং' শব্দের মানে বায়ু আর 'শুই' মানে জল।

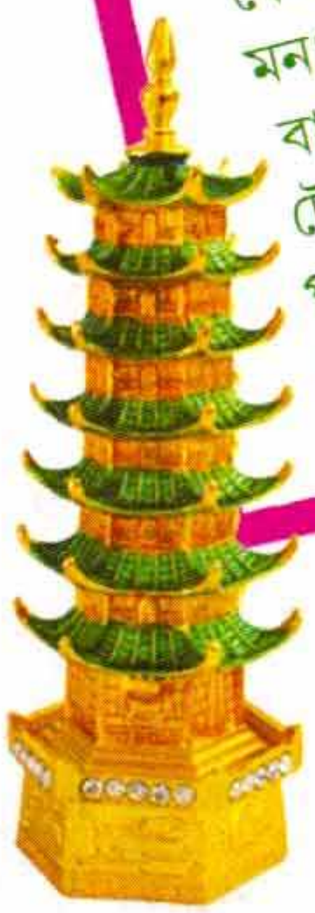

ফেংশুইয়ে মনঃসংযোগ বাড়াতে পড়ার টেবিলের উত্তর-পূর্বে রাখতে হবে এডুকেশন টাওয়ার। (সঙ্গের ছবি)

আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে চিন দেশে ফেং শুইয়ের জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। এই মতে বিশ্বাস করা হয় যে আমাদের এই যে পৃথিবীর মাটি, এর প্রাণ আছে এবং এতে জমে আছে প্রচুর-প্রচুর এনার্জি বা শক্তি। সেইমতো বাড়িতেই হোক, বা অফিসে কিংবা নিছক একটা বাগানে, আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে থাকা বিপুল এনার্জি বা শক্তিকে কী করে সম্যকভাবে কাজে লাগানো যায়, ফেং শুইয়ে বলা হয়েছে সেকথাই।

ইন আর ইয়াং

চিনদেশের যত সব প্রাচীন ধ্যানধারণা, তার অনেকগুলোই দাঁড়িয়ে আছে এই ইন-ইয়াং মতবাদের উপর। এই মত বলছে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই আসলে দুটো বিপরীত স্বভাবের অথচ গভীরভাবে সংযুক্ত শক্তির সমন্বয়ে তৈরি। এই দুটো শক্তির মধ্যে একটি পুং, তার নাম ইয়াং। অন্যটি স্ত্রী, তার নাম ইন। কিউট, তাই না? এই দুই শক্তি কীভাবে একে অন্যের বিপরীত মেরুর হয়েও সহাবস্থান করে, তারই এক অনন্য সুন্দর প্রতিরূপ হল বিখ্যাত 'তাই চি' চিহ্ন (উপরের ছবিতে দেখো)। আমাদের আশপাশে এই ইন আর ইয়াংয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষার ফান্ডাই ফেং শুই আমাদের দেয়, যার সাহায্যে আমাদের জীবন হয়ে উঠতে পারে সর্বাঙ্গসুন্দর, ফেং শুই তো তাই বলে।

ফেং শুই বাগুয়া এবং কম্পাস

তোমার নিজের বাড়ি বা কাজের জায়গা কীভাবে সাজানো উচিত, ফেং শুই মতে তা জানতে চাইলে তোমাকে আগে জানতে হবে ফেংশুই বাগুয়া (কিংবা ফেংশুই পাকুয়া) জিনিসটা কী? বাগুয়া হল একটি অষ্টভুজ ক্ষেত্র, যার আটটি ভাগ আমাদের জীবনের আটটি দিককে চিহ্নিত করে (সঙ্গের ছবি দেখো)। এই আটটি দিক হল—

- স্বাস্থ্য ও পরিবার
- সম্পদ ও প্রাচুর্য
- নাম ও যশ
- ভালবাসা ও বিয়ে
- সৃজনশীলতা এবং শিশু
- উপকারী মানুষ এবং আশীর্বাদ
- কেরিয়ার এবং জীবনের পথ
- আধ্যাত্মিক উন্নতি

এই যে আটখানা বাগুয়া ক্ষেত্র, আমার-তোমার বাড়িতে এই আটটা ভাগ কোথায়-কোথায় থাকা উচিত, সেটা কী করে বুঝবে? তার জন্য প্রয়োজন একটি কম্পাস। এই কম্পাসের সাহায্যে নিজের বাড়ির আটটি বাগুয়া এরিয়াকে চিহ্নিত করার কাজটা বেশ কঠিন। তার জন্য সাহায্য নিতে পার ইউটিউবের। ইউটিউবে গিয়ে 'ফেং শুই বাগুয়া এরিয়া অ্যাপ্লাই কীভাবে করব' জানতে চাইলেই দেখতে পাবে একাধিক সহজবোধ্য ভিডিয়ো, যেখানে ছবি এঁকে-এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরো প্রক্রিয়াটা। যারা ফেং শুইয়ে খুব সিরিয়াসলি আগ্রহী, তারা ওই ভিডিয়ো অনুযায়ী আটখানা বাগুয়া এরিয়া চিহ্নিত করে তারপর প্রত্যেক এরিয়ার উন্নতিসাধনের কথা ভাবতে পার। তবে অত কাণ্ড না করে খুব সহজে, ঘরে বসে যদি ফেং শুইকে নিজের কাজে লাগাতে চাও, তা হলে তার টিপ্‌স দেওয়া রইল নীচে—

- ফেংশুইয়ের মূলমন্ত্র হল পজ়িটিভ ভাইব্রেশন। সঙ্গে নিজের পজ়িটিভ এনার্জি মিলিয়ে নিলেই হল। আর তার সঙ্গে যদি এই কয়েকটা টিপ্‌স অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলতে পার, তা হলে কেরিয়ারের তোমায় পিছনে আটকে রাখে কার সাধ্যি!
- ফেংশুই মতে উত্তর দিকের সঙ্গে কেরিয়ারের যোগাযোগ রয়েছে। আর দক্ষিণ মানে নাম এবং খ্যাতি। উত্তর-পশ্চিম দিকটিকে একটু অ্যাক্টিভেটেড রাখলে তোমার কাজের জায়গায় বা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সবসময় কারও না কারও কাছ থেকে একটা সাহায্য পেয়ে যাবে।
- তোমার ব্যক্তিগত ভাইব্রেশন বাড়ানোর ব্যাপারে ফেংশুই বিশেষ জোর দেয়। আর এটা আরও স্ট্রং করার একমাত্র এবং অব্যর্থ উপায় হল 'পজ়িটিভ' থাকা।
- বাড়ি, অফিস/পড়াশোনার জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে সবসময়। যে জিনিসগুলো ব্যবহার করো না, সেগুলো সবসময় সরিয়ে দাও ধারকাছ থেকে। না হলে এখান থেকে নেগেটিভ ভাইব্রেশনের জন্ম হয়।
- সাফল্য যাতে সবসময় তোমার আশপাশে

ফেংশুই ফ্রগ

থাকে তার জন্য কাজের জায়গায় 'ফেংশুই ড্রাগন' রাখতে পার।

● উত্তরের দিকে ফেংশুই হর্স রাখলে কেরিয়ারে গতি, যশ এবং সাফল্য তিনটেই ধেয়ে আসে।

● দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব বা ঘরের মাঝামাঝি ফায়ার এলিমেন্টের ডেকর ব্যবহার করো। তবে ভুলেও তা পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তরের দিকে তা বসাতে যেয়ো না।

● ফেংশুই মতে ড্রাগন খুব পাওয়ারফুল যা পজ়িটিভ এনার্জি বা ইয়াংয়ের সঞ্চার করে ঘরে। এটিকে পূর্ব দিকে রাখলে টাকাপয়সা ও নতুন-নতুন সুযোগ, দুটোই টেনে আনতে সাহায্য করে।

● কেরিয়ারের উন্নতির জন্য নিজের আশপাশের ওয়াটার এলিমেন্ট স্ট্রং রাখা খুব জরুরি। ফেংশুইগুণ সমৃদ্ধ ওয়াটার এলিমেন্ট ডেকর বাড়ি বা অফিসের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় রাখলে শুভ হবে। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব অংশে তা রাখার ভুলটি ভুলেও কোরো না।

● কেরিয়ারের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যাপারটাও। সেই পাল্লাটি ভারী করতে ফেংশুইয়ের তিনপেয়ে বুল যার মুখে অনেকগুলো কয়েন বসানো রয়েছে তা এনে বসাতে পার তোমার বাড়িতে বা কাজের জায়গায়। পাশাপাশি টাকাপয়সা একবার তোমার পকেটে এলে তা যাতে আর দরজামুখো না হতে পারে তার জন্য 'ফু ডগ'-ও রাখতে পার।

● তুমি যেখানে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাও সেই ঘরের দেওয়ালে ভাইব্রেন্ট রং ব্যবহার করো।

● দরজা বা জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসবে না কাজের জায়গায়। কারণ, এতে নতুন সুযোগ আসার পথে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াতে পার তুমি।

● ঘরের কোনও এক জায়গায় নিজের সাফল্যের কোনও চিহ্ন রাখার চেষ্টা করো।

থ্রি ওয়াইজ় মেন

ফেংশুই উইন্ড চাইম

তা ছবিও হতে পারে বা তোমার পাওয়া কোনও ট্রোফি। এতে তোমার মনে পজ়িটিভ ভাইব্রেশন তৈরি হতে আরও সুবিধে হবে। দেওয়ালে খোলা জায়গা বা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি রাখো। সঙ্গে ছোট কোনও গাছও রাখতে পার (তবে বনসাই নৈব নৈব চ)। এতে ঘরের এনার্জি শুদ্ধ হবে।

● তবে যদি মনে হয় যে এখন বাড়ির সেটআপ ফেংশুই অনুযায়ী বদলে নেওয়া একটু কঠিন, তা হলেও চাপ নেই। কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে নিলেই মুশকিল আসান!

এই কয়েকটা ছোট-ছোট বিষয়ে মাথায় রেখে চললে জীবনে পজ়িটিভ এনার্জির পাশাপাশি কেরিয়ার এবং অর্থভাগ্যেও নাকি আসবেই আসবে উন্নতির জোয়ার। সাফল্যকে আরও একটু কাছ থেকে দেখতে ব্যস এটুকুই তো দরকার!

মডেল: মুনমুন, সুকন্যা, পত্রালি, মৌমিতা, ইন্দ্রনীল, শুভ্রতনু পাল
মেকআপ: প্রীতি দাস, **ফোটো:** শুভদীপ ধর
পোশাক: পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন, শ্রীরাম আর্কেড, শপ নং ৪০৯(০৩৩-২২৫২ ০৮৭৫), ডিসকভারি, শ্রীরাম আর্কেড (৮৩৩৪৮৪৮৭৪৪), ইমেজ অ্যান্ড স্টাইল, গড়িয়াহাট (৯০৫১০৯৮৭৪৪)
শুটিং লোকেশন: ক্লাব ভর্দেভিস্তা কলক্লেভ, উপহার, ২০৫২, চকগড়িয়া, কলকাতা-৯৪
ফোন: ০৩৩-২৪২৩৯৯০০

BAP659

BAEP659

BAEP655

BAP655

DIAMONDS
PRECIOUS FOREVER

Bipasha Basu is wearing a pendant set from Paisley Collection

Official Brand Website: **www.gilibrand.com**

Buy Gili Diamond Jewellery on: **www.gili.com**

Also buy diamond jewellery online on: **www.jewelsouk.com | www.nakshatra.world | www.asmidiamonds.in**

Certified by:

INDEPENDENT GEMOLOGICAL LABORATORIES

Gili diamond jewellery is available across all major retail channels:
Shoppers Stop, Just In Vogue, Central, Globus, Brand Factory & also at the Exclusive outlets
To locate the nearest store login: **www.ljow.in\storelocator** or **call toll free 1800 102 4480 / 82**

Follow us on

ফোকাস@আমি

বর্ষায় ছেলেদের ~~সাজ~~ যত্নআত্তি

ছেলেরা সাজগোজে বিশেষ সময় দিতে চায় না। যেটুকু বা দেয়, তা স্বীকার করতে চায় না মোটে। অথচ ভরা বর্ষায় তাদের জীবনেও সমস্যার অভাব নেই মোটে। সমাধানের পথ দেখাল ১৯ ২০...

মাসের পর মাস অসহ্য কাঠফাটা গরমের পর প্রথম যেদিন ঝমঝমিয়ে বর্ষা নামে, সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। আমাদের মতো গরমের দেশে বৃষ্টি তাই সর্বত্র পূজ্যতে। তবে সমস্যাও আছে। ধরো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, আমি-তুমি সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালাম, মুখখানা তুলে ধরলাম আকাশের দিকে, চোখদুটো বন্ধ! ফোঁটা-ফোঁটা জলের অবিশ্রান্ত ধারা ধুয়ে দিয়ে গেল মাথার চুল, কপাল, গাল, গলা... পাঁচমিনিট এমন বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যখন চোখ খুলে নীচের দিকে তাকাবে, ততক্ষণে চারদিক ভরে গিয়েছে প্যাচপেচে কাদায়। আরও খানিকক্ষণ পর কোথাও-কোথাও জল জমবে। ভিজে বাতাস প্রথমে ভাল লাগলেও পরে সোঁদা আবহাওয়াটাই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সবশেষে মূর্তিমান সর্বনাশ এসে দাঁড়াবে ত্বক আর চুলের খবর নিতে!

মেয়েদের কথা আলাদা, তারা সারাবছরই নিজেদের যত্ন নিতে পারদর্শী। উলটোদিকে ছেলেরা সারাবছর যেমন, বর্ষাতেও ঠিক-ঠিক তেমনটাই অগোছালো। ফলে বর্ষায় তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসে একরাশ সমস্যা। যেগুলোকে তারা নিজেরা একেবারেই পাত্তা না দিলেও আশপাশের মানুষরা তা নিয়ে বিরক্ত হতে বাধ্য। অথচ সারা দিনে পাঁচটা মিনিট খেয়াল করে ক'টা জিনিস মেনটেন করতে পারলেই আদমি খুদ খুশ, আর আশপাশের পাড়াপড়শিরাও খুশ! 'খুশ' বলতে মনে পড়ল ছেলেদের জীবনের অন্যতম সমস্যা, খুসকির কথা! কাজেই ওই দিয়েই শুরু করা যাক...

খুসকি

আমাদের মাথার খুলির বাইরে যে ত্বক, একে তো তা চুল দিয়ে ঢাকা থাকে, উপরন্তু ত্বক থেকে ক্ষরিত সেবাম এবং মৃত ত্বককোষ ওই খুলির উপরেই থেকে যায় বলে তা হয়ে ওঠে নানারকম ছত্রাকের আদর্শ আঁতুড়ঘর। বর্ষাকালে ছত্রাকের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য আরওই অনুরূপ পরিবেশ থাকে বলে বর্ষায় খুসকির সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

ম্যালাসেজ়িয়া নামে একরকমের ছত্রাক আমাদের, মানে একেবারে আমার-তোমার-সবারই খুলির উপরের ত্বকে জন্মায়। সে ব্যাটা এমনই পাজি যে তাকে যতবারই মেরেধরে তাড়াবে, তবু সে ঠিক ফিরে-ফিরে এসে বাসা বাঁধবে তোমার চুলের মাঝে। ত্বককোষ থেকে যে তেল বা সেবাম ক্ষরিত হয়, তাকে ওই ছত্রাক আরও ছোট-ছোট টুকরোয় ভাঙে, যে টুকরোগুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফ্যাটি অ্যাসিড। এই ফ্যাটি অ্যাসিড থেকেই অনেকের অস্বস্তি হয়, চুলকুনি হয়, ফলত চুল থেকে ঝরে-ঝরে পড়ে খুসকি!

তা হলে উপায়?

● অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু কেনার আগে দেখে নাও, তাতে এফেক্টিভ উপাদান হিসেবে জ়িঙ্ক পাইরিথায়োন আছে কিনা। খুসকির মূল

কারণ যে ছত্রাক, তার সঙ্গে লড়াই করতে এই উপাদানটি ভীষণ কার্যকরী।

● সকালবেলা একটু বৃষ্টি পড়ল কিনা, অমনি দুম করে সেদিনের স্নানটা স্কিপ করে দিলাম, এই করলে জীবনেও খুসকির সমস্যা মিটবে না। প্রত্যেকদিন স্নান করলে ত্বকে লেগে থাকা সেবাম খানিকটা হলেও ধুয়ে যায়। ফলে তার আর সাধ্যি থাকে না বাতাস থেকে ধুলো, বালি, ময়লা টেনে আনার।

● খেয়ালখুশি মতো ঘন-ঘন শ্যাম্পু পালটালে চলবে না। তা হলে কোনও শ্যাম্পুই তোমার ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে না।

● বৃষ্টিতে এক-আধদিন ভিজলে ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে অভ্যেসে পরিণত না করে ফেলাই ভাল। চুল বৃষ্টিতে ভিজলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তা শুকিয়ে নিলেই মঙ্গল।

● স্বাভাবিকের চেয়ে তোমার একটু বেশিই খুসকি হলে কিন্তু সাধারণ প্রডাক্টে সেই সমস্যা মিটবে না। বাজারে কিছু শ্যাম্পু এমনও পাওয়া যায়, যারা খুসকির সমস্যার 'ইনটেনসিভ সলিউশন' দেয় বলে দাবি করে। সমস্যা গুরুতর মনে হলে শরণ নিতে পার তাদের।

ম্যালাসেজ়িয়া নামে এক ছত্রাক এমন পাজি যে তাকে যতবারই মেরেধরে তাড়াবে, তবু সে ঠিক ফিরে-ফিরে এসে বাসা বাঁধবে তোমার চুলের মাঝে

মুখমণ্ডলের ত্বকের সমস্যা

এক-একজনের ত্বক যেহেতু এক-একরকম, তাই আলাদা-আলাদা করে তাদের সমস্যার কথা বলাই ভাল।

শুষ্ক ত্বক

যাদের ড্রাই স্কিন, তাদের ত্বক একে তো ডিহাইড্রেটেড হয় তাড়াতাড়ি, উপরন্তু স্কিন রিপেয়ারিং ভিটামিনও তাদের থাকে কম। এই সমস্যা আরও বাড়ে বর্ষাকালে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্রিম বেসড ক্লেনজ়ার এবং ভাল ময়শ্চারাইজ়িং লোশন ব্যবহার করতে হবে।

ময়শ্চারাইজ়ার ত্বকের বাইরের লেয়ারগুলোর আর্দ্রতা বাড়ায়।

তৈলাক্ত ত্বক

বাতাসের আর্দ্রতার জন্য তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বর্ষায় আরও বাড়ে। এরকম ত্বক যাদের, তাদের তাই দিনে অন্তত তিনবার মুখ ভাল করে ধোওয়া ছাড়া গতি নেই। সঙ্গে সপ্তাহে অন্তত তিনবার ফেস স্ক্রাব করতে পারলে আরও ভাল। তবে একটা কথা মনে রেখো। অতিরিক্ত ধোওয়াধুয়ি হলে তৈলাক্ত ত্বক আরও বেশি করে তেল ক্ষরণ করে। বাড়াবাড়ি করলে তাই আখেরে তোমারই ক্ষতি।

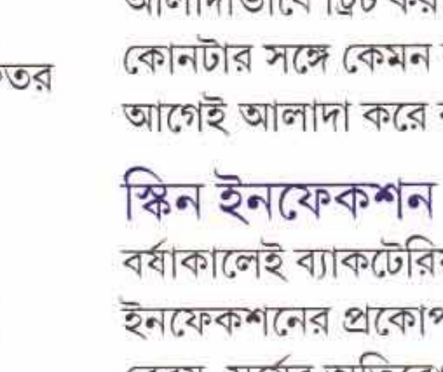

মিশ্র ধরনের ত্বক

অনেকের মুখেই শুধু টি জ়োনটুকু তৈলাক্ত হয়, বাকিটা আবার শুকনো। এরকম মিক্সড কেস যাদের, তাদের ওই দুই অংশকে আলাদা-আলাদাভাবে ট্রিট করা ছাড়া গতি নেই। দুটোর কোনটার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, তা তো আগেই আলাদা করে বললাম।

স্কিন ইনফেকশন

বর্ষাকালেই ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকঘটিত স্কিন ইনফেকশনের প্রকোপ বাড়ে। কারও র‍্যাশ বেরয়, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কারও ত্বকের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কারও আবার চোখে ইনফেকশন হয়। এইসব ইনফেকশনের একটা বড় কারণ আমাদের শরীরের ঘাম। যাদের এরকম ইনফেকশনের প্রবণতা আছে, তাদের দিনে দু'বার স্নান করা উচিত। সেইসঙ্গে সারা গায়ে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল পাউডার দিতে পারলে আরওই ভাল। তবে ইনফেকশনের মাত্রা বেশি হলে নিজে বেশি ওস্তাদি না করে ডাক্তারের

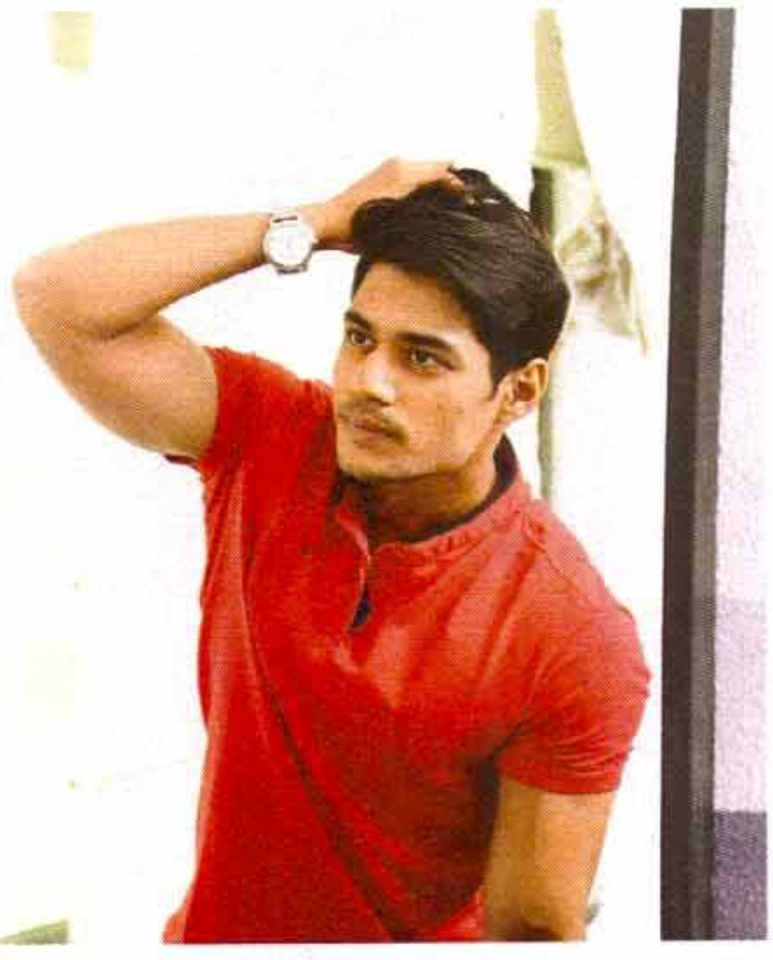

পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

গায়ের গন্ধ

বর্ষাকালের ভ্যাপসা আবহাওয়ায় গায়ের দুর্গন্ধ বিশেষ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জামাকাপড় কাচার মতো রোদ থাকে না অনেকসময়, কাচলেও সেগুলো শুকোতে চায় না।

- এরকম হলে গোড়া থেকেই নিয়মিত ডিওডোর‍্যান্ট ব্যবহার করলে সমস্যার মোকাবিলাটা শক্ত হাতে করা যায়। অনেক ডিও-তেই অ্যালুমিনিয়াম থাকে, যা ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। ডিও কেনার আগে তাই দেখে নিতে হবে তাতে যেন অ্যালুমিনিয়াম না থাকে।

ইনফেকশনের একটা বড় কারণ আমাদের শরীরের ঘাম। যাদের এরকম ইনফেকশনের প্রবণতা আছে, তাদের দিনে অন্তত দু'বার স্নান করা উচিত

- গায়ের দুর্গন্ধের একটা বড় কারণ হল ঘাম। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় লোম শেভ করতে পারলে ঘামের দুর্গন্ধের প্রকোপ কমে।
- দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই দু'দিন স্নান বন্ধ, এই কম্মটিও করলে চলবে না মোটেই।
- যারা একটু বেশিই ঘামো, খানিকটা খোলামেলা, ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরলে হাওয়া চলাচল ভাল হয়। ঘাম কম হয়। দুর্গন্ধও কমে। নাইলনের মতো কৃত্রিম ফেব্রিকের তুলনায় কটন ও লিনেনের মতো প্রাকৃতিক ফাইবারে তৈরি জামাকাপড় পরলেও ঘাম কম হয়।

পায়ের যত্ন

বর্ষায় প্রায়ই বেরতে হয় জলকাদায়, পায়ে লাগে নোংরা। সেসব এড়াতে যদি আবার পা-ঢাকা জুতো পরতে হয়, তা হলেও গন্ধ হওয়ার ভয়। তা হলে বর্ষায় পায়ের যত্ন নিতে কী কী করবে, একবার দেখে নাও।

- যথাসম্ভব খোলা জুতো পরতে হবে। তাতে জল লাগলেও দ্রুত শুকিয়ে যাবে। ফাংগাল ইনফেকশন বা দুর্গন্ধ হওয়ার ভয় থাকবে না। ভিজে জুতো বেশিক্ষণ পরে থাকবে না।

- রাস্তায় জলে বেশি হাঁটাহাঁটি হলে বাড়ি ফিরে ভাল করে হালকা গরম জলে সাবান দিয়ে এবং ছোবড়া দিয়ে ঘষে পা ধুতে হবে। এ সময়ে পায়ে বড় নখ রাখা একেবারে অনুচিত।
- রাতে শোওয়ার আগে দুটো পায়ের পাতায় ও গোড়ালিতে ভাল করে ময়শ্চারাইজ়িং ক্রিম মেখে শুতে যেতে হবে।

জানি, ছেলেরা এসব সমস্যাকে আদৌ সমস্যা বলে মনেই করে না। 'ছেলেদের আবার অত সাজগোজ কীসের?'— এই ভেবে নিয়ে ল্যাদ খাওয়াতেই তাদের সুখ। তবে সাজগোজ না করলেও 'মেনটেন্যান্স' বলে তো একটা ব্যাপার হয়, নাকি? সেকথা মেনে এই পরামর্শগুলোও মাথায় রাখার চেষ্টা কোরো। তাতে তোমারই লাভ। আমার আর কী!

মডেল: সুকন্যা, ইন্দ্রনীল, প্রমিত, ইমতিয়াজ়, রোহিত
মেকআপ: প্রীতি দাস
ফোটো: শুভদীপ ধর
পোশাক: ডিসকভারি, শ্রীরাম আর্কেড (৮৩৩৪৮৪৮৭৪৪), ইমেজ অ্যান্ড স্টাইল, গড়িয়াহাট (৯০৫১০৯৮৭৪৪)
শুটিং লোকেশন: ক্লাব ভর্দেভিস্তা কলক্লেভ, উপহার
২০৫২, চকগড়িয়া, কলকাতা-৯৪
ফোন: ০৩৩-২৪২৩৯৯০০

MORELLATO

Time

For those precious moments.

Time for some elegance

with Italian innovation and flair!

R0153118504

For enquiries: 1800 102 4480 / 82.

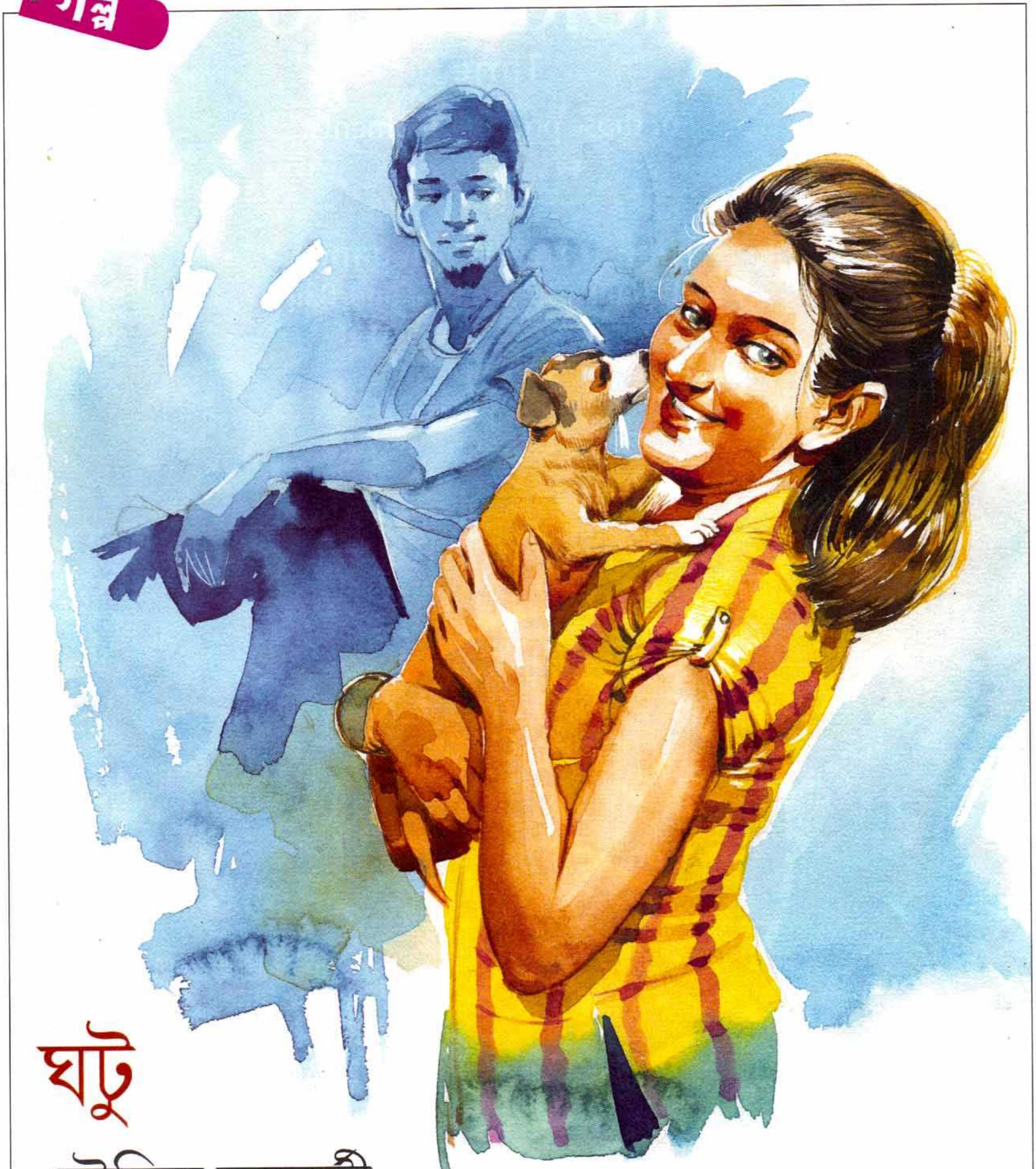

ঘটু

সৌভিক চক্রবর্তী

ঘটুকে নিয়েই গোলমাল বাধল। ঠিক ঘটুকে নিয়ে নয়, ঘটু কার কাস্টডিতে থাকবে সেটা নিয়ে। বাকি আর সবকিছুই মোটামুটি ভাগ করা গিয়েছে। ফ্ল্যাটটা সৌম্য কিনেছিল, সৌম্যই থাকবে। অতএব ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই। ফ্রিজ, টিভি, মাইক্রোওভেন আর ওয়াশিং মেশিন ঊর্মির কেনা। এগুলো সবই সে নিয়ে যাবে। ঊর্মি যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এমনটা নয়। সৌম্যই বলেছিল, "তোর সবকিছু তুই নিয়ে যাস।"

ঊর্মি বলেছিল, "সব বলতে?"

"যেগুলো তুই কিনেছিস সেগুলো। তা ছাড়া তোর নিজের ব্যবহারের যা কিছু আছে সেগুলোর কথাও বলছি। নেলপালিশ

কিংবা স্যানিটারি ন্যাপকিন আমার কোনও কাজে আসবে না।"
"অসভ্যের মতো কথা বলবি না।"
"সরি।"
"সবকিছু নিয়ে যেতে পারব না। তুই ফেলে দিস। পুড়িয়েও দিতে পারিস। যা খুশি।"
দু'জনেই চুপ করে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সৌম্য বলেছিল, "আমরাই যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছি, তখন যার জিনিস তার কাছে থাকাই ভাল। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি লোক লাগিয়ে সব মালপত্তর তোর বাড়িতে পৌঁছে দেব।"
তিন বছর আগে সৌম্য আর ঊর্মি যখন সৌম্যর বাগুইআটির ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করল, তখন ওরা ঠিক করেছিল, সৌম্য ফ্ল্যাটের ইএমআই দেবে আর ঊর্মি দরকারি জিনিসপত্রগুলো কিনবে। সংসার খরচের জন্য দু'জনের মাইনের কিছুটা করে দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করা হবে।
ভাগাভাগি করতে তাই খুব একটা জটিল অঙ্ক কষতে হয়নি। কিন্তু ঘটুকে ভাগ করতে গিয়েই ভুল হয়ে গিয়েছে বিলকুল! ফলে এই নিয়ে আরও একপ্রস্থ ঝগড়া হয়েছে।
ঊর্মি ট্রলিব্যাগে জামাকাপড় গোছাচ্ছিল। সৌম্য মেঝেতে বসে একমনে সিগারেট খাচ্ছিল। এমনিতে ঊর্মি সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না। কিন্তু এবার থেকে যখন আর একসঙ্গে থাকা হবে না, তখন এই পছন্দ-অপছন্দগুলোর কী দাম? ঊর্মি ঘাড় ঘুরিয়ে এক বার দেখেওছে। কিন্তু কিছু বলেনি।
টিভি, ফ্রিজ ইতিমধ্যেই ঊর্মির বাড়িতে চলে গিয়েছে। তাই ঘরটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। সৌম্য ভাবছিল, ঘরে যে এত জায়গা আছে আগে বোঝা যায়নি। ঘটু বসেছিল সৌম্যর পাশেই।
ব্যাগ গোছাতে-গোছাতেই ঊর্মি জিজ্ঞেস করেছিল, "ঘটুর ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?"
সৌম্য নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, "কী ভাবব?"
ঘুরে তাকিয়েছিল ঊর্মি, "ঘটু কার সঙ্গে থাকবে?"
খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সৌম্য বলেছিল, "কার সঙ্গে আবার? আমার সঙ্গে থাকবে।"
"তোর এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?"
"কারণ কিছু নেই। এমনিই।"
"আমি যদি বলি, আমার কাছে থাকবে।"
"বললে বল। কত কিছুই তো বলিস। সব কথা আমি ধরি না।"
"আমি ইয়ার্কি মারছি না সৌম্য।"
"আমিও না।"
"ঘটুকে কাল আমি নিয়ে যাব।"
"প্রশ্নই ওঠে না।"
"ঘটু কি তোর একার?"
"আমি কখন বললাম সেটা?"
"তা হলে আমিও ঘটুকে নিয়ে যেতে পারি।"
"সম্ভব নয়। ওর এখানে থেকে অভ্যেস। দুম করে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবে না।"
"সেটা আমি বুঝে নেব। ঘটুকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।"
"আমিও পারব না।"
"তা হলে?"
"তুই এখানেই থেকে যা। দু'টো ঘর আছে তো। যে যার মতো থাকব।"
"সম্ভব নয়।"
"তা হলে ঘটুকে বরং অর্ধেক করে ফেলি। তোর হাফ, আমার হাফ। তুই কোন দিকটা নিবি? ল্যাজা না মুড়ো?"
"অসভ্যের মতো কথা বলবি না।"
"সরি।"

কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি। ঘটুকে নিয়ে ঊর্মি পাশের ঘরে ঘুমোতে চলে গেছিল। ঊর্মির পিসতুতো বোন উকিল। তাকে ডেকে আনা হল। সে পরামর্শ দিল, এই সামান্য ব্যাপারে কোর্ট-কাছারি করলে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বরং সাত দিন-সাত দিন করে ঘটু দু'জনের কাছেই থাকবে। ঘটু দু'জনের সঙ্গেই থেকেছে। আশা করা যায় তার অসুবিধে হবে না। শেষমেশ এই শর্তেই রাজি হল সৌম্য আর ঊর্মি।
ঘটু এখন সৌম্যর কাছে থাকবে। সাত দিন

পর ঊর্মি এসে তাকে নিয়ে যাবে। ঊর্মির ভাগের সাত দিন ফুরিয়ে গেলে ফের সৌম্যর পালা। এ ভাবেই চলবে আপাতত।

ঘটুর ভাল নাম ঘটোৎকচ রায়চৌধুরী চক্রবর্তী। নামটা মোটামুটি ভাল হলেও পদবিটা যে খুবই জটিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছু করার ছিল না। সৌম্যর পদবী চক্রবর্তী, ঊর্মির রায়চৌধুরী।
ঘটুর একটা ফেসবুক প্রোফাইলও আছে। সেখানে তার যা মনে হয় সে পোস্ট করে। কিছু দিন আগে সে লিখেছিল,

তেলাপোকা খেতে খুবই খারাপ। খুব খিদে পেলেও তেলাপোকা খাওয়া উচিত নয়। পোকামাকড় না খাওয়াই ভাল। তবে মাঝে মাঝে গঙ্গাফড়িং খাওয়া যেতে পারে। বেশ খেতে।

তারও কিছু দিন আগে ঘটুর জন্মদিন ছিল। এক প্লেট বিফস্টেকের সামনে বসে আছে এমন একটা ছবি পোস্ট করে সে লিখেছিল :

হর কুত্তে কা জনমদিন আতা হ্যায়।

তাতে হাজার ছাব্বিশটা লাইক আর দু'শো তিরিশটা কমেন্ট পড়েছিল। ঘটুর জন্মদিন আর সৌম্য-ঊর্মির একসঙ্গে থাকা শুরু একই দিনে। তাই ওই দিনটা বেশ ঘটা করেই পালিত হয়।

তিন বছর আগের কথা। তখন দিনকাল বেশ ভাল ছিল, তাই সৌম্য আর ঊর্মির এত ঝগড়াঝাঁটি হত না। তখন হাত ধরাধরি করে রোদে পুড়তে ভাল লাগত। বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগত। মোটকথা একসঙ্গে থাকতে সব সময় ভাল লাগত।
একদিন বিকেলে প্যারামাউন্টে ডাব-শরবত খেতে-খেতে ঊর্মি সৌম্য কে বলেছিল, "তোর ফ্ল্যাটটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমি তো ছাই ছুটিই পাচ্ছি না। ছুটি পেলে গুছিয়ে দিয়ে আসব।"
আরাম করে ডাবের শাঁস খেতে খেতে সৌম্য বলেছিল, "গোছানোর কী আছে?"
ঊর্মি বলেছিল, "অনেক কিছু আছে রে হাঁদা। প্রথমেই পরদা লাগাতে হবে।"
"পরদা কেন? জানালা খোলা থাকাই তো ভাল। বেশ আলো বাতাস আসবে।"
"ও রকম জানালা খোলা ঘরে আমার লজ্জা করে।"
"চার তলায় তো। পাখি ছাড়া দেখার কেউ নেই।"
"তা হলেও। আগের দিন আমার খুব লজ্জা আর অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি বারবার সচেতন হয়ে যাচ্ছিলাম।"
"তা হলে এবার থেকে জানালা বন্ধ করে নেব।"
"না, গরম লাগবে।"
সৌম্য ভাবছিল, 'মহাপুরুষরা যে বলেছেন,

মেয়েমানুষ খুবই যন্ত্রণার বিষয়, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে তাঁরা একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছেন, এই যন্ত্রণায় বড় আরাম।'

ঊর্মি বলছিল, "আমার খুব ইচ্ছে করছে একসঙ্গে থাকতে।"

আরও দু'গেলাস ডাব শরবতের অর্ডার দিয়ে সৌম্য বলেছিল, "তো থাকলেই হয়। আজই চল।"

"না, ওরকম এক-আধ দিনের জন্য নয়। বেশ অনেক দিন। এক বছর... দু'বছর...তিন বছর কিংবা আরও অনেক বেশি।"

বলতে-বলতেই গালে রং লেগেছিল ঊর্মির। লজ্জা পেলে যে কোনও মেয়েকেই দেখতে বড় সুন্দর লাগে। যেখানে ঊর্মির তো সুন্দরী বলে নামডাক আছে। তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে সৌম্য বলেছিল, "থাক না একসঙ্গে। কে আটকাচ্ছে তোকে?"

ঊর্মি একটু অবাক হয়েছিল, "তুই সিরিয়াস?"

সৌম্য তার চেয়েও বেশি অবাক হয়ে বলেছিল, "সিরিয়াস নয় তো কি? এটা কি ফাজলামির বিষয়?"

"কবে থেকে শুরু করা যায় বল তো?"

"ভাল জিনিসে দেরি করা ঠিক হবে না। আজ থেকেই।"

"আমার বাড়িতে কী বলব?"

"যা সত্যি, তাই বলবি।"

"মা-বাবা যদি ঝামেলা করে?"

"তুই আরও বেশি ঝামেলা করবি। তুই তো দারুণ ঝগড়া করতে পারিস।"

"অসভ্যের মতো কথা বলবি না।"

"সরি।"

একটা ছেলে খুব অগোছালোভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। একটা মেয়ে কিন্তু সেটা পারে না। প্রত্যেকটি মেয়েই তার পিঠে একটা অদৃশ্য সংসার নিয়ে ঘোরে। সে যেখানেই যায়, নিজের অজান্তে সেই সংসার পেতে ফেলে। সেই সংসারে দু'বেলা অনেকের পাত পড়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে অগোছালো মেয়েটি পৃথিবীর সবচেয়ে গোছানো পুরুষটির চেয়ে একশো গুণ বেশি দায়িত্বশীল। এই অঙ্ক অনুসারেই সৌম্যর আপত্তি সত্ত্বেও ঊর্মি তাকে ঘাড় ধরে হাতিবাগান বাজারে নিয়ে গেল।

হাতিবাগান বাজার, কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এবং ইলেকট্রনিক জিনিসের দোকান ঘুরে বাজার শেষ হওয়ার পর সৌম্য বুঝতে পারল প্রথমবার সংসার পাততে বিয়াল্লিশ হাজার একশো তেত্রিশ টাকা খরচ হয়। (ট্যাক্সি ভাড়া এর মধ্যে ধরা হবে না।)

ওরা ট্যাক্সি করে ফিরছিল। একটু আগেই ঊর্মি টেলিফোনে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তার চোখে জল। জলের একটা রেখা গাল বেয়ে ঠোঁটের কাছে এসে হঠাৎ থমকে গেছে। ঊর্মি এখনও একটু-একটু কাঁদছে। সৌম্যর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে কিন্তু তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। তার চোখের জলে সন্ধেবেলায় কলকাতার ছায়া পড়েছে।

সৌম্য কিছুতেই মনে করতে পারল না, কোথায় যেন পড়েছিল, প্রিয়তম নারীটি যখন কাঁদে, তখন প্রেমিকের উচিত সেই অশ্রু ওষ্ঠে তুলে নেওয়া। কিন্তু এইসব কথা বইতেই ভাল লাগে। বাস্তবে করতে গেলে অনেক সমস্যা হয়। সৌম্যর এ ব্যাপারে একটা খারাপ অভিজ্ঞতা আছে। সে পড়েছিল, কোনও-কোনও জায়গায় নতুন জমিতে লাঙল দেওয়ার আগে মাটিকে পুজো করা হয়। বলা হয়, হে ধরিত্রী, আমরা তোমার কুমারিত্ব হরণ করতে চলেছি। কিন্তু আমরা অসহায়। তোমাকে কর্ষণ না করলে যে শস্য হবে না। আর শস্য না হলে সমগ্র মানবজাতি ক্ষুধায় মারা যাবে। তাই আমরা বাধ্য হচ্ছি। তুমি অপরাধ নিয়ো না।

ঊর্মিকে আদর করতে-করতে প্রথমবার তার দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে ওই কথাগুলো মনে পড়ে সৌম্যর ভক্তিভাব জেগে উঠেছিল। সে চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলেছিল, হে সমগ্র মাতৃজাতির প্রতিভূ, আমি তোমার কুমারিত্ব হরণ করতে চলেছি... ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখ খুলে সে দেখে, ঊর্মি তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

খর গলায় ঊর্মি জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী ভাবছিস তুই? তোর ভাল লাগছে না?" ভয়ে সৌম্যর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

সে দিনের কথা মনে করে সৌম্য ঠোঁট দিয়ে চোখের জল মুছে দেওয়ার পরিকল্পনাটা বাতিল করল।

হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ট্যাক্সিটা। সামনে একটা জটলা। সৌম্য নেমে দেখল, একটা রাস্তার কুকুর গাড়িতে চাপা পড়েছে। সে একটু এগোতেই জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, "একটু আগে পিষে দিয়ে চলে গেল। তিনটে বাছা ছিল। দু'টো গেছে। একটা আছে।"

সৌম্য বলল, "কই সেটা?"

একজন বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এল। রাস্তার কুকুর যেমন দেখতে হয়, সে রকমই খুব সাধারণ বাদামি রংয়ের একটা ছানা। কপালে আর কানে কালো ছোপ। মাস দেড়েক বয়স হবে। খুবই ছোট। তবে চোখ দু'টো ভারী মায়াময়। মনে হয় যেন এখনই কথা বলে উঠবে। ভয়ে কাঁপছিল বাচ্চাটা।

সৌম্যর মনে হল, বাচ্চাটার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব আছে। এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটু কাল্টিভেট করলেই বোঝা যাবে। ততক্ষন ঊর্মি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎই সে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমরা একে নিয়ে যাব। কারও কোনও আপত্তি আছে?"

কেউ আপত্তি করল না। করার কোথাও নয়। রাস্তার কুকুরের গায়ে গরম জল ঢেলে মজা আছে, রাস্তার কুকুর পুষতে কোনও মজা নেই। জনগণ সর্বদা মজার দিকে থাকে।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। সৌম্য বলল, "ওর সঠিক জন্মদিন তো জানা নেই। আজকের দিনটাই ওর জন্মদিন হিসেবে ধরা হোক।"

ঊর্মি বলল, "সংসারের প্রথম দিনেই আমাদের সন্তানলাভ হল।"

সৌম্য বলল, "ওর নাম দিলাম ঘটোৎকচ। ওরফে ঘটু।"

ঊর্মি আপত্তি করল, "ঘটোৎকচ কেন?"

"তোর নাম ঊর্মি কেন? সায়রা বানু নয় কেন? নামের কারণ থাকে না। এমনিই নাম দিলাম ঘটোৎকচ।"

"না, ঘটোৎকচ বাজে নাম। ভাল নাম দে।"

"আচ্ছা তা হলে নেপোলিয়ান। ওরফে নেপো। ওর প্রিয় খাদ্য হবে অন্যের ভাগের দই।"

"অসভ্যের মতো কথা বলবি না।"

"সরি।"

ঊর্মি ছানাটাকে চটকাতে লাগল। কিছুটা যাওয়ার পর সে হটাৎ সৌম্যকে একটা চুমু খেল। তার পর বলল, "না, ঘটোৎকচ নামটা খারাপ না। বেশ মানিয়েছে।"

আসলে তখন দিনকাল ভাল ছিল। তাই

allmagazine.in

সবকিছুই ভাল লাগত।

॥ ২ ॥

সব গুছিয়ে দিতে চাইলেই কি আর গুছিয়ে দেওয়া যায়?
সকালে ব্রাশ করতে গিয়ে সৌম্য বুঝতে পারল, সে ঊর্মির ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজছে। তার ব্রাশটা ঊর্মির ব্যাগে। সৌম্য ভাবল, ঊর্মি গোছানো মানুষ। সে নিশ্চয়ই ব্রাশটা দেখে চিনতে পারবে। ঊর্মি ব্রাশটা নিয়ে কী করবে? ডাস্টবিনে ফেলে দেবে না কি অন্য কোথাও তুলে রাখবে?
ঘরে এসে ড্রয়ার খুলে সৌম্য দেখল, ঊর্মি তার এপিলেপসির ওষুধটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। ওই ওষুধটা ঊর্মিকে রোজ খেতে হয়। রাত ন'টায় ঊর্মির ফোনে অ্যালার্ম সেট করা থাকে। ওষুধটা খেতে গিয়ে সে খুঁজে পাবে না। ব্যাপারটা তাকে জানানো উচিত মনে করে সৌম্য ফোনটা হাতে নিল। কিন্তু তার মনে পড়ল, ফোন করা বারণ আছে। যাওয়ার আগে ঊর্মি নিষেধ করে দিয়ে গিয়েছে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। শুধু চারতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রবল চিৎকার করছিল ঘটু।
বিদায়বেলায় প্রগল্‌ভ হওয়ার নিয়ম নেই। তবে এই নিয়ম কেবলমাত্র মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। ঘটুরা নিয়মের তোয়াক্কা করে না।
তখনই ট্যাক্সিটা এসে পড়েছিল। ডিকিতে ঊর্মির ব্যাগগুলো তুলে দিয়েছিল সৌম্য। পিছনের সিটে বসে জানলার কাচ নামিয়ে ঊর্মি বলেছিল, "শোন, আমাদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকাই ভাল।"
সৌম্য বলেছিল, "আচ্ছা।"
ঊর্মি বলেছিল, "আমাকে আর ফোন-টোন করিস না। আমিও তোকে করব না।"
"একেবারেই করব না?"
"না।"
"খুব জরুরি দরকার হয় যদি?"
"যেমন?"
"যেমন ধর, যদি হঠাৎ আমার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়?"
"তা হলেও ফোন করার দরকার নেই।"
"আচ্ছা।"
তিনবছর আগে একটা ট্যাক্সি করে ঊর্মি এবাড়িতে এসেছিল। আজ একটা ট্যাক্সি ঊর্মিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছবির ফ্রেমটা একই থাকে, রংগুলো একটু ওলটপালট হয়ে যায়। এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।

সৌম্য ফোনটা রেখে দিল। ঘটুর জন্য খাবার গুছিয়ে রেখে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘটু ছোটবেলা থেকেই ভীষণ বুঝদার বাচ্চা। দিনের বেলাটা সে একাই ঘরে থাকে। কোনওদিন ঝামেলা করেনি। তার কয়েকটা খেলনা আছে, সেগুলো নিয়ে নিজের মনেই খেলা করে। তার জন্য খাবার রাখা থাকে। ঠিক সময় মতো খেয়ে নেয়। সৌম্য ভাবে, ঘটুর মতো একটি সন্তান যে কোনও বাবা-মারই কাম্য। তবে সে আর ঊর্মি আলাদা হয়ে যাওয়ায় ঘটুর কষ্ট হবে। শিশুর সুস্থভাবে বড় হওয়ার পিছনে মা-বাবার বিরাট ভূমিকা থাকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সৌম্যর। ভীষণ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে ঘরটা। বালিশের পাশেই চশমা, এসির রিমোট আর মোবাইল রাখা থাকে। সে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে এসিটা বন্ধ করল। তারপর খেয়াল করল, ঘটু পাশে নেই। ঘটু তো এখানেই তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে শুয়েছিল। গেল কোথায়?
চশমা পরে সৌম্য উঠে বসল। মোবাইলে দেখল, দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। ঘরটাকে বিরাট বড় আর ফাঁকা মনে হল। খাটের একদম সোজাসুজি জানলার কাছে একটা বিনব্যাগ ছিল। বৃষ্টির দিনে ঊর্মি ছেলেমানুষ হয়ে যেত। তখন সে ওটায় বসে পা দোলাত। বিনব্যাগটাও ঊর্মির বাড়ি পাঠানো হয়েছে। সৌম্য দেখল, ঠিক সেই ফাঁকা জায়গায় বসে ঘটু তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ঘটুর চোখদুটো অস্বাভাবিক রকমের জ্বলজ্বল করছে। সৌম্যর একটা গা ছমছমে অনুভূতি হল। সে ডাকল, "ঘটু!"
ঘটু ওখানে বসেই উত্তর দিল, "বলুন।"
সৌম্য জীবনে কোনওদিন এতটা চমকায়নি। তার মনে হল হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে আটকে গিয়েছে। সে যা শুনল, তা কি সত্যি? সে কি স্বপ্ন দেখছে? সৌম্য নিজের গায়ে একটা চিমটি কাটল। টেনশনে বেশি জোরে হয়ে গিয়েছে চিমটিটা। বেশ ব্যথা লাগল। তা হলে কি সে হ্যালুসিনেট করছে?
বিছানায় বসেই সৌম্য একটা সিগারেট ধরাল। ঘটু এখনও একই জায়গায় বসে আছে। এখনও তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সিগারেটে দুটো টান দিয়েই সৌম্যর মাথাটা একটু পরিষ্কার হল। সে ফের খুব সন্তর্পণে ডাকল, "ঘটু।"
ঘটু বলল, "বারবার ঘটু ঘটু করার কিছু নেই। যা বলতে চান বলে ফেলুন।"
সৌম্যর গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। না, আর কোনও সন্দেহ নেই। স্বপ্ন নয়, নির্জলা বাস্তব। ঘটু পরিষ্কার উচ্চারণে কথা বলছে।

নতুন নজর

ক্যানসারের হোমিওচিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এম.ডি(হোমিও)

সভাপতি ঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি

প্রযত্নে ঃ মল্লিক হোমিও হল

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৯
শাখা ঃ ৮৮/১, দমদম রোড, দমদম কুইন, (দোতলায়), কলকাতা-৩০
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩/ ৯৮৩০৫৫৫৫৩৮

আধুনিক চিকিৎসায় ক্যান্সার সারে না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। আমার দীর্ঘ ত্রিশ বছর চিকিৎসা জীবনে দেখেছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ক্যানসার রোগী দীর্ঘদিন যন্ত্রণাহীন ভাবে বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে ক্যানসার বংশগত রোগ। এক্ষেত্রে ক্যানসার রোগীর ভাবী প্রজন্মকে হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা করালে ক্যানসার প্রতিরোধ সম্ভব। মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যানসার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ।

সৌজন্যে

N.P. DUTT & SON
(GMP Certified)
26 Strand Road, Kolkata-1
PH : 9883555538 / 9830130720

সৌম্য প্রথম থেকেই জানত, ঘটুর মধ্যে একটা অসাধারণত্ব আছে। কিন্তু তা বলে এতটাও সে আশা করেনি। সে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি ঠিক শুনছি?"
ঘটু বলল, "ঠিকই শুনছেন।"
সৌম্য বলল, "তুই কথা বলছিস কী করে?"
ঘটু বলল, "দয়া করে তুইতোকারি করবেন না।"
সৌম্য থতমত খেয়ে বলল, "সরি, আসলে আমার মন-মেজাজ ভাল নেই। তাই ভুল করে বলে ফেলেছি। আমি কাউকেই তুইতোকারি করি না। কিন্তু আজ একজন রিকশাওয়ালা, একজন চায়ের দোকানদার এবং অফিসের একজন সিকিয়োরিটি স্টাফকে তুই করে বলে ফেলেছি। আর এখন আপনাকে বললাম। খুবই অন্যায় হয়েছে।"
"ঠিক আছে। মন খারাপ থাকলে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়। তা, মন খারাপ কেন?"
"ঊর্মির জন্য। সে তো চলে গিয়েছে। আর আসবে না।"
"চলে গিয়েছে কেন?"
"আপনি জানেন না?"
"উলটে প্রশ্ন করবেন না। জবাব দিন," ঘটু ধমক দিল।
"আমরা দু'জন একসঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলাম না। খালি ছোটখাটো ব্যাপারে ঝগড়া হচ্ছিল। তাই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ তো অভ্যেসের দাস। ঊর্মি আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ওকে ছাড়া থাকতে খুব অসুবিধে হচ্ছে।"
বলতে-বলতেই সৌম্যর গলা ধরে এল।
ঘটু বসেছিল। এবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়েই বলল, "আপনার কি কান্না পাচ্ছে?"
সৌম্য বলল, "একটু-একটু।"
"কাঁদবেন?"
"হ্যাঁ, আপনার সামনে লজ্জা করছে।"
"ঠিক আছে। বাথরুমে চলে যান।"
ঊর্মি চলে যাওয়ার চারদিন পর বাথরুমে গিয়ে সৌম্য কাঁদল। চারদিনের জমা কান্না যেন হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল।
চোখে-মুখে জল দিয়ে ঘরে ফিরে সৌম্য দেখল, ঘটু, একইভাবে শুয়ে আছে। সে ঘটুকে জিজ্ঞেস করল, "জেগে আছেন?"
ঘটু বলল, "আছি। কেমন হল কান্না?"
কান্না কেমন হল, এভাবে প্রশ্ন করা উচিত নয়। খুবই কুৎসিত শুনতে লাগে। কথাটা সৌম্যর কানে খট লাগল। তার একবার কোষ্ঠ হয়েছিল। ছোটমামা কী একটা ওষুধ খাইয়ে বলেছিল, "বাথরুমে ঢোক। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।"
সৌম্যর পেট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরনোর পর ছোটমামা জিজ্ঞেস করেছিল, "কেমন হল পায়খানা?" কথাটা মনে পড়ায় সৌম্য বিরক্ত হল। কান্না আর পায়খানা কি এক জিনিস! বিরক্তি চেপে সে বলল, "ভালই।"
ঘটু বলল, "এখন একটু আরাম লাগছে?"
সৌম্যর সত্যিই বেশ আরাম লাগছিল। মনে হচ্ছিল, বুকের কোষ্ঠটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে।
ঘটু বলল, "যার জন্য মন খারাপ করে কাঁদলেন, তাকে বিষয়টা জানিয়েছেন?"
সৌম্য বলল, "না, জানাইনি।"

"জানাননি কেন?"
"কীভাবে জানাব?"
"ফোন করে জানাবেন।"
"ফোন করা নিষেধ আছে। তা ছাড়া আমার কষ্ট হলেই তাকে জানাতে হবে?"
"ঠিক। তবে আপনার কি একেবারেই জানাতে ইচ্ছে করছে না?"
"তা একটু করছে বটে।"
"ফোনটা করেই ফেলুন।"
"এত রাতে?"
"অসুবিধে নেই। সে জেগেই আছে।"
"আপনি কী করে জানলেন?"
"এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছি না।"

তিন বার রিং হতেই ফোন ধরল ঊর্মি, "বল।"
সৌম্য বলল, "কেমন আছিস?"
খুবই বিরক্ত গলায় বলল ঊর্মি এখন, "এটা জানতে এত রাতে ফোন করেছিস? কী বলার আছে বল।"
"তেমন কিছু বলার নেই। মন খারাপ লাগছিল, তাই ফোন করলাম।"
ওপারে একটু নীরবতার পর উত্তর এল, "আচ্ছা।"
সৌম্য বলল, "তুই এখনও জেগে আছিস কেন?"
"তুই কখন ফোন করবি, সেই অপেক্ষায় জেগে ছিলাম। তোর কথা শেষ হলে ঘুমিয়ে পড়ব।"
"অপমান করছিস কেন?"
"তোকে তো ফোন করতে বারণ করেছিলাম।"
"আমি করতে চাইনি।"
"কে তোকে মাথার দিব্যি দিল?"
"ঘটু।"
"ঘটু তোকে বলল, আমাকে ফোন করতে?"
"হ্যাঁ।"
"সৌম্য, আমি তোকে ফাইনালি বলছি, আমাকে আর ফোন করবি না। আমাদের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক নেই। এটা বুঝে নে। এইসব অবান্তর কথা বলে সিমপ্যাথি আদায়ের চেষ্টা করবি না," ফোন রেখে দিল ঊর্মি।
ফোনের ব্যাপারটা ঘটুকে বলতে গিয়ে সৌম্য দেখল, ঘটু কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসে-বসে ভাবতে থাকল, কুকুর মানুষের মতো কথা বলে, এমন ঘটনা সে আগে কখনও শোনেনি। কিন্তু এই পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

॥ ৩ ॥

ঊর্মি ঘটুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর চতুর্থ রাতে ফোনটা এল।
একা-একা থাকার কিছু সুবিধে আছে। কোনও পিছুটান নেই। কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার নেই। সৌম্যর হস্টেল জীবনের কথা মনে পড়ছিল। তখন বেনিয়মটাই নিয়ম ছিল। খাওয়া-শোওয়ার কোনও ঠিক ছিল না। কত রাত হিন্দু হস্টেলের ছাদে বসে আড্ডা দিয়েই কেটে গিয়েছে। কলেজ স্কোয়্যার থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসত। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রাস্তা ভেসে যেত সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের হলদে আলোয় আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারভাঙা ভবনের কান ঘেঁষে চাঁদ উঠত। ছাদের উপর আয়েসি বেড়ালের মতো গড়াগড়ি খেত জ্যোৎস্না। দু'রকম আলো আর বাতাসের ককটেল গলা পর্যন্ত খেয়ে তারা ছাদেই শুয়ে পড়ত। প্রচণ্ড নেশা হত। পৃথিবীর কোনও হুইস্কির সাধ্য নেই তার সঙ্গে পাল্লা দেয়।
ঊর্মি চলে যাওয়ার পর এই দেড় সপ্তাহে সৌম্য চেষ্টা করেছিল পুরনো জীবনে ফিরে

যেতে। কিন্তু সুর লাগছিল না কিছুতেই। আসলে সব কিছুরই একটা সময় থাকে। একই নদীর জলে দু'বার স্নান করা যায় না। একই মুহূর্তের জন্ম পৃথিবীতে কখনওই দু'বার হয় না। সব মিলিয়ে সৌম্যর খুব অস্থির লাগছিল। তাই আজ সে খানিকটা মাতাল হয়ে গিয়েছে। ঊর্মি বা ঘটু কেউই মাতাল হওয়া পছন্দ করে না। ঊর্মি গালাগাল করে আর ঘটু কামড়াতে আসে। কিন্তু এখন বাড়িতে কেউই নেই। তাই বিকেলে রুচিরা যখন বলেছিল, "মদ খেতে যাবি? আমি খাওয়াব," সৌম্য আপত্তি করেনি।

অফিসের অনেকের উপরেই রুচিরার ব্যথা আছে। সৌম্য সেই অনেকের একজন। তবে রুচিরা আজ অনেক করেছে। গাড়ি করে সৌম্যকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। সৌম্যর পা টলছে দেখে সে রাতেও থেকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সৌম্য তাকে গেট লস্ট বলায় সেটা হয়ে ওঠেনি।

যে মদ খাওয়ায়, তাকে কখনওই 'গেট লস্ট' বলা উচিত নয়। বিশেষত সে যদি সুন্দরী মহিলা হয়, তা হলে এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। সৌম্য ভাবছিল, রুচিরা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে। রুচিরার হাতে অনেক ক্ষমতা। সে এর আগে তিনজনের চাকরি খেয়েছে। এবার সৌম্যরটা খাবে। কেউ-কেউ আছে, যাদের প্রিয় খাদ্য অন্যের চাকরি।

সৌম্যর একটু ভয় করছিল। তখনই ঊর্মির ফোনটা এল। তিনবার রিং হতেই সৌম্য ফোন ধরল, "হ্যালো।"

ঊর্মি বলল, "ঠিক আছিস?"

সৌম্য বলল, "ঠিক থাকব না কেন?"

"তোর তো মদ খাওয়া অভ্যেস নেই, তাই জানতে চাইলাম।"

সৌম্য চুপ করে গেল। ঊর্মি জানল কীভাবে? নিশ্চয়ই গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছে। গলাটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে সৌম্য বলল, "মদ খাইনি তো!"

"একদম মিথ্যে কথা বলবি না! তাও আবার রুচিরার সঙ্গে! তোকে বলেছি না, ওর সঙ্গে মিশবি না! তর সইছে না, তাই না?"

সৌম্যর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। তবু সে তার ভিতরের পুরুষটাকে অনেক কসরত করে জাগিয়ে তুলল, "খেয়েছি, বেশ করেছি। কার বাপের কী!"

"অসভ্যের মতো কথা বলবি না!"

সৌম্যর ভিতরের পুরুষটা বড়ই ঘুমকাতুরে। ফের ঘুমিয়ে পড়ল। সৌম্য মিনমিন করে বলল, "সরি।"

ঊর্মি বলল, "দু'দিন যেতে না-যেতেই সাপের পাঁচ পা দেখেছিস?"

সৌম্য বলল, "আর খাব না।"

"মনে থাকে যেন।"

"থাকবে।"

"শরীর কেমন আছে?"

"ভালই। তুই হঠাৎ ফোন করলি কেন?"

"আমি করতে চাইনি। ঘটু বাধ্য করল।"

॥ ৪ ॥

অফিস থেকে ফেরার সময় বাড়ির গলিতে পা দিয়েই সৌম্য দেখল, গত তিনবছরের মতো ঘটু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।ঘটুর তো এই সময় ঊর্মির বাড়িতে থাকার কথা। তা হলে?

সৌম্যর মনে পড়ল ঊর্মির কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। সেটা ফেরত নেওয়া হয়নি।

ঘরে ঢুকে সৌম্য দেখল, ফ্রিজ, টিভি সবই আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। ঘরটাকে আগের মতোই ছোট লাগছে। এর মানে সে অফিস যাওয়ার পর থেকেই এই কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। ঊর্মি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "মাসিকে বারণ করেছিলি কেন? আমি কাল থেকে আসতে বলে দিয়েছি। নুডলস বানিয়েছি। খেয়ে বাজারে যা।"

সৌম্যও খুব স্বাভাবিক ভাবে সিগারেটের প্যাকেটটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল। গোটাছয়েক ছিল। যাক গে।

ঊর্মির দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এই ক'দিনে তুই কি একটু মোটা হয়েছিস? তোর জামাটা গায়ে আঁটছে না মনে হচ্ছে।"

"অসভ্যের মতো কথা বলবি না।"

"সরি।"

১৩ দিন সেপারেশনের পর ওরা দু'জন আবার একসঙ্গে থাকা শুরু করেছে। সবই আগের মতো চলছে, শুধু দুটো ব্যাপার নতুন হয়েছে।

এক, দু'জনেই আলাদা-আলাদা করে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘটু কারও সঙ্গেই কথা বলছে না। ভৌ ভৌ করছে।

দুই, আগে ওরা ঘটুর সামনেই পরস্পরকে আদর করত। এখন আর করে না, লজ্জা পায়।

মা-বাবার আদর বা ঝগড়া, কোনওটাই সন্তানের দেখা উচিত নয়।

ছবি: কুনাল বর্মন

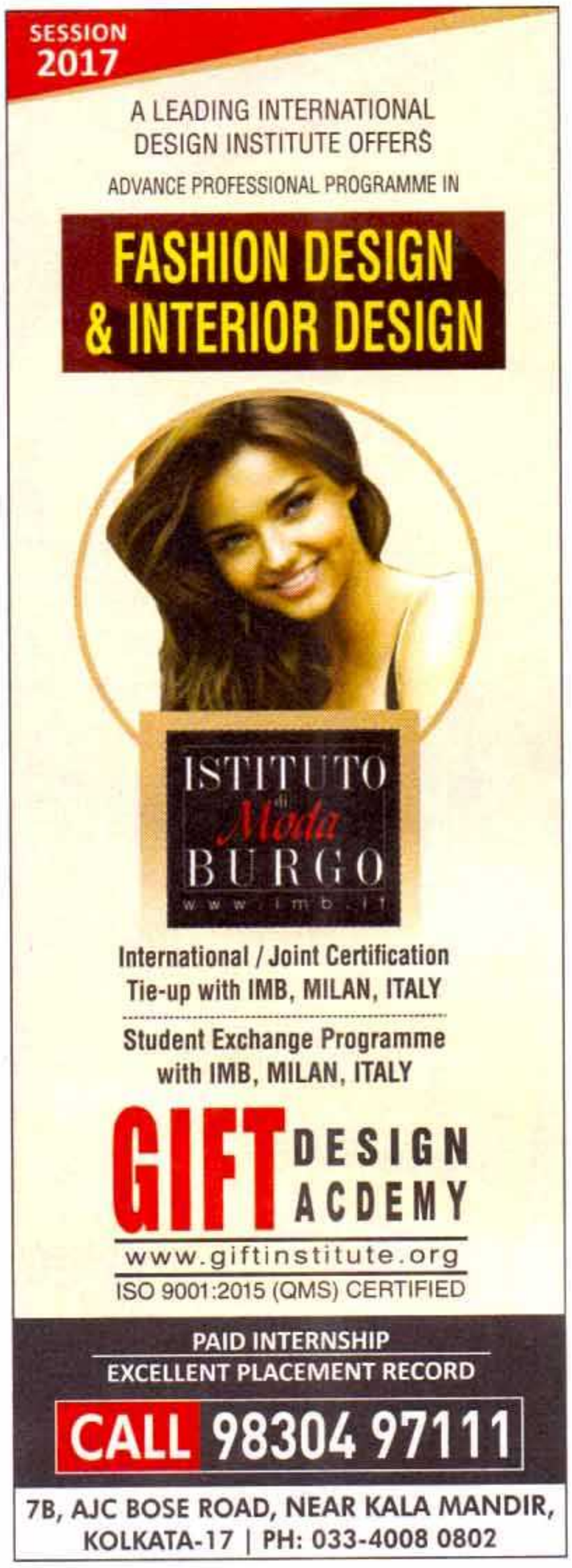

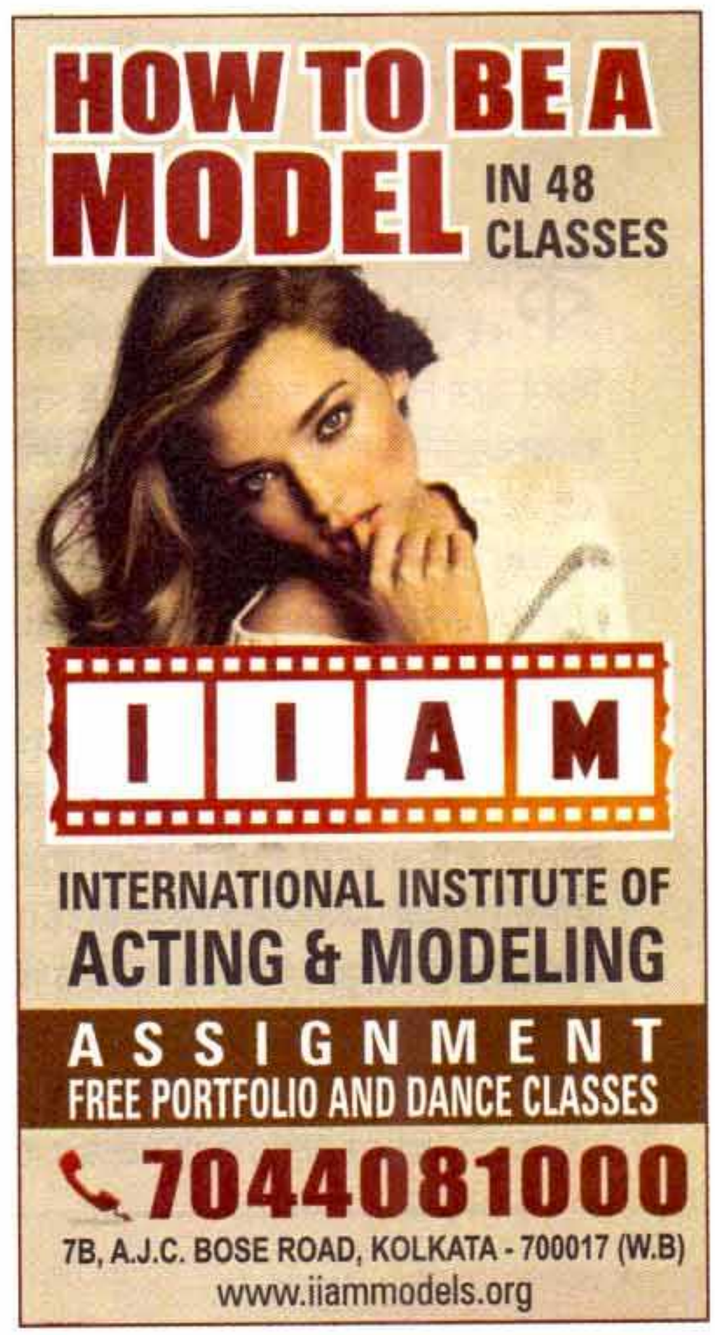

মডেল: মুনমুন, মৌমিতা
মেকআপ: প্রীতি দাস
ফোটো: শুভদীপ ধর
পোশাক: ইমেজ অ্যান্ড স্টাইল, গড়িয়াহাট, পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন
লোকেশন: ক্লাব ভর্দেভিস্তা কনক্লেভ

চাকরির বাজারের টলোমলো অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও দিন-দিন ক্রমশ ডালপালা ছড়াচ্ছে মিডিয়া সায়েন্স। এই পেশার খুঁটিনাটি জানাচ্ছে ১৯ ২০

মিডিয়া সায়েন্স বা মাস কমিউনিকেশন

কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং মিডিয়া, এই দুই ক্ষেত্রে গত দু'-এক দশকে একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে বললে খুব কমই বলা হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মিডিয়া এবং ইন্টারনেট, এই দুইয়ের দাপটে আলাদা একটা বিশ্বই সৃষ্টি হয়েছে, যাতে কোনও 'বাউন্ডারি'-র গল্পই নেই। এদেশে বসে লোকে হাজার-হাজার মাইল দূরের দেশের কোনও ফুটবলারের বান্ধবীর খবর অবধি রাখছেন, খবর এসে পৌঁছচ্ছে কোন সুদূরের গ্রহ-উপগ্রহ থেকেও! নিত্যিদিন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে নতুন-নতুন নিউজ় চ্যানেল, নিত্যনতুন ওয়েবসাইট। এরকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে চাকরির বাজারে মিডিয়া সায়েন্স কিংবা মাস কমিউনিকেশনে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর চাহিদা যে রীতিমত তুঙ্গে, সেকথা কি আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে? এক্সক্লুসিভ এবং ইন্টারেস্টিং খবরের খোঁজ দিতে সদাতৎপর মিডিয়া হাউসগুলোর মধ্যে রেষারেষি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, এই স্ট্রিমে ক্রমাগত খোঁজ চলছে দক্ষ ও কর্মঠ ছেলেমেয়েদের জন্য। উপরি পাওনা হিসেবে এই পেশায় আছে সৃজনশীলতার সুযোগ এবং মাস গেলে এই পেশা তোমাকে দিতে পারে যথেষ্ট লোভনীয় পারিশ্রমিক। সাংবাদিকতা যদি কেউ ভাল না-ও বাসে, অন্তত 'খবর' পড়তে কিংবা জানতে মানুষমাত্রেরই ভাল লাগে। সেদিক থেকে দেখলে খবরাখবর সংক্রান্ত এই চাকরি থেকে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি, বা ইংরেজিতে যাকে বলে জব স্যাটিসফেকশন— সে জিনিসও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ষোলো আনা!

ধাপে-ধাপে

কয়েকবছর আগে অবধিও ভাল কমিউনিকেশন স্কিল আর সাহিত্যে একখান ডিগ্রি— এই ছিল সাংবাদিকতা এবং মাস কমিউনিকেশনের অন্যান্য বিভাগের চাকরিতে নাম লেখানোর প্রধান দুই ক্রাইটেরিয়া। কিন্তু গত বেশ কিছু বছরে প্রযুক্তি যেভাবে বাড়ির পাইপ বেয়ে উঠে এসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে আমাদের, তাতে মাস কমিউনিকেশন জগতের লোকজনকে আজ আরও অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে হচ্ছে একাধিক বিভাগেই। আজকাল ব্লগ এবং বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়র্কের রমরমা হয়ে যাওয়ায় অনেককেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে শোনা যায়, 'এখন তো সবাই সাংবাদিক!' কিন্তু একটু তলিয়ে খোঁজ নিলেই জানা যাবে, বাস্তব জীবনে একজন প্রকৃত জার্নালিস্ট হয়ে ওঠা কিন্তু নেহাত মুখের কথা নয় এবং তার জন্য অনেক সময়ই খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

প্রথম-প্রথম

মাস কমিউনিকেশনকেই যদি কেরিয়ার করতে চাও, তা হলে শুরুতেই যেটা দরকার, তা হল এই বিষয়ে একটি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। কোনও

প্রতিষ্ঠানের বড় পদে যদি ভবিষ্যতে কাজ করার ইচ্ছে থেকে থাকে, তবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন বা ডিপ্লোমা থাকা জরুরি। সেইসঙ্গে আজকাল ইন্টারনেটের জগতে অহরহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং ব্লগে যে ধরনের লেখালিখি হচ্ছে— লোকজনের পছন্দ-অপছন্দ বোঝার জন্য সেগুলোর দিকে নিয়মিত দৃষ্টি রাখতে পারলেও ভাল। অনেক সময় মিডিয়া সায়েন্স বা মাস কম ছাড়াও অন্য যে-কোনও সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েট হলেও এই পেশায় আসা যায়। এক্ষেত্রে অনেক বড় মিডিয়া হাউসই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে, তারপর চাকরির প্রথম ছ'মাস বা এক বছরে ট্রেনিশিপের মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে নেয়।

আমি কি পারব?

এই পেশায় সাফল্য পেতে চাইলে কিছু-কিছু গুণ তোমার মধ্যে থাকা আবশ্যক। যে ভাষাতেই কাজ করতে চাও, তার উপর মৌখিক ও লিখিত, দু'জায়গাতেই সুন্দর দখল থাকা প্রয়োজন। জটিল কোনও বিষয়কেও হাজার-হাজার মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে লেখা বা বলার ক্ষমতা হয় তোমার মধ্যে থাকতে হবে, তা না হলে সেটা অর্জন করতে হবে। আর যে জিনিসটা ভীষণভাবে দরকার তা হল ধৈর্য। এ এমনই এক পেশা, যেখানে দীর্ঘদিন লেগে থেকে মাথার ঘাম পায়ে না ফেললে সাফল্যের মুখ দেখা মুশকিল।

কীরকম খরচ পড়বে?

মাস কমিউনিকেশন বা মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে লেখাপড়ার একটু খরচ আছে। টিউশন ফি ছাড়াও বিভিন্ন প্রজেক্ট, ইন্টার্নশিপ, ফিল্ড ওয়র্কের জন্য আলাদা করে খরচের ব্যাপার

এই পেশায় সাফল্য পেতে চাইলে কিছু গুণ তোমার মধ্যে থাকা চাই। যে ভাষাতেই কাজ করতে চাও, তার উপর মৌখিক ও লিখিত, দুয়েতেই সুন্দর দখল থাকা প্রয়োজন

থাকে। মাস কমিউনিকেশনের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য এদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বছরে ৬০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে দু'লক্ষ টাকা অবধিও চার্জ করে। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনে মাস কমিউনিকেশনে পিজি ডিপ্লোমা কোর্সের ফি বছরপ্রতি ৪০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে এক লক্ষ টাকা অবধিও হয়ে থাকে।

স্কলারশিপ

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন যেমন, মাস কমিউনিকেশনের প্রত্যেক শাখাতেই যারা ভাল রেজাল্ট করে, তাদের প্রচুর স্কলারশিপ দেয়। সারা দেশের আরও অনেক প্রতিষ্ঠানেও এরকম স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক আর পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের মতো অনেক ন্যাশনালাইজ়ড ব্যাঙ্ক থেকেই বছরে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা অবধিও লোন দেওয়া হয়, কম সুদে।

চাকরির বাজার

মাস কমিউনিকেশনে প্রফেশনাল কোর্স করা থাকলে সিনেমা ও টিভি, প্রকাশনা, পাবলিক রিলেশন্‌স, সাংবাদিকতা, সম্পাদনা, পরিচালনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, স্ক্রিপ্টরাইটিং, প্রোডাকশন— এমন একগুচ্ছ ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ থাকে। ফলে নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনও দিকে এগনো যায়। প্রয়োজনমাফিক ট্রেনিং নেওয়ার পর সাংবাদিক, অভিনেতা, পরিচালক, সম্পাদক, স্ক্রিনরাইটার, প্রযোজক, আর জে, ভি জে-র মতো নানারকম আকর্ষক ও ভাল মাইনের চাকরির জন্য আবেদন করাই যেতে পারে। মাস কমিউনিকেশন কিংবা মিডিয়া সায়েন্সে কোর্স করার পর যে-যে জায়গাগুলোয় কাজের জন্য আবেদন করা যেতে পারে, সেগুলো এরকম—

- ফ্যাশন ফটোগ্রাফার
- চিত্রপরিচালক
- টিভি করেসপন্ড্যান্ট
- প্রযোজক
- রেডিয়ো জকি
- স্ক্রিনরাইটার
- সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার
- সাউন্ড মিক্সার এবং সাউন্ড রেকর্ডিস্ট
- স্পেশ্যাল করেসপন্ড্যান্ট
- ভিডিয়ো জকি
- আর্ট ডিরেক্টর
- এডিটর
- ইভেন্ট ম্যানেজার
- পাবলিক রিলেশন্‌স ম্যানেজার

কীরকম বেতন হতে পারে?

খুব নামী প্রতিষ্ঠান থেকে যারা মাস কমিউনিকেশনের কোর্স করে বেরয়, ভাল জায়গায় প্লেসমেন্ট এবং ভাল বেতন তারা তুলনামূলকভাবে সহজেই পেয়ে যায়। অতটাও নামী নয়, এমন প্রতিষ্ঠান থেকে মাস কমিউনিকেশন যারা করবে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ হবে না। তবে একবার কাজে ঢুকে গেলে গোড়াতেই মাসপ্রতি ১২,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা বেতন আশা করা যেতে পারে। মোটামুটি বছরপাঁচেক কাজ করা হয়ে গেলে মাসে ৫০,০০০ টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা বেতন পাওয়াও একেবারে

অসম্ভব নয়।

বাজারের অবস্থা কেমন?

মাস কমিউনিকেশনে কোর্স করার পর যেহেতু অনেকগুলো রাস্তার যে কোনওটাতেই এগনো যায়, তাই মাস কমিউনিকেশন পড়ুয়াদের, অন্তত থিওরিটিক্যালি, কাজ পেতে কোনওদিনই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু এই ফিল্ডে প্রতিযোগিতাও মারাত্মক, তাই মনের মতো একটা কাজে ঢোকার সুযোগ পাওয়া এবং সেখানে উন্নতি করা যথেষ্টই পরিশ্রমের কাজ। বিদেশের বড়-বড় কোম্পানি, যেমন রুপার্ট মারডক, ডিজ়নি এন্টারটেনমেন্ট, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, সিএনবিসি, গার্ডিয়ান গ্রুপ, বিবিসি, এবিসি, নেটফ্লিক্স, এঁরাও আজকাল এদেশে নিজেদের ব্যবসা বাড়াতে উৎসাহী হচ্ছেন। সে কাজেও তাঁদের প্রয়োজন এদেশের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মাস কমিউনিকেশন পড়ুয়াদের। স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউটের ম্যানেজিং ট্রাস্টি নন্দন গুপ্ত এই প্রসঙ্গে জানালেন, "আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একথা বলাই যায় যে, টেকনোলজিই আমাদের ভবিষ্যৎ। এমতাবস্থায় পড়ুয়াদের

কোনও একটা ইসুতে সারা বিশ্বের মানুষ কী ভাবছেন, এইসব জানার ও তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করাতেও আগ্রহ থাকা চাই

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন

এমনভাবে তৈরি হতে হবে যাতে তারা ২০ বছর পরের টেকনোলজিক্যাল ফিল্ডেও দক্ষ হাতে কাজ সামলাতে পারে।" এই মুহূর্তে কোন-কোন কোর্সে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হচ্ছে, সেকথা জানতে চাইলে নন্দনবাবু জানালেন, "পলিটেকনিক ডিপ্লোমা (কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার ইত্যাদি বিষয়ে), কম্পিউটার সায়েন্সে এম এসসি, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথস, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ট্র্যাভেল অ্যান্ড টুরিজ়ম ম্যানেজমেন্ট এবং মিডিয়া সায়েন্সে মাস্টার্স— এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার আগ্রহ এই মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশি।"

কাজ পেতে হলে

মাস কমিউনিকেশন ইনস্টিটিউট থেকে কোর্স তো না হয় করা হল, তা বাদেও কিন্তু এই ফিল্ডে কাজ পেতে হলে এবং নাম করতে হলে আরও বেশ কিছু দিকে ঝোঁক থাকা জরুরি। রোজকার খবর বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে তোমার আগ্রহ না থাকলে এই পেশায় বেশিদূর এগনো অসম্ভব। কোনও একটা ইসুতে সারা বিশ্বের মানুষ কী ভাবছেন, কারা কী বলছেন, এইসব জানার ও তা নিয়ে কাটাছেঁড়া করাতেও আগ্রহ থাকা চাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যারা কাজ করতে আগ্রহী, তাদের শিখে রাখা উচিত ভিডিয়ো এডিটিং। অধিকাংশ মাস মিডিয়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউটই বিভিন্ন নিউজ় চ্যানেল বা এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের সঙ্গে পড়ুয়াদের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করে, যাতে করে তারা হাতেকলমে কাজ শিখে চাকরির বাজারের জন্য যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তৈরি হতে পারে।

পড়বে কোথায়?

সবার শেষে বলি, এই রাজ্যের কিছু নামী ইনস্টিটিউটের কথা, যেখানে মিডিয়া সায়েন্স বা মাস কমিউনিকেশন নিয়ে লেখাপড়া করা যেতে পারে।

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(এখানে স্নাতকোত্তর স্তরে জার্নালিজ়ম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন পড়ানো হয়)
৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০৭৩
ওয়েবসাইট : www.caluniv.ac.in

● স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট
সোনারপুর, ব্যারাকপুর
ফোন : ৯৮৩১০৩১৯৯৯/৯৮৩১০৮৪৪৪৬

● শ্রীমতি টেকনো ইনস্টিটিউট
১১৪/২ এ, হাজরা রোড
কলকাতা- ৭০০০২৬
ফোন : ৯২৩০০৭৬০৯৯

● অক্সফোর্ড কলেজ অফ এডুকেশন
যশোর রোড, কলকাতা- ৭০০০৮৯
কোর্স : পি জি ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজ়ম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন

● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ডিপার্টমেন্ট অফ কন্টিনিউয়িং এডুকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন
কলকাতা- ৭০০০৩২
কোর্স : একবছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন মাস কমিউনিকেশন

● আশুতোষ কলেজ
৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলকাতা- ৭০০০২৬

● আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ
নিউ ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

● বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
(এখানে জার্নালিজ়ম এবং মাস কমিউনিকেশনের একবছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়।)
মাস কমিউনিকেশন বিভাগ
বর্ধমান রাজবাটী
বর্ধমান- ৭১৩১০৪
ওয়েবসাইট : www.buruniv.ac.in

১৯ ২০ পিৎজ়া পার্টি ডে

পিৎজ়ার টপিং নিয়ে একটি মজার প্রতিযোগিতা করেছিল ১৯ ২০। টপিং বানানোতে যারা সেরা নির্বাচিত হয়েছিল, তাদের নিয়েই হয়েছিল পিৎজ়া পার্টি। সঙ্গী হলেন ঈপ্সিতা বসু

ইনসোমনিয়া ক্যাফেতে পিৎজ়ায় কামড় দিয়ে খুশি সকলেই...

'পিৎজ়া'— শুনতে ছোট্ট শব্দ হলেও, এই খাবারের জাদু কুপোকাত করে দিতে পারে অন্য অনেক লোভনীয় পদকে। সেই কথা মনে রেখেই ১৯ ২০ আয়োজন করেছিল পিৎজ়া পার্টি ডে। দিনটি সেলিব্রেট করার আগে ১৯ মে, ১৯ ২০ বেশ মজার একটি ক্যাম্পেন করেছিল। ১৯ ২০ ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের বন্ধুদের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল, ইনোভেটিভ পিৎজ়া টপিংয়ের নিজস্ব এবং এক্সক্লুসিভ রেসিপি। এত্ত-এত্ত এন্ট্রির এর মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল সেরা কয়েকজনকে। তবে তাদের মধ্যেও সন্তোষপুরের রাকা ও বারাসাতের শিঞ্জিনীর টপিং একেবারে ছিল অন্যরকমের। তাই এরাই ছিল সেরা। নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে, কী এমন ছিল এদের টপিংসে। জিভের জল সামলাও বন্ধু, আসছি সে কথায়! শিঞ্জিনীর টপিংয়ের নাম ছিল 'মাশরুম উইথ আন্ডা পিৎজ়া'। নাম যেমন, খেতেও বেশ সুস্বাদু ছিল। পিৎজ়ার উপর একটা আস্ত ডিম ভেজে দেওয়া হয়েছিল। আর তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পার্সলে পাতা, চিজ়, মাশরুম। পাতে পড়লে এই পিৎজ়া যে আর বেশিক্ষণ পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর রাকার পিৎজ়ার টপিং ছিল, 'সিম্পল বাট ইয়ামি চিকেন পিৎজ়া'। এখানে পুদিনা পাতা, ধনে পাতা বাটা দিয়ে চিকেন ভাল করে ম্যারিনেট করা হয়েছিল। তারপর পিৎজ়ার বেসে টম্যাটো সস, গোলমরিচের পরতের পর দেওয়া হয়েছিল চিকেন। দেখলে হবে বস? খাটনি আছে! সব মিলিয়ে গ্রিল করে পাতে গরম-গরম পড়লে যে কী দুরন্ত একটা ব্যাপার হবে, তা নিশ্চয় শুনেই আন্দাজ করতে পারছ! ১৯ ২০-র পক্ষ থেকে বিজয়ীদের জন্য জমজমাট পিৎজ়া পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল সল্টলেকের ইনসোমনিয়া ক্যাফেতে। পরিবেশ ও লোকেশন ছাড়াও এই ক্যাফের বিশেষ আকর্ষণ দুর্দান্ত সব খাবার। আর এখানে যে কত ধরনের পিৎজ়া পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। তাই পার্টির ফুড পার্টনার হয়েছিল এরাই।

বিজয়ী রাকা ও শিঞ্জিনী ছিল এদিনের মধ্যমণি। পার্টি বলে কথা, সঙ্গে বন্ধুরা ছাড়া কি জমে! তাই এঁদের বন্ধুরা ঊর্মি, স্বরূপ, অর্ক হাজির ছিল। আর ১৯ ২০- পিৎজ়া পার্টি বলে কথা, তাই ছোট পরদার অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেনও ছিলেন তারকা-অতিথি হয়ে। তিনি জানালেন, "ননভেজ পিৎজ়া তাঁর প্রথম পছন্দ, তবে পিৎজ়াতে বেশি চিজ় তাঁর নাপসন্দ।" পার্টিতে পিৎজ়া নিয়ে সকলেই তাদের মজার-মজার কথা শেয়ার করলেন। শিঞ্জিনী ভাল পিৎজ়া বানালেও বাড়িতে তার পিৎজ়া বারণ। আবার পিৎজ়া থেকে চিজ়ের যে অংশটা বেরিয়ে আসে, ওটাই রাকার পিৎজ়া খাওয়ার আকর্ষণ। ভাবতে পার, অর্ক একদিন ডিনারে পিৎজ়া খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল বলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাকে! স্বরূপের পাতে চিকেন পিৎজ়া পড়লে নিজেকে সে কোনওদিনই সামলাতে পারে না। আর সন্দীপ্তা বললেন, অনেকজন বন্ধুরা মিলে পিৎজ়া খাওয়ার সময় পিৎজ়ার টুকরো বেশি হলে, শেষ অংশটি কার হবে, তাই নিয়ে কিন্তু বেশ একটা জল্পনা শুরু হয়। মজার কথা হল, যতই গোলমাল হোক না কেন, আর ওই শেষ অংশটি পেতেই সবচেয়ে ভাল লাগে সন্দীপ্তার।

বাঁদিক থেকে শিঞ্জিনী, স্বরূপ, সন্দীপ্তা, অর্ক, ঊর্মি, রাকা

উপন্যাস: সমরেশ মজুমদার, শ্রীজাত, রাজশ্রী বসু অধিকারী এবং সূর্যনাথ ভট্টাচার্য • গল্প: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য • প্রবন্ধ: অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, পথিক গুহ, জয়ন্ত ঘোষাল এবং সেমন্তী ঘোষ • পুরাণ: হর্ষ দত্ত • কবিতা: শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী ও অন্যান্য • ভ্রমণ

স্বপ্নভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দেড় লাখ ডলার!

গায়িকা গোয়েন স্টেফানি পড়েছেন মহা ফাঁপরে! গতবছর তাঁর শোয়ে গান শুনতে এসে এক ফ্যানের পা ভেঙেছিল। লিসা কেরি স্টার্কলিন নামের সেই ফ্যান সটান মামলা ঠুকে দিয়েছেন গায়িকার বিরুদ্ধেই। গায়িকার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, গতবছর জুলাইয়ের এক কনসার্টে স্টেফানিই নাকি সমবেত দর্শকদের 'উসকে দিয়েছিলেন' স্টেজের দিকে ছুটে যেতে। স্টার্কলিনের কথা থেকে জানা গিয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে প্রথমে যে যার জায়গাতেই বসেছিলেন। তারপর স্টেফানি নাকি হঠাৎ বলে বসেন, "যার যেখানে ইচ্ছে বসে পড়ুন! চেয়ারের জন্য মায়া করে লাভ নেই!" এরপর যা হয়! হুড়মুড় করে সমবেত দর্শকরা উঠে পড়েন একে অন্যের ঘাড়ে! আর সেই হুড়োহুড়িতেই পা ভাঙে স্টার্কলিনের। যাঁর শো শুনতে উৎসাহ নিয়ে একদিন ছুটে গিয়েছিলেন, আজ অতএব তাঁর কাছেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেড় লক্ষ ডলার দাবি করেছেন স্টার্কলিন। বোঝো!

গোয়েন স্টেফানি

হরভজন সিংহ

মিঠুন

হরভজনের গান

প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনার হরভজন সিংহ এবার চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে সবাইকে চমকে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। তা না হলে থোড়াই তিনি সঙ্গীত পরিচালক মিঠুনের সঙ্গে জুটি বেঁধে গান গাওয়ার পরিকল্পনা করতেন! আজ্ঞে হ্যাঁ ভায়া, যা শুনলে, সত্যি সেটাই। জানা গিয়েছে, মিঠুন আর হরভজনের বন্ধুত্ব নাকি অনেকদিনের। আবার অনেকদিন ধরেই হরভজনের খুব ইচ্ছে, গানের মাধ্যমে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরার। সেই লক্ষ্যেই দু'জনে মিলে একটি সিঙ্গল তৈরির চেষ্টায় আছেন, যার মাধ্যমে এমন কিছু মানুষের কথা বলা হবে, যাঁদের জন্যই ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশ। হিন্দি ও ইংরেজি মেশানো এই গানটি মুক্তি পাওয়ার কথা এবছর ডিসেম্বরে। তার আগে আপাতত হরভজন মন দিয়ে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

গ্রিন ডে-ব্যান্ডের সদস্যরা

অমানবিক গ্রিন ডে?

স্পেনের ম্যাড কুল ফেস্টিভ্যালের এক দিন পারফর্ম করতে-করতে মারা যান এক অ্যাক্রোব্যাট। রক ব্যান্ড 'গ্রিন ডে'-র লাইভ কনসার্ট ছিল ঠিক তারপরেই। এই নিয়েই প্রশ্ন ওঠে, কী করে এমন অমানবিকতার নিদর্শন দেখাল গ্রিন ব্যান্ড? শেষে ব্যান্ডের সদস্য বিলি জো আর্মস্ট্রং বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরা আদৌ জানতেনই না, মস্ত বড় ফেস্টিভ্যাল গ্রাউন্ডের কোথাও অমন দুর্ঘটনা হয়েছে বলে। জানতে পারেন নিজেদের শো শেষ হওয়ার পর। আগে জানলে কখনওই তাঁরা পারফর্ম করতেন না।

উর্বশী এবার হলিউডে

বলিউডে এযাবৎ আইটেম সংয়ে নেচেই সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন অভিনেত্রী উর্বশী রাওতেলা। এবার তিনি কাজ করবেন সাতসমুদ্র পারে, লস অ্যাঞ্জেলিসে। কাজ করবেন আন্তর্জাতিক র‍্যাপার মেজর-এর সঙ্গে। উর্বশী নিজেই জানিয়েছেন, সম্প্রতি তিনি কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন লস অ্যাঞ্জেলিস। সেখানেই তাঁকে ডেকে পাঠান মেজর। নিজেই জানান যে, উর্বশীর বেশ কিছু নাচ ও গানের ভিডিয়ো নাকি তিনি দেখেছেন। দু'জনের মধ্যে আলোচনার শেষে মেজর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন, খুব শিগগিরিই উর্বশীর সঙ্গে কোনও প্রজেক্টে কাজ করবেন। উর্বশীতে মুগ্ধ মেজর এরপর অভিনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলিস ঘুরিয়ে দেখান। দু'জনে একসঙ্গে যোগা ক্লাসও করেন। উর্বশীরই 'অচ্ছে দিন', আর কী!

উর্বশী রাওতেলা

উপন্যাস

(এপিসোড ৮)

গোধূলির ক্যানভাসে

অঙ্কন মিত্র

আগের এপিসোডে যা হয়েছে...

নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রত্যয় আর রাকার সঙ্গে এসে কথা বলে কলি। তার কথায় রাগ বা অভিমানের বদলে ফুটে ওঠে, তার এতদিনের ভুল বোঝার আফসোস। বব আর ঐশীর প্রেমালাপ মন উদাস করে দেয় বিতানের। তখনই কলি এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, প্রত্যয় চলে গিয়েছে রাকার সঙ্গে, ববও চলে গিয়েছে ঐশীর সঙ্গে... তাদের এখন কী করা উচিত। বিতান জানায়, তারা শুধুই একসঙ্গে হাঁটবে। তারা এগিয়ে চলে। আর জগনের নৈশ ক্রিয়াকলাপের উপর নিঃশব্দে এবং গোপনে নজরদারি করে খোকন। তাকে জানতেই হবে, জগনের 'মধু ডার্লিং' আসলে কে...

মালটার ফুল্টু হিস্ট্রি না জানলেও খোকন শুনেছিল, জগনের বাবা পোর্টে আর পাঁচটা স্মাগলিং-এর সঙ্গে মেয়ে-পাচারেরও ব্যবসা চালায়। এখান তেকে গ্রাম-গঞ্জের মেয়ে ফুঁসলে আরব-দুবাইতে বেচতে পারলে পুরো ডলার-দিনারে ইনকাম হয় নাকি! আর এই ডক্টর মধুমিতা মজুমদার ডাক্তারের ছদ্মবেশে মেয়ে ফোঁসলানোর ম্যানেজারি করে মেনন সাহেবের (জগনের বাবা) হয়ে!... ইসসস রে! খোলা পিঠে শ্যাম্পু করা লম্বা চুলগুলো কেমন আছড়ে এসে পড়ছে! খোকন দেওয়ালের ওপাড়ে দাঁড়িয়েও যেন শ্যাম্পুর মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে পেল! এসি'র কমপ্রেসর-এর গরম হলকাটা এখন আর বিশেষ মালুম হচ্ছে না খোকনের। চোখের সামনে যা এক পিস লাইভ পানু চলছে, তাতে খোকন প্রায় ভুলেই গেছে যে, ও এই ওষুধের দোকানের পিছনে কাঁচা নালাটা টপকে, জলের পাইপে চড়ে কোনওমতে ঝুলে আছে!... আসলে জগনকে সাবধানে তফাত রেখে ফলো করতে করতে ও দেখে, দূরের টিউবলাইট কেটে যাওয়া 'রয় ফার্মেসি' লেখা ওষুধের দোকানটায় সটান ঢুকে গেল জগন। আর জগন ঢোকবার মিনিটদশেকের মধ্যেই দোকানের কর্মচারী দু'জন ঝপ করে আলো নিভিয়ে, দোকানের সামনের শাটার ফেলে বেরিয়ে গেল। তখনই সাহস করে দোকানটার কাছে এসে, চারপাশে উঁকি-ঝুঁকি

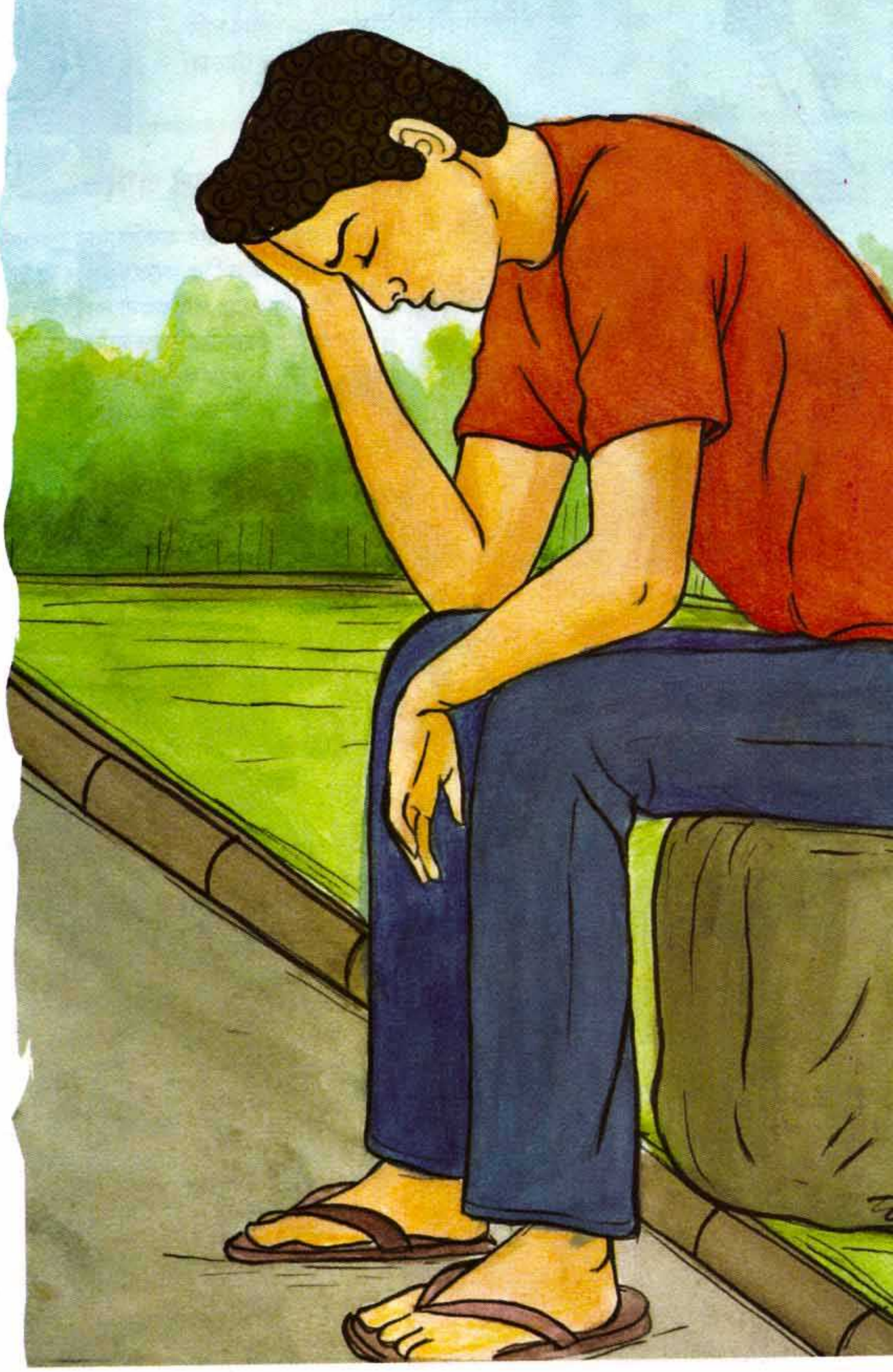

মেরে খোকন বুঝেছে, ডাল মে স্রেফ কালা হি নেহি, অউর কুছ খতরনক রং ভি শামিল হ্যায়! তখনই ও দোকানের পিছনে এসি'র পাইপের ফুটোটা আবিষ্কার করে...

সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কের বেগুনি সাড়িটা মেঝেতে একটা মরা সাপের খোলসের মতো বিছিয়ে পড়ল। সামনের টেবিলটার উপর দুটো হাই-হিল পড়া রোমহীন পা দু'পাশে তুলে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে মধ্যিখানে সেট করল জগন। একটা পেনসিল হিলওয়ালা লাল লেডিজ় জুতো টপ করে খসে পড়ল মাটিতে। গোঙানির রিদম ক্রমশ তীব্রতর হল! সেই সঙ্গে ঝোড়ো গতিতে জগনের এক্সপ্রেস ছুটতে লাগল পৃথিবীর আদিমতম অরণ্যের মধ্য দিয়ে... ক্রমশ হাত-পা অবশ হয়ে এলো খোকনের। ওর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল হঠাৎ। এমন রগরগে দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে কোথায় ওরও গরম হবে শরীর, তার বদলে ও ওয়াক তুলল কাঁচা নর্দমাটার উপর ঝুঁকে। আবার গা গুলিয়ে বমি করল খোকন। তারপর টলতে-টলতে কোনওমতে রাস্তায় উঠে এসে বুক ভরে একপ্রস্ত শ্বাস নিল ও। খোকন তারপর আপনমনেই বলে উঠল, "শাল্লা! বড়লোকের বাচ্চারাও এত ছোটলোক হয়!"

তারপর অন্ধকারটা ক্রমশ গাঢ় হয়ে এল কলকাতায়। হঠাৎ দমবন্ধ করা গুমোটকে ঠেলে দমকা, ওলট-পালট হাওয়া উঠল একটা। ধুলো, প্লাস্টিক, আবর্জনার পাশাপাশি বকুল, গন্ধরাজ, বেলকুঁড়িরাও আছড়ে পড়ল কোথাও-কোথাও, এই কংক্রিটের জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। তার মধ্যেই বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটাকে অগ্রাহ্য করে একা-একা উদ্ভ্রান্তের মতো হাঁটতে লাগল খোকন! এ কোন খোকন? অ্যাসিডের ব্যবসাদার, ওস্তাগর লেন বস্তির পা-কাটা দিলীপের ছেলে কি এই ছেলেটাই? তবে এ কে, সেটা নিজেই কেন চিনতে পারছে না খোকন? কেন বারবার জগনের ওই মা-মাসির বয়সি মহিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি দেখেও ওর শরীরের বদলে মটকা গরম হয়ে উঠছে! কেন বারবার মনে হচ্ছে, ওই অবস্থাতেই পিছন থেকে গিয়ে ক্যাঁত করে লাথি মারা উচিত ছিল ওর, ওই শালা জগন জানোয়ারটাকে! জগন জানোয়ার? তবে ও নিজে কী? সন্ধে থেকে ও নিজে কী এর থেকে অন্য আলাদা রকম কিছু করেছে? তবে কী মাথায় ওই আধলার বাড়ি খেয়ে ওর ঘিলু-ফিলু সব ওলোট-পালট হয়ে গেল!... উদ্ভ্রান্ত খোকন ভিজে কাকের মতো হাঁটতে-হাঁটতে দেখল, একটা ছোট্ট চায়ের দোকানের শেড-এ একজোড়া ছেলেমেয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ছেলেটির দিকে চোখ তুলে বলল, "ওই দেখো প্রত্যয়, সেই লোফারটা! লেকে যেটা কলিকে বিরক্ত করছিল!" ছেলেটি ভুরু কুঁচকে ভাল করে ওকে পরখ করে বলল, "এই সুযোগ, রাকা! তখন যা আমি করতে পারিনি..." ছেলেটি জামার হাতা গোটাতে গোটাতে ফুঁসে উঠল, "আফটার অল, কলি কিন্তু আমার একজন খুব ভাল বন্ধু!" মেয়েটি ছেলেটির হাত টেনে বাঁধা দিয়ে বলল, "আই নো, প্রত্যয়! তাই বলে তুমি কেন কুকুরটার মুখে লাগতে যাবে! ওদের কাছে অনেক সময় চাকুটাকু থাকে!" মেয়েটি এরপর গালে টোল ফেলে মিষ্টি করে হাসল, "তা ছাড়া কলি তো নিজেই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল! এখন তোমার কিছু হয়ে গেলে আমার কী হবে বলো তো!" ছেলেটি মেয়েটির ঠোঁটে নিজের আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিল কথা। বৃষ্টির তোড় বাড়ল। ক্রমশ সব কিছু ঝাপসা হয়ে এলো খোকনের চারপাশে...

'কুকুর!' 'লোফার!' বৃষ্টি ছাপিয়ে কানে যেন কথাগুলো এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে খোকনের। তবু এই ফুরিয়ে আসা সন্ধের অকাল শ্রাবণে প্রেতের মতো একা-একা ঘুরপাক খাচ্ছে ও... অ্যাড্রিনালিন, টেস্টোস্টেরন'কে ছাপিয়ে এ কোন অচেনা আবেগ আজ বেরোচ্ছে খোকনের ভিতর থেকে? শক্ত হয়ে ওঠার রসদগুলো কেমন যেন ওকে আজ উলটে দুর্বল করে দিতে চাইছে! যেসব কথা কখনও মনে দাগই কাটেনি ওর, সেসবই যেন হঠাৎ আজ অদৃশ্য চড়-থাপ্পর হয়ে বসতে চাইছে ওর গালে!... ভিজতে-ভিজতেই ভূতের মতো হাঁটছিল খোকন। এমন অজানা অনুভূতি এই প্রথম ফিল করছে ও। ও ঠিক এখনও বুঝতে পারছে না, কী একটা যেন বিস্ফোরক কান্নার মতো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর বুক ছিঁড়ে! ঝমঝমে বৃষ্টির ধারাপাতের মধ্যে ঢাকুরিয়া ব্রিজটা একটা যেন মনমরা সৌধের মতো শুয়ে রয়েছে। তার গায়ের ছ্যাতলা-ধরা নীল-সাদার ডোরারা যেন ভেঙে যাওয়া সার্কাসের মেটাফর হয়ে উঠতে চাইছে। তার মধ্যেই দুটো অপ্রতিরোধ্য নয়নতারা চারার মতো খোকনকে পাশ কাটিয়ে ভিজতে-ভিজতে চলে গেল দুটো ছেলেমেয়ে। ছেলেটি মেয়েটার মাথাকে নিজের ব্যাগ দিয়ে কোনও মতে আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "এভাবে ভিজো না, ঐশী! এভাবে ভিজলে যদি তোমার শরীর খারাপ করে!" মেয়েটি হেসে বলল, "বেশ, ভিজব না! চলো, ওই চায়ের দোকানের শেডটার তলায় গিয়ে দাঁড়াই। পরের জন্মে আমার হাতে যখন অনেক সময় থাকবে, তখন আমরা এমন করেই কিন্তু প্রতিদিন ভিজব! বব, তখন তুমি এই ভাবে আমার পাশে থাকবে তো?"

ভিজতে-ভিজতেই ভূতের মতো হাঁটছিল খোকন। এমন অজানা অনুভূতি এই প্রথম ফিল করছে ও। ও ঠিক এখনও বুঝতে পারছে না, কী একটা যেন বিস্ফোরক কান্নার মতো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর বুক ছিঁড়ে!

উফফ! এই সিনেমার মতো ন্যাকা-ন্যাকা ডায়ালগগুলো আজ এমন ছুঁচের মতো ফুটছে কেন? কেন আজই এই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে খোকনকে লক্ষ্য করে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে এই ছেলেমেয়েগুলো! কোথায় এই দমবন্ধ করা কষ্ট থেকে পালাবে খোকন? কোথায় গেলে এমন দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে ও?... খোকন পাগলের মতো ভিজে একসা হয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছে না, কেন মনটা এমন কাঁদব-কাঁদব করে ফেটে পড়তে চাইছে! হঠাৎ করে কী এমন হল যে, ফুটোয় চোখ রেখে গরম হওয়ার বদলে এমন বিষ-গেলা দশা হল ওর! এমন বউদিবাজি কি ও আগে কখনও দেখেনি ওদের বস্তিতে? জগনের মতো হাইপার আলুবাজ যে এমন করেই বাপের রাখেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে পারে, এটা কি খুব আনপ্রেডিক্টেবল বা শকিং ওর কাছে? তা ছাড়া কে কার বাপের কোন তালায় কোন চাবি দিতে যাচ্ছে, তা নিয়ে ওর তো কোনও দিন মাথা ব্যথা ছিল না! তবে?... এখন যেন নান্টুদার গাঁজার ঠেকে যেতেও পা সরছে না ওর।

(পরের এপিসোড ৪ অগস্ট সংখ্যায়)

ছবি : বৈশালী সরকার

শ্রদ্ধা কপূর

অন্য ধরনের চরিত্রের খোঁজে শ্রদ্ধা

গার্ল নেক্সট ডোর-এর ইমেজ আর নয়, এবার তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন শ্রদ্ধা কপূর। সে কারণেই বেছে নিয়েছেন 'হসিনা: দ্য কুইন অফ মুম্বই' ছবিতে মুম্বইয়ের ডন দাউদ ইব্রাহিম-এর দিদি হসিনা পার্কারের চরিত্র। "প্রতিটি অভিনেত্রীর অভিনয়কে একটা ইভোলিউশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়," জানিয়েছেন শ্রদ্ধা, "আর সেই কারণেই অন্য ধরনের চরিত্র করা খুব প্রয়োজন।" শুধু অন্য ধরনের চরিত্রই নয়, প্রচুর গ্রে শেড্‌স আছে হসিনা পার্কারের চরিত্রে, সেই কারণেই চরিত্রটা এত পছন্দ শ্রদ্ধার। ছবি শুরু হওয়ার আগে নিজেকে আলাদা রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছেন শ্রদ্ধা। ছবিতে তাঁর ভাই শিবনাথ কপূরই অভিনয় করছেন দাউদ ইব্রাহিমের রোলে। অন্য ধরনের চরিত্রের খোঁজেই বেছেছেন সাইনা নেহওয়ালের বায়োপিকও। পরপর দুটো অন্য ধরনের চরিত্রের প্রতি পরদায় সুবিচার করতে পারাকেই আপাতত অভিনয়-জীবনের পরীক্ষা বলে ধরছেন তিনি।

বাংলায় সানি

এর আগে কিছু আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে আইটেম নম্বরে কাজ করলেও টলিউডের কোনও বাংলা ছবিতে এই প্রথম কোনও আইটেম ডান্স করতে চলেছেন সানি লিওন। পরিচালক স্বপন সাহার পরবর্তী ছবি 'সেরা বাঙালি' তেই ঘটতে চলেছে এই ঘটনা। জানিয়েছেন পরিচালক নিজেই। ছবিটির কোরিয়োগ্রাফি করেছেন প্রভু দেবা। অভিনয়ে আছেন শক্তি কপূর, রাজপাল যাদব, রজতাভ দত্ত, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণী সরকার প্রমুখ। আগামী পুজোতেই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

সানি লিওন

জব হ্যারি মেট সেজল

পরিচালনা : ইমতিয়াজ় আলি
অভিনয় : শাহরুখ খান, অনুষ্কা শর্মা প্রমুখ

সেজলের এনগেজমেন্ট রিং খুঁজতে গিয়েই নতুন করে ভালবাসা ও সম্পর্কের মানে বুঝতে পারে হ্যারি। আবার হ্যারির সঙ্গ পেয়ে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নতুন অনুভূতি জাগে সেজলের মনে। একসঙ্গে পথ চলতে-চলতে কোথায় পৌঁছয় তারা?

ইন্দু সরকার

পরিচালনা : মধুর ভাণ্ডারকর
অভিনয় : নীল নীতীন মুকেশ, কীর্তি কুলহারি, টোটা রায়চৌধুরী প্রমুখ

ভারতবর্ষের রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য সময়, ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা। দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন একা মহিলার গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে এই টানটান পলিটিক্যাল পিরিয়ড পিস...

ট্র্যাডিশনাল স্কার্ট

পোশাক-আসাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন চমক, এই দু'টি কথা বললেই যে বলিউড-তারকার কথা মনে পড়ে তিনি নিঃসন্দেহে রণবীর সিংহ। তবে এবারের ঘটনা সত্যিই অভূতপূর্ব। এবার স্কটল্যান্ডের পুরুষ নাগরিকদের ট্র্যাডিশন্যাল পোশাক স্কার্ট পরে নিজের নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করলেন তিনি। সম্প্রতি ভারতের ৫০ জন এই প্রজন্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজিত একটি অ্যাওয়ার্ড শো-তে ডাক পেয়েছিলেন রণবীর সিংহ। সেখানেই স্কার্ট পরে উপস্থিত হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন অভিনেতা। সম্প্রতি নিজের সেই ছবিই ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন রণবীর। আর রণবীরের স্কার্ট পরা ছবি দেখে লজ্জায় মুখ ঢেকে 'নো' টুইট করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

রণবীর সিংহ

ক্ষমাপ্রার্থী রণবীর

রণবীর-ক্যাটরিনার আগামী ছবি 'জগ্গা জসুস' থেকে গোবিন্দার কিছু দৃশ্য বাদ পড়েছে। দৃশ্যগুলো এর মধ্যেই ছড়িয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল সাইটে। এর জেরে টুইটারে একেবারে নাম করেই ছবির পরিচালক ও প্রযোজকের প্রতি নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন গোবিন্দা। বিতর্কের রাস্তায় না গিয়ে টুইটারেই ক্ষমা চেয়েছেন রণবীর কপূর। এই ছবিই তাঁর প্রথম প্রযোজনা। দায় স্বীকার নিয়ে রণবীর কপূর জানিয়েছেন, "এটা আমার ও অনুরাগ বসুর ভুল। গোবিন্দার মতো এক জন কিংবদন্তি অভিনেতার প্রতি অন্যায়। কিন্তু সবটাই ছবির প্রয়োজনে করা।"

রণবীর কপূর

শ্রীদেবীর ক্ষোভ

'বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন' রিলিজের পর একটি চ্যাট শো-তে গিয়ে রাজামৌলি বলেছিলেন, বাহুবলীতে রাজমাতা শিবগামীর চরিত্রে রম্যা কৃষ্ণণ নন, পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন শ্রীদেবী। কিন্তু পারিশ্রমিক পছন্দ না হওয়ায়, রাজি হননি তিনি। এই প্রসঙ্গেই 'মম' ছবির প্রচারে শ্রীদেবীকে বারবার প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেন, এ ব্যাপারে কথা বলা তাঁর পছন্দ নয়। বাহুবলীকে সরিয়ে তামিল পিরিয়ড ড্রামা 'পুলি'তে রানির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীদেবী। যখন বাহুবলী ২-উন্মাদনায় দেশ ভাসছে, তখন হলে লোক টানতেই ব্যর্থ হয় শ্রীদেবীর 'পুলি'। শ্রীদেবীর বিরক্তির কথা রাজামৌলির কানে গেলে তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, "শ্রীদেবীর মতো এক জন অভিনেতাকে নিয়ে জনসমক্ষে মন্তব্য করা আমার ঠিক হয়নি।"

এস এস রাজামৌলি ও শ্রীদেবী

ইজ়ি অনস্ক্রিন রোম্যান্স

'আ জেন্টলম্যান' ছবিতে অভিনয় করেছেন সিদ্ধার্থ মলহোত্র এবং জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। সিদ্ধার্থর বিপরীতে কাজ করে জ্যাকলিন রীতিমত উচ্ছ্বসিত। তাঁর মনে হয়েছে পরদায় সিদ্ধার্থর সঙ্গে রোম্যান্স করা সুপার-ইজ়ি। কারণ সিদ্ধার্থর প্রেজ়েন্স, এনার্জি সব কিছুই নাকি দারুণ। আবার, সিদ্ধার্থর বক্তব্য, জ্যাকলিনের এনার্জি লেভেল নাকি অবাক করে দিয়েছে তাঁকেও! জ্যাকলিনের সঙ্গে শুটিং নাকি শুরু থেকে শেষ অবধি প্রাণবন্ত এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু কথা আছে আরও দু'টি, প্রথমত, অনেকেরই বক্তব্য, জ্যাকলিন এবং সিদ্ধার্থ রোম্যান্স নাকি শুধু পরদাতেই থেমে নেই। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি নাকি প্রচণ্ড অভিমানে সিদ্ধার্থর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখছেন না আলিয়া ভট্ট। কারণ কি জ্যাকলিন? সে তো সময়ই বলবে!

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ও সিদ্ধার্থ মলহোত্র

চন্দ্রতাল লেকের কাছাকাছি

একা-একা হিমাচলে...

'হাইওয়ে' ছবিই তাঁর অনুপ্রেরণা। সেইমতোই একাই বেরিয়ে পড়লেন হিমাচলের উদ্দেশ্যে। ছোট পরদার অন্যতম সফল তারকা **সন্দীপ্তা সেন**-এর সোলো ট্রিপের এক্সক্লুসিভ বৃত্তান্ত।

ভাল লাগে নিজের দেশকে চিনতে, ভালবাসি দেশের নানা স্থানে ঘুরে-বেড়াতে। কিন্তু এই প্রথম একা-একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম, গন্তব্য ছিল হিমাচল প্রদেশ। ইচ্ছেটা হয়েছিল, 'হাইওয়ে' ছবি দেখেই। বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে তো অনেক জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু একা বেরনোর মজাই আলাদা! কারও পছন্দ-অপছন্দের হ্যাপা নেই। নিজের মতো করে জাস্ট বেরিয়ে পড়ো। তবে যেখানে-যেখানে থাকব ঠিক করেছিলাম, সে সব জায়গায় আগেই বুকিং করা ছিল। চণ্ডীগড় থেকে যাত্রা শুরু, সেখান থেকে সিমলা অবধি বলার মতো কিছুই নেই। নারকান্ডা নামের একটি ছোট্ট শহরে আমার প্রথম রাত্রিবাস। এই জায়গাটাকে,

গিউ মনাস্ট্রি

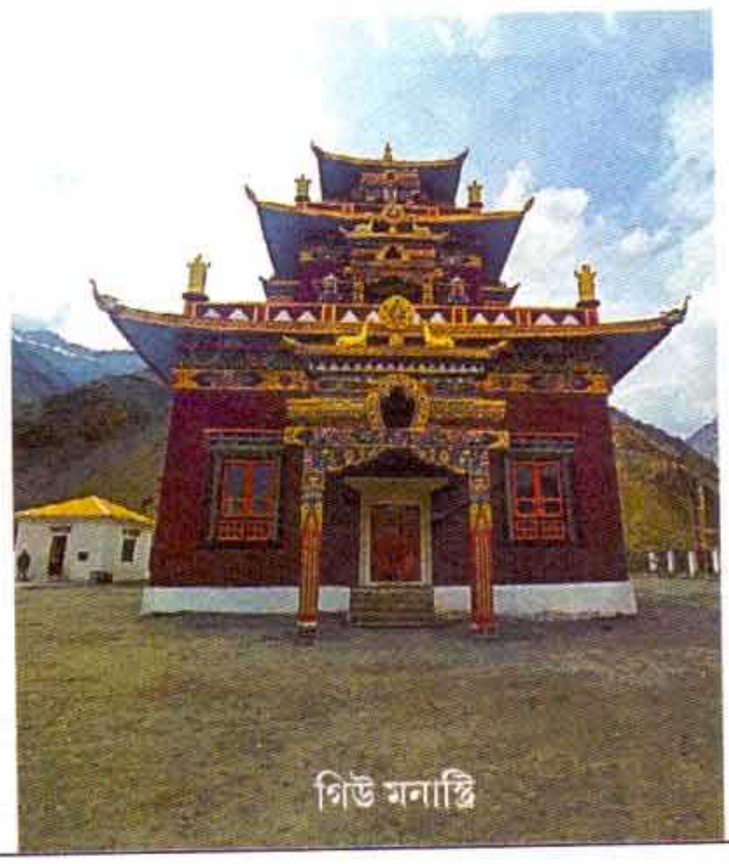

বিশেষ করে এখানকার লোকজনদের আতিথেয়তা ভোলা কঠিন। পরদিন 'হাটু'র কালীমাতার মন্দির দেখে চললাম সারাহান। কেজো জীবন থেকে ছুটি নিয়ে, নেটের আওতা থেকে বেরিয়ে এমন একটা রাত কাটালাম সেখানে, সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে রইল। পরের গন্তব্য ছিল ছিটকুল। মাথার উপর ঝুলে থাকা পাহাড়ের নীচের রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে আচমকাই চোখে পড়ে গেল বসপা ও শতদ্রু নদীর মিলনস্থল। দু'টো নদীর রং একেবারেই আলাদা। উপভোগ করা মতো এই দৃশ্য। ছিটকুল থেকে চলে গেলাম কল্পা। এখানকার বৈশিষ্ট্য, সবুজের কার্পেট বিছানো রোঘি ও চিনি নামের মিষ্টি দু'টি গ্রাম। মেঘ-রোদের সঙ্গে

বসপা ও শতদ্রুর মিলনস্থল

পাহাড়ের সীমানা টানলেও মাঝখানে যেখানে-যেখানে গ্রাম রয়েছে, সেখানে যেন কারও হাতের জাদুতে সৃষ্টি হয়েছে সবুজের অপূর্ব সুন্দর প্যাচ ওয়ার্ক।

কাজা যাওয়ার পথে ধানঙ্কর মনাস্ট্রিতে গেলাম। তারপর পেলাম ডাকঘর। এমন উচ্চতা থেকে নিজের বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড ছাড়তে পেরে খুব মজা লেগেছিল।

কাজা থেকে স্পিটি ভ্যালিতে ঘাঁটি গেড়েছিলাম লোসারে। পথেই পড়ল কি মনাস্ট্রি। যখন পৌঁছলাম মনাস্ট্রিতে প্রার্থনা চলছিল। এখানকার অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করা বেশ কঠিন। এই সফরে পেয়েছিলাম এক বিদেশি বন্ধুকে, যাকে আমি লিফ্‌ট দিয়েছিলাম। তবে এখানকার খাবার আমার মুখে রোচেনি। চন্দ্রতাল না গেলে এখানে থাকার কথা ভাবতাম না। রাস্তাটা বেশ কঠিন। ওখানকার মানুষজনদের বিশ্বাস, কুনজুম মাতার আশীর্বাদ ছাড়া চন্দ্রতালে পৌঁছনো অসম্ভব। বরফমাখা পাহাড়, ধূসর রংয়ের পাহাড় ও নীল জল, সব মিলিয়ে চন্দ্রতাল ঠিক যেন পিকচার পোস্টকার্ড।

স্পিটি থেকে মানালি ফেরার রাস্তাটা বেশ সংকীর্ণ ও ভাঙাচোরা। গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে-খেতেই রোটাং পাস হয়ে মানালি পৌঁছলাম। পথেই কিছুটা বৃষ্টি পেলাম। আর যে সবুজকে ছেড়ে এসেছিলাম তার সঙ্গে আবার দেখা হল। নীল আকাশ তো সঙ্গে ছিলই! গোটা সফরটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতো। আর সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে-করতে মানালি চলে এলাম। এখানে শপিং ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। পুরো সফরে অবশ্যই আমার একজন সঙ্গী ছিলেন, তিনি হলেন গাড়ির ড্রাইভার ভিনকাল। তিনি না থাকলে আমার এই সফর এত সুন্দর হত না, পেতাম না এমন সুন্দর সুন্দর ছবি।

অনুলিখন: ঈপ্সিতা বসু

ছিটকুলের বসপা নদীর ধারে

লুকোচুরি খেলতে-খেলতে কল্পা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম স্পিটি ভ্যালির দিকে। সবুজের কার্পেট চিরে আস্তে-আস্তে ধূসর রং গাঢ় হল। স্পিটির সীমানা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে চললে চোখের সামনে চেনা দৃশ্যগুলো বদলে যেতে থাকল। সবুজ হারিয়ে গিয়ে বিশাল-বিশাল ধূসর পাহাড়ের মাঝে যেতে-যেতে নিজেকে পিঁপড়ের মতো মনে হচ্ছিল। এমন অবাক করা পথের শেষে আমার ঠিকানা ছিল টাবো। এই পথেই পড়ল গিউ মনাস্ট্রি। এখানে বহু পুরনো মমি রাখা রয়েছে। এবার মনাস্ট্রি ঘুরে দেখার পালা। এর ভিতরটা খুবই অন্ধকার। এর মধ্যেই চোখে পড়ল পুরনো সব ছবি। এরপর চললাম মেডিকেশন কেভে, গ্রামটাকে দু'চোখ ভরে দেখতে-দেখতে বুঝলাম, চারিদিকে ধূসর

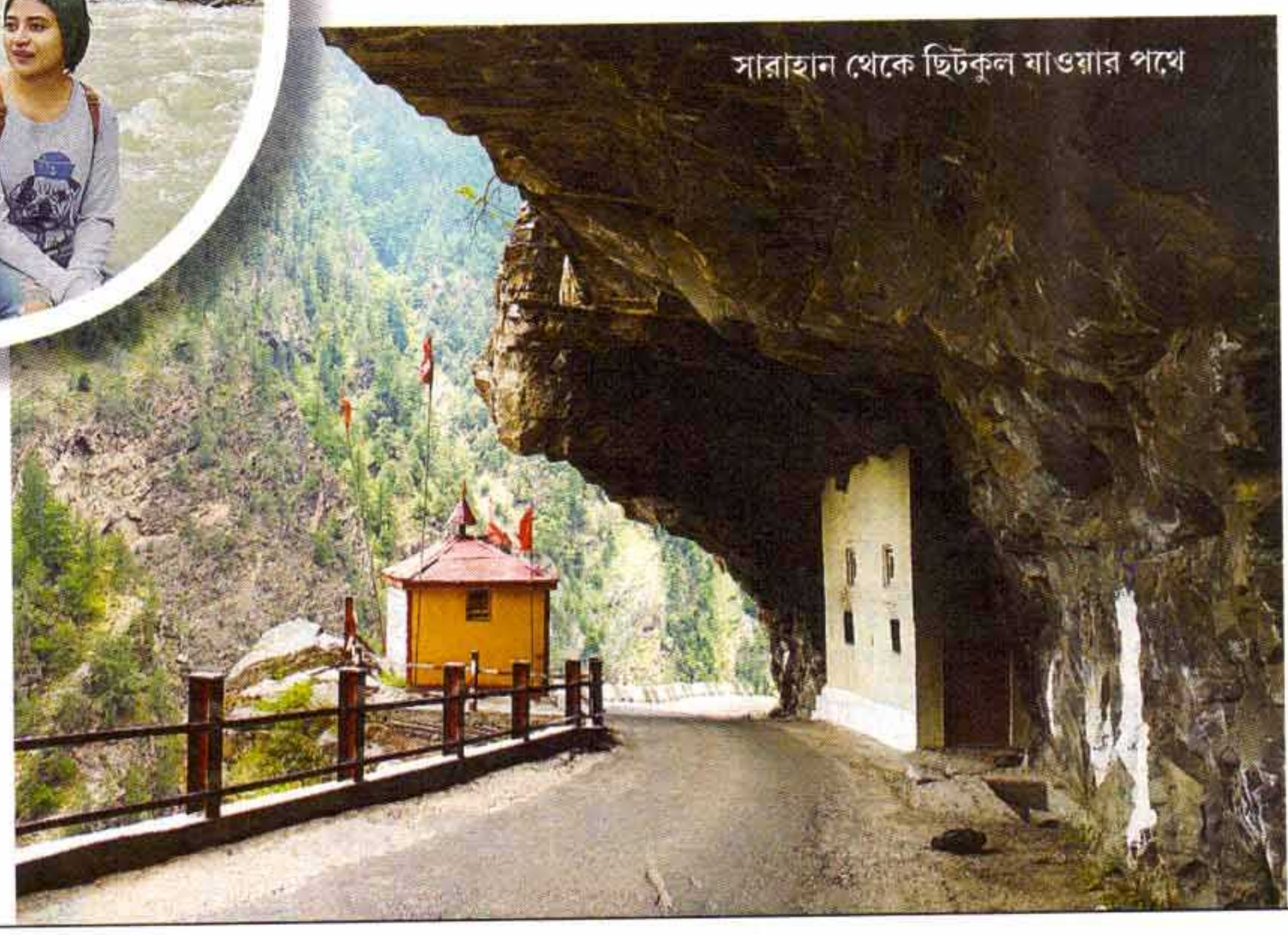

সারাহান থেকে ছিটকুল যাওয়ার পথে

স্পেশাল

কনিষ্ঠতম মহিলা বোয়িং-চালক দিব্যা

সবাই হেসেছে। টিটকিরি দিয়েছে। তবু দমানো যায়নি ক্যাপ্টেন অ্যানি দিব্যাকে। যে সময়ে দাঁড়িয়ে সারা শহরে কেউ পাইলট হওয়ার কথা ভাবত না, তখন তিনি সেকথা ভাবার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর গল্প শোনালেন অচ্যুত দাস

বিশ্বের কনিষ্ঠতম মহিলা কম্যান্ডার, যিনি বোয়িং ৭৭৭ এয়ারপ্লেন চালিয়েছেন, তাঁর নাম কী? আপাতত বেশ অনেকদিন জেনারেল নলেজের বইয়ে এর উত্তরে লেখা হবে একটি ভারতীয় মেয়ের নাম। সেই মেয়ের নাম ক্যাপ্টেন অ্যানি দিব্যা। চোখ কপালে উঠবে, এমন এই ভয়ঙ্কর কীর্তি অ্যানি করে দেখিয়েছেন মাত্র ৩০ বছর বয়সে।

ক্যাপ্টেন দিব্যার জন্ম পাঠানকোটে। বাবা আর্মিতে কাজ করতেন। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর ছোটবেলাতেই দিব্যা সেখান থেকে চলে আসেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়। ছোট্ট শহর থেকে বিজয়ওয়াড়ায় এসে প্রথমে বেশ ভালই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল দিব্যাকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভাষাগত সমস্যা। ইংরেজি বলতে গিয়ে আটকে যেত বারবার। উপরন্তু বড় হয়ে পাইলট হওয়ার দিব্যার স্বপ্নও ছিল বাকিদের কাছে যথেষ্ট খিল্লির বিষয়। এইসব নিয়ে তাই সহপাঠীরা খ্যাপাতও খুব। দিব্যার পরবর্তী জীবনে কিন্তু সেই ঠাট্টা-ইয়ার্কিগুলো কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। কেন পারেনি, সেকথা জানতে গেলে তখন অবধারিতভাবে উঠে আসে দিব্যার বাবা-মায়ের কথা।

কেন নিজের স্বপ্নকে সত্যি করার কথা ভাবতেও পেরেছিলেন, সেকথা বলতে গিয়ে দিব্যা নিজেই বলছেন, "সৌভাগ্যবশত, আমার মা-বাবা কোনওদিন তাঁদের ইচ্ছে আমার উপর চাপিয়ে দেননি। বরাবর সাপোর্ট করেছেন। ওঁদের চিন্তাভাবনাও যথেষ্ট আধুনিক ছিল। মা তো সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রাই বরং আমার পাইলট হতে চাওয়াটাকে ভাল চোখে দেখেননি। আমি মেয়ে, সেকারণে আমার পাইলট হওয়ায় আরওই আপত্তি ছিল অনেকের।"

স্কুল শেষ করার পর মাত্র ১৭ বছর বয়সেই দিব্যা ভর্তি হন এদেশের অন্যতম ফ্লাইং স্কুল, ইন্দিরা গাঁধী উড়ান অ্যাকাডেমিতে। জোরদার পরিশ্রম করে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। সেই স্কলারশিপ আর মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া মানসিক জোরে ভর দিয়ে ট্রেনিং শেষ করতে সময় নেন মাত্র দু'বছর। ১৯ বছর বয়সেই এয়ার ইন্ডিয়ায় চাকরি পেয়ে যান। ২১ বছর বয়সে পাড়ি দেন লন্ডনে, আরও ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়েই প্রথমবার বোয়িং ৭৭৭ চালানোর ট্রেনিং পান। এক ইন্টারভিউতে নিজে সেকথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত দিব্যা জানাচ্ছেন, "তারপর থেকেই আমার জীবনটা পালটে গেল! এখনও অবধি দারুণ সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে উড়ে গিয়েছি। অনেক কিছু শিখেওছি।"

শুধু যে বোয়িং ৭৭৭ চালিয়ে রেকর্ড গড়েছেন, তাই-ই নয়, পাশাপাশি ল-তে গ্র্যাজুয়েশনও করেছেন এই কন্যে। কাজের বাইরে নাকি কবিতা ভালবাসেন। উর্দুতে এযাবৎ গোটা তিরিশেক কবিতাও লিখে ফেলেছেন দিব্যা।

যখন পাইলট হওয়ার জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হচ্ছেন, সেসময় সারা বিজয়ওয়াড়ায় কেউ পাইলট হত না। দিব্যা পাইলট হতে চান শুনে হেসে উড়িয়ে দিত সবাই। তাতে কিন্তু কোনওদিন এতটুকু দমে যাননি দিব্যা। এমন মেয়েকে 'ক্যাপ্টেন' বলে না ডেকে অতএব উপায় কী!

আপনার শরীরের জন্য শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাস

পাঁচ ধরনের তুলসীর সংমিশ্রণে
বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী অর্ক

JOLLY

তুলসী ৫১

ড্রপস্

এক প্রাকৃতিক ও শক্তিশালী ইমিউনিটি বুস্টার

জোলি তুলসী ৫১ ড্রপস্ একটি অ্যান্টিভাইরাসের মত কাজ করে এবং এর নিয়মিত সেবনে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এটি আপনার শরীরকে প্রাণঘাতী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং মশার থেকে সৃষ্ট ভাইরাল জ্বর, ফ্লু ইত্যাদি থেকে বাঁচায় এবং আপনাকে করে তোলে সুস্থ ও প্রাণবন্ত।

লিভারের রোগ
কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি
ম্যালেরিয়া, জন্ডিস
সর্দি, অ্যালার্জি
মুখের দুর্গন্ধ
মূত্র সংক্রান্ত রোগ
প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং
স্মৃতিশক্তি বাড়ায়

নার্ভের সমস্যা, কাশি
কফ, শ্বাসের রোগ
অনিদ্রা
উৎকণ্ঠা
চুল পড়ে যাওয়া
মাইগ্রেন
গাঁটের ব্যথা ইত্যাদি
কমায়

- খরচ মাত্র ₹144/-(15ml) আড়াই মাসের জন্য

মাত্র ৫ ফোঁটা রোজ খাও, সুস্থ নিরোগী দীর্ঘ জীবন পাও...

ভারতের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ভরসাযোগ্য ও আসল ওষুধ ''জোলি তুলসী ৫১ ড্রপস্''-এর জনপ্রিয়তার কারণে বাজারে একই নামে অনেক নকল প্রডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে। তাই কেনার সময় অবশ্যই 'তুলসী' নয় আসল ''জোলি তুলসী ৫১ ড্রপস্''-ই দেখে কিনুন। Helpline» 98143-30500

সেকেন্ড লিড

অ্যাকসেসরিজ়ে অন্যরকম

যেখানেই পাবে ছাই,উড়াইয়া দেখো তাই... এই আপ্তবাক্যটিকে যথাযথ করে তুলেছে আধুনিক গয়না ও অন্যান্য অ্যাকসেসরিজ়ের ট্রেন্ড। কোনও নির্দিষ্ট ফরম্যাট নয়, 'সব মিলিয়ে সুন্দর', জেনওয়াইয়ের ছকভাঙা স্টাইল ফান্ডা এখন এটাই। খোঁজ নিয়ে জানালেন **পায়েল সেনগুপ্ত ও ঈপ্সিতা বসু**

জুয়েলরি ও ব্যাগ: নীরোশা, ২৫১ এ পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, ফোন: ৯০৩৮০৪৪৩২০

রঙিন সুতো, গামছা, পমপম, দামি বা কমদামি পাথর, মেটাল, ঝিনুক, শাঁখ, পাটের দড়ি, মাটি..এবং আরও যা-যা মেটিরিয়াল সম্ভব, সবই এখন ব্যবহার হচ্ছে গয়নায় ও ব্যাগে। কীভাবে তাকে সুন্দর করে গড়ে তোলা হচ্ছে, আর সেগুলো পরে আমরাও কত সহজে সুন্দর হয়ে উঠতে পারি, তারই কিছু ঝলক রইল এই সব ছবিতে।

শাঁখ লকেটের নেকপিস: নীরোশা

ছবি ১: দুর্গার মোটিফ দেওয়া নেকপিস। জিন্স বা টপের সঙ্গে মানে যে-কোনও কাটের পশ্চিমি পোশাকের (এক রংয়ের হলে ভাল) সঙ্গে এমন একটা সেমি এথনিক নেকপিস পরলে চোখ টানবেই।

ছবি ২: পশ্চিমি পোশাকের সঙ্গী হোক এথনিক জুয়েলরি। লাল রঙা শর্ট ড্রেসের সঙ্গে এথনিক দুল ও রিস্টলেট।

ছবি ৩: হ্যান্ড পেন্টিং করা জুয়েলরির চাহিদা এখন তুঙ্গে। পশ্চিমি পোশাকের কাঠের উপর আফ্রিকান মোটিফের নেকপিস, সঙ্গে সামান্য বিড্‌স ও মেটাল।

ছবি ৪: জুয়েলরিতে ছেলেরাও ব্রাত্য নয়।

৩

দুল ও নেকপিস: কারুবাসা (৯০১৭৫৬৯৬৫৪)

৪

জুয়েলরি: নীল সাহা, ফোন: ৮৫৮৩৯১৯৮৩২

৫

জুয়েলরি: মাইরা বাই রাধিকা, অবন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ১৪০ বি শরৎ বসু রোড, কলকাতা-২৯, ফোন: ৮০১৭৮০০৯০০

সিলভার বিডেড ড্যাংলার: বিন্দি (৯৮৩০০৬১৪৬৬)

জুয়েলারি: নীল সাহা, ফোন: ৮৫৮৩৬১১৮৩২, ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত

জুয়েলারি: মাইরা বাই রাধিকা

জুয়েলারি: করিশ্মাজ, নিউ মার্কেট (৯০৩৮৭৪৫৭৪৮)

অ্যাঙ্কলেট: নীরোশা

এখানে এথনিক ডিজ়াইনের কলার কাফ, শাইনিং গোল্ড প্রিন্টেড শার্টের সঙ্গে পরার ফলে পোশাক ও আকসেসসিজ়ের মধ্যে ব্যালান্স তৈরি হয়েছে।

ছবি ৫: মাল্টি কালারড ইয়াররিং ও ব্যাঙ্গল, যে-কোনও ওয়েস্টার্ন টপের সঙ্গে দিব্যি চলবে এই ধরনের স্টেটমেন্ট পিস।

ছবি ৬: একটা নেকপিসও বদলে দিতে পারে শার্টের সংজ্ঞা! এথনিক চোকারটি এখানে পরা হয়েছে ইক্কত প্রিন্টের শার্টের সঙ্গে।

ছবি ৭: ঝিনুক ও বিডসের মিলমিশে তৈরি হয়েছে পার্টি জাঙ্ক। সকাল বা রাত, যে-কোনও সময়ই এই জুয়েলরি করবে আসর মাত। শর্ট ড্রেস বা গাউনের সঙ্গে এই ধরনের জুয়েলরি একটা ক্লাসিক লুক দিতে পারে।

ছবি ৮: ছেলেদের লেদারের ব্রেসলেট। কলেজ ফেস্ট থেকে কোচিং ক্লাস, সবেতেই সুপারকুল। ক্যাজুয়াল টি-শার্ট, শার্টের সঙ্গে ভাল লাগে।

ছবি ৯: অল্প গর্জাস টপকে আরও কালারফুল ও গ্ল্যামারাস করতে বড়-বড় বিড্‌সের হার ও স্লিং দুল। প্রয়োজনে মানানসই ছোট দুলও চলবে। মেটাল ও ছোটখাটো এলিমেন্টের (বিড বা পমপম) কম্বিনেশন এখনকার ইয়াররিংয়ের ফ্যাশনে ইন। সঙ্গে গামছা ও কাঁথাস্টিচের ফিউশন করা সাইডব্যাগ।

ছবি ১০: হ্যান্ড কাফ পরা হয়েছে। ফরমাল বা বিজ়নেস ক্যাজুয়াল পোশাকের সঙ্গে এই ধরনের আকসেসরিজ় চলতে পারে।

ছবি ১১: একরঙা ওপেন শোল্ডার টপের সঙ্গে পমপম ও মেটালের জাঙ্ক সেট। কানে ও গলায় যদি একসঙ্গে পরতে না ইচ্ছে করে, তা হলে এ ধরনের পোশাকের সঙ্গে ভারী নেকপিস বা বড়

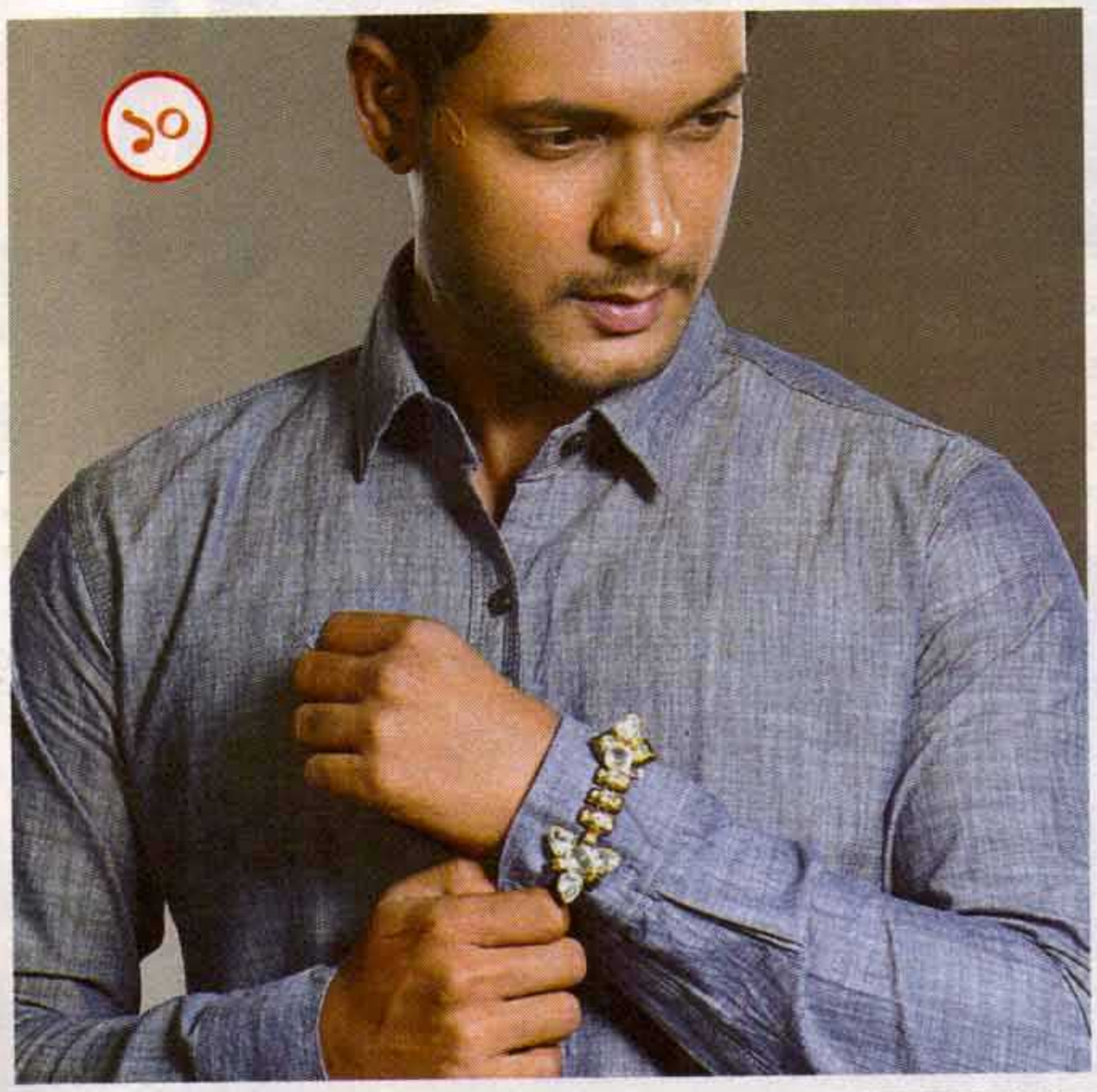

জুয়েলরি: নীল সাহা

জুয়েলরি: নীল সাহা, ফোন: ৮৫৮৩৯১৯৮৩২

সিলভার স্টেটমেন্ট পিস ও সুতোর কাজের কম্বো করা নেকপিস: কারুবাসা
গোল্ডেন বিডেড স্লিং দুল: বিন্দি

দুল, যে কোনও একটা পরলেই চলবে।

ছবি ১২: নেক কাফ, একেবারে শার্টের কলারের নীচে বসালে ফরমাল বা ক্যাজুয়াল দু'রকম পোশাকের সঙ্গেই মানায়।

ছবি ১৩: গামছা মেটিরিয়ালের অ্যাসিমেট্রিক্যাল টপ এখন ফ্যাশনে ইন। তার সঙ্গে মানানসই হ্যান্ডপেন্টেড নেকপিস ও ব্যাঙ্গল। কবিতার লাইন কোট করা নেকপিস ও ব্যাঙ্গল ক্যাজুয়াল বা সেমি ফরমাল পোশাকের সঙ্গে খুব ভাল মানায়। নিজেকে কালারফুল ও ফাঙ্কি দেখাতে এগুলো সত্যিই দারুণ।

ছবি ১৪: বিডসের শ্যান্ডেলিয়র ও রিস্টলেট ওয়েস্টার্ন অফ শোল্ডার টপের সঙ্গে ভাল লাগে। এরকম রিস্টলেট যে-কোনও হাতে পরলে হাফ স্লিভস বা স্লিভলেস পোশাক পরাই ভাল। যে-কোনও শর্ট ড্রেস বা কেপরি বা শর্টস-এর সঙ্গে এটা দারুণ মানায়।

স্কাল্পটেড মোটিফের সঙ্গে পমপম দেওয়া এবং বাটিক কাপড়ের লকেটের সঙ্গে কালারফুল বিডেড নেকপিস: কারুবাসা (৮০১৭৫৯৬৯৫৪)
ইমেল: karubasa@gmail.com

গোল্ডেন বিডেড স্লিং দুল: বিন্দি (৯৮৩০০৬১৪৬৬)

RENE

ethnic wear | casual wear
genuine leather accessories

PRE-PUJA
sale
upto
50% off
T & C apply

SHOP ONLINE AT
reneindia.com

Kolkata: Rene Tower(Kasba) | Mani Square | City Centre-I & II | Diamond Plaza | Durgapur: Junction Mall
Bengaluru: Jayanagar(9th Block East) & Mantri Square /ReneStyleReborn M: 9230518936

also available in Flipkart paytm amazon.in snapdeal

Exclusive Leather Stores at spencer's South City, B. T. Road & Rangoli Mall (Belur) & STORY Elgin Road

EMI from BAJAJ FINSERV

১৩

হাতে লেখা লকেটের নেকপিস: কারুবাসা
শেল ও বিডের নেকপিস এবং সেমি এথনিক দুল: বিন্দি

মডেল: স্বস্তিকা, ঐশ্বর্য, জুহি, দময়ন্তী, ঐন্দ্রী, ইমতিয়াজ়, ফয়জ়ান, বাদল
মেকআপ: উজ্জ্বল দত্ত ,অভিজিৎ পাল (ঐশ্বর্য)
স্টাইলিং: সম্রাট ঘোষ (ঐশ্বর্য)
স্টাইলিং: নীল সাহা
ফোটো: সোমনাথ রায়

১৪

এখন নানা রংয়ের বিড্‌সের অ্যাঙ্কলেটের চলও খুব বেশি। একই সঙ্গে অনেকগুলো পরে ফেললে বেশ একটা বোহো লুক আসে সাজে। আসলে কী পরছি সেটা বেশি না ভেবে মনের মতো জিনিস কতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারি করছি, সেটা ইম্পর্ট্যান্ট। ছবিতে যে ধরনের পোশাক ও অ্যাকসেসরিজ় কম্বো দেখানো হয়েছে, সেগুলোর মতোই যে সবসময় পরতে হবে, তা নয়। একটা আইডিয়া দেওয়া হল, এর পর রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী নিজেরা কম্বো করে নিতে পারো। ফ্যাশনেবল দেখানোর জন্য নিজেকে এখন আর কোনও নির্দিষ্ট লুকে বেঁধে ফেলার দরকার নেই।

Paramedical College - Durgapur

Recognized by Government of West Bengal

SALIENT FEATURES

- Highly Experienced Faculties
- A/C Hostel For Boys & Girls
- Well Equipped Laboratory
- 24 Hours Power Backup
- Wi-Fi Campus
- Clinical Attachment with Renowned Hospitals

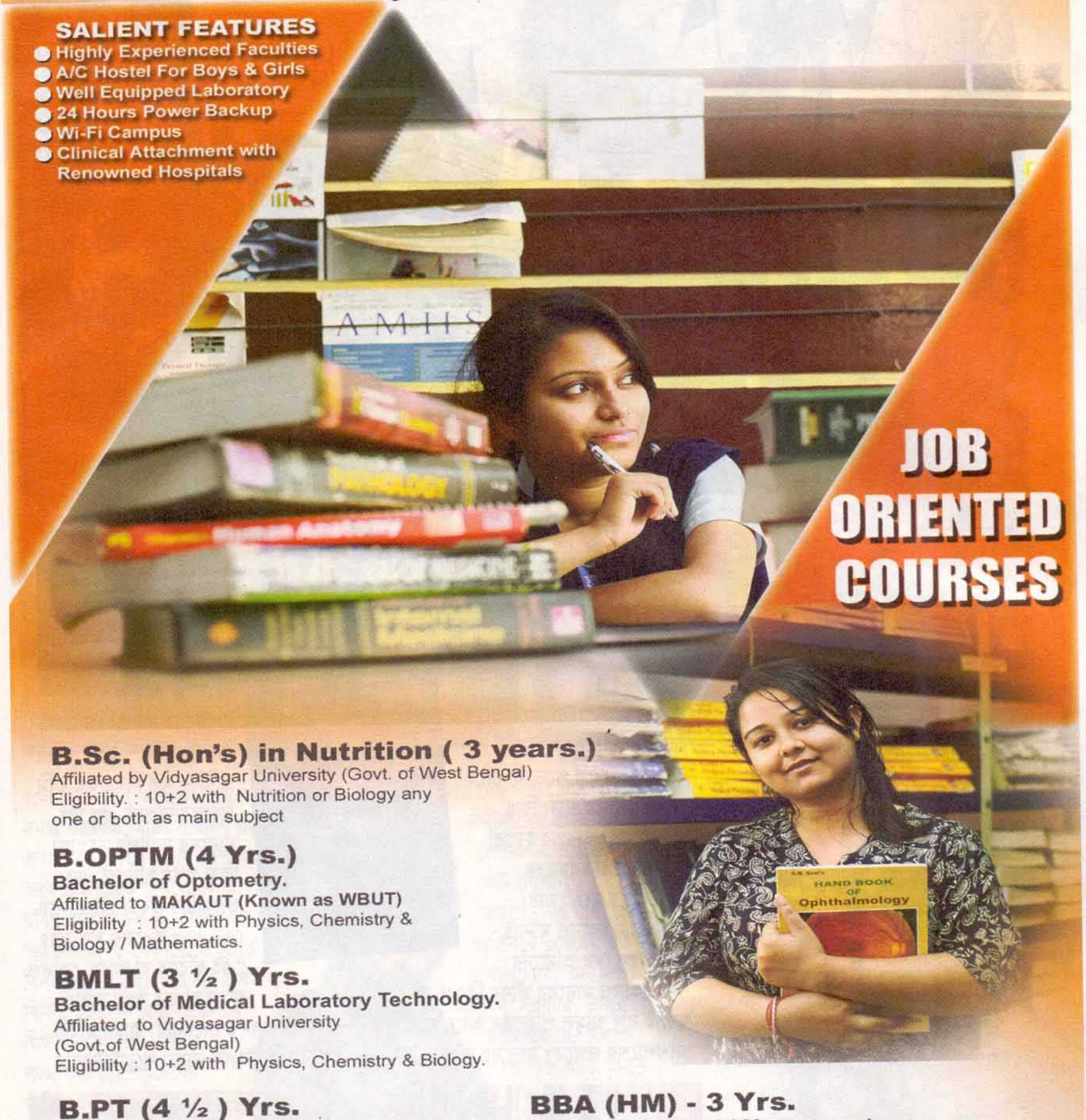

JOB ORIENTED COURSES

B.Sc. (Hon's) in Nutrition (3 years.)
Affiliated by Vidyasagar University (Govt. of West Bengal)
Eligibility. : 10+2 with Nutrition or Biology any one or both as main subject

B.OPTM (4 Yrs.)
Bachelor of Optometry.
Affiliated to **MAKAUT (Known as WBUT)**
Eligibility : 10+2 with Physics, Chemistry & Biology / Mathematics.

BMLT (3 ½) Yrs.
Bachelor of Medical Laboratory Technology.
Affiliated to Vidyasagar University
(Govt.of West Bengal)
Eligibility : 10+2 with Physics, Chemistry & Biology.

B.PT (4 ½) Yrs.
Bachelor of Physiotherapy.
Affiliated to W.B. University of Health Sciences.
Eligibility : 10+2 with Phy., Chem., Math. & Bio.

BBA (HM) - 3 Yrs.
Bachelor of Hospital Management.
Affiliated to **MAKAUT (Known as WBUT)**
Eligibility : 10+2 in any Stream

FOR ADMISSION CALL : (0343) 2535487 / 2532154
9476132457 / 8373062199 / 9333709950 / 8373090112

CAMPUS ADDRESS

Helen Keller Sarani, Sector : 2A, Bidhan Nagar, Durgapur- 713212, West Bengal
website : www.paramedicalcollege.org / email : info@paramedicalcollege.org

ছবির একটি দৃশ্য

সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি ছবি ‘কমরেড’

কমরেড নিয়ে নানা কথা শেয়ার করলেন ছবির পরিচালক শঙ্কুদেব পণ্ডা

এনা সাহা

খবরের কাগজে বা টেলিভিশন চ্যানেলে রোজ এমন অনেক ঘটনাই আমাদের চোখে পড়ে, যা দেখে আমরা শিউরে উঠি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর হয়তো ব্যাপারগুলো আমাদের মাথা থেকে মুছেই যায়। কিন্তু এমন কোনও ঘটনাই যদি বদলে দেয় আমাদের চেনা কোনও মানুষের জীবন কিংবা এর ফলেই যদি আমূল পরিবর্তন আসে আমাদের আশপাশের জগতে? মানুষের কাছে এই

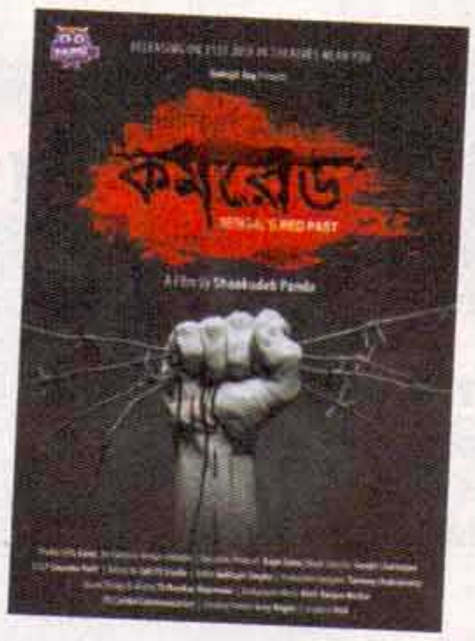

বিষয়টি তুলে ধরতেই ‘কমরেড’ ছবিটি বানানোর সিদ্ধান্ত নেন শঙ্কুদেব পণ্ডা। ছবিটির মূল বিষয় হল জমি দখলের বিরুদ্ধে এক দল মানুষের মরণপণ সংগ্রাম। কিন্তু প্রথম ছবিতেই এত গুরুগম্ভীর একটা বিষয় নিয়ে কেন কাজ করলেন শঙ্কুদেব? “এই ছবিতে যা আছে, কোনও বাংলা ছবিতে আজ অবধি দর্শক তা কখনও দেখেননি। কারণ ছবিটি একটি পলিটিক্যাল ড্রামা। পুরোটাই সত্য

নচিকেতা এবং সুরজিৎ

শুটিং চলছে

ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রতিটি সিনের ডকুমেন্টেড প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। তবে দিনের শেষে মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি সিনেমা। তাই গল্প বলার স্বার্থে কিছুটা সিনেম্যাটিক হতে হয়েছে কোনও-কোনও জায়গায়, যদিও তা খুবই সামান্য।'' তিনি জানালেন যে এই ধরনের একটা টপিক বেছে নেওয়ার জন্য তাঁকে অনেক প্রতিরোধের মধ্যেও পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে ফেসবুক-টুইটারে। কিন্তু বিতর্কের অন্যতম কারণ কি এই ছবিটির নাম? ''কমরেড কথাটার অর্থ হল 'সাথী'। এই শব্দটির অন্য কোনও মানে হতে পারে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি আমার সমস্ত কমরেড, মানে সাধারণ মানুষদের এবং বিশেষ করে ১৯ ২০দের অনুরোধ করব এই ছবিটি দেখতে যেতে।''

ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক দিয়েছেন 'প্রাক্তন' এবং 'বেলাশেষে' খ্যাত বিনীতরঞ্জন মৈত্র। তবে এই প্রথম বিনীত ইন্ডিয়ান এবং ওয়েস্টার্ন মিউজ়িক মিলিয়ে একটা কাজ করেছে। শঙ্কুদেবের দাবি এমন ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বাংলা সিনেমার দর্শক আগে কখনও উপভোগ করেননি। 'কমরেড'-এর মিউজ়িক দিয়েছেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনটি গান গেয়েছেন আকৃতি কক্কর, শান এবং নচিকেতা। ছবিতে একটি আইটেম নম্বর করছেন 'বিগ বস' খ্যাত ভোজপুরী সিনেমার নায়িকা মোনালিসা। শঙ্কুদেব জানালেন, ''গনগনি বলে একটা জায়গা, অনেকে বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানইয়নও বলেন, সেখানে শুট করেছি আমরা। দেখলে মনে হবে চম্বলের জঙ্গল, কিন্তু আসলে আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরেই আছে। কলকাতা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টা। এছাড়াও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের এমন-এমন লোকেশন রয়েছে যা আগে কেউ দেখেনি।

'কমরেড'-এ নানা চরিত্রে অভিনয়ে রয়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, এনা সাহা, মৌবনী সরকার, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন গায়েন, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য পুলক। এনা এখানে রয়েছে প্রতিবাদী এক নারীর চরিত্রে। এত সিরিয়াস একটি চরিত্রে অভিনয় করে কেমন লাগল? এনা জানালেন, ''ছবিটি পলিটিক্যাল ড্রামা হলেও ছবিটা সই করার সময় আমার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কাজ করেনি। চরিত্রটি করেছি, কারণ এটা সত্যিকারের মানুষের গল্প বলে। ১৯ ২০দের বিশেষ করে বলতে চাই যে, বড়রা অনেকসময়ই আমাদের পাত্তা দেয় না। কিন্তু পারলে যে আমরাই বদল আনতে পারি, সে বিষয়টি আরও ভাল করে বোঝার জন্য বন্ধুদের নিয়ে ছবিটি দেখতে যাও।'' ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ২১ জুলাই। এই দিনটিতে রিলিজ় করার পিছনে কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, জানতে চাইলে শঙ্কুদেবের সোজাসাপটা উত্তর, ''শুক্রবার পড়েছে তাই। আর কোনও কারণ নেই। সকলকে অনুরোধ করব যে তোমরা হলে গিয়ে ছবিটা দ্যাখো। কারণ এটা বাড়িতে বসে দেখা যাবে না। কোনও টেলিভিশন চ্যানেলেও এটা দেখানোর আইন নেই। আর বিশেষ করে ১৯ ২০-র বন্ধুদের বলতে চাই যে, এ দেশ কোন পথে যাবে, সেটা তোমরাই নির্ধারণ করো। তাই একদিন না হয় একটু সিরিয়াস কিছু দেখলে হলে গিয়ে। সঙ্গে এন্টারটেনমেন্ট ফ্রি পেলে তো আরও ভাল!''

পরিচালক শঙ্কুদেব পণ্ডা

• ইন্টারভিউ

কেন জরুরি অবস্থা নিয়েই ছবি করলেন, ছবিকে ঘিরে এত বিতর্ক, নিজের আলাদা জঁর করার কথা কবে ভাবলেন, এইসব নিয়েই ১৯ ২০-র সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললেন **মধুর ভাণ্ডারকর**

Q হঠাৎ এরকম একটা বিষয় নিয়েই (১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থা) 'ইন্দু সরকার' বানালেন কেন?

একজন চিত্রপরিচালক হিসেবে ভেবেছিলাম যে, জরুরি অবস্থার সময়টা এর আগে কেউ সিনেমায় দেখাননি। এই নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, ডকুমেন্টারি হয়েছে, কিন্তু আস্ত একটা সিনেমা কখনও বানানো হয়নি। তাই মনে হয়েছিল যে, আজকের পরিবর্তিত সময়ে দাঁড়িয়ে, ওই সময়টাকে সিনেমায় দেখানো খুব প্রয়োজন। বরাবরই পিরিয়ড ফিল্ম বানানোর ইচ্ছে ছিল। সেই ইচ্ছেও পূরণ হয়ে গেল।

Q কতটা গবেষণা করতে হয়েছে ছবিটা বানানোর জন্য?

মারাত্মক। প্রচুর মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি। এর আগে আমার সব ছবিই মুম্বই-বেস্‌ড ছিল। এই প্রথম আমি দিল্লিতে ছবি করলাম। দিল্লি গিয়ে তিনমূর্তি ভবন, নেহরু মেমোরিয়াল ও লাইব্রেরিতে গিয়েছি, শাহ কমিশন পড়েছি, আরও অনেকগুলো বই পড়েছি। প্রচুর ইনফো পেয়েছি। এই ছবির ৩০% সত্যি ঘটনা, বাকি সবটাই ছবির প্রয়োজনে বানানো, কাল্পনিক।

Q নীল নীতীন মুকেশ, কীর্তি কুলহারি আর টোটা রায়চৌধুরী— এই তিনজনই কেন?

নীলের সঙ্গে এর আগে 'জেল' ছবিতে কাজ করেছিলাম। ও বেচারা (হাসতে-হাসতে) এসেছিল আমাকে নিজের বিয়ের কার্ড দিতে। তখনই ওকে বলেছিলাম, এমন একটা চরিত্র ওর জন্য আছে, যার লেংথের চেয়ে স্ট্রেংথ বেশি। কীর্তিকে 'পিঙ্ক' ছবিতে দেখে খুব ভাল লেগেছিল। 'ইন্দু' ওর কেরিয়ারে একটা গেম চেঞ্জার হয়ে থেকে যাবে। টোটা রায়চৌধুরীকে প্রথমবার দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আমার গল্পের 'নবীন সরকার' এই-ই!

Q আচ্ছা, আপনি কি গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, এরকম বিষয়ভিত্তিক, অন্যরকমের ছবিই বানাবেন?

আমার ইচ্ছে ছিল মধুর ভাণ্ডারকরের ছবি লোকে মধুর ভাণ্ডারকরের জন্যই দেখতে আসবেন। আমি খুশি যে, আজ আমি এমন একজন পরিচালক, যাঁকে বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয় না। তবুও আমি বক্স অফিসের সাফল্য, সমালোচকদের প্রশংসা এবং জাতীয় পুরস্কার— সবটাই পেয়েছি। এর বেশি আর আমি কী-ই বা চাইতে পারি!

Q একসময় নাকি আপনি ট্রাফিক সিগনালে চিউয়িং গাম বেচতেন। আজ পিছনে ফিরে তাকালে পুরো জার্নিটা কেমন লাগে?

সত্যিই একসময় আমি ওরকম কাজও করেছি।

তবে মানুষ হিসেবে এতবছর পরেও আমি পালটাইনি। যাঁরা আমাকে অনেক বছর থেকে চেনেন, তাঁরা এটা জানেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বাহারি চাকচিক্যে ভরা একটা জায়গা। এখানে কেউ আজ আছে, কাল নেই। এই সত্যিটা আমি জানি। আমি কোনও পার্টিতে যাই না, কোনও সুপারস্টার বন্ধু নেই আমার।
আমি এটুকুতেই খুশি।

Q 'ইন্দু সরকার' নিয়ে এত বিতর্ক, এই নিয়ে কী বলবেন?

আর কী বলছেন! লোকে আমার কুশপুতুল পোড়াচ্ছে, মিছিল করছে, আমার মুখে কালি মাখাতে পারলে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলছে! স্রেফ ট্রেলার দেখেই এত কিছু! ছবিটা দেখে তারপর এই বক্তব্যগুলো রাখলেও না হয় বুঝতাম।

Q সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই কি এত বেশি হইচই? কী মনে হয়?

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে সবার মতামত জানা যায়, এটা তো খুবই ভাল ব্যাপার। এই তো, সেন্সর বোর্ডও তো আমার ছবিতে অনেক কিছু কেটেছে। তার বিরোধিতা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেটা দেখে ভাল লেগেছে।

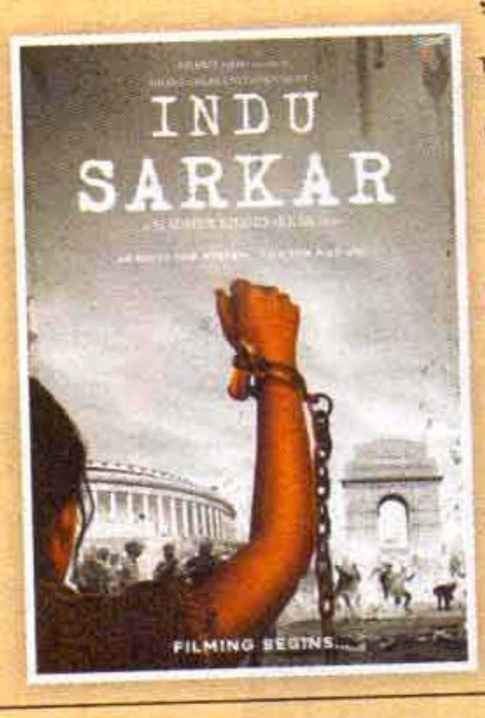

Q এত-এত পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

খুবই উৎসাহ পাই। আমার কাজটা যে লোকে পছন্দ করছেন, ভাল কাজ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, এটা জানতে পারলে আরও ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা পাই।

ইন্টারভিউ লোকেশন : হলিডে ইন কলকাতা এয়ারপোর্ট

হরোস্কোপ

এরিজ (২১/৩-২০/৪)
প্রেমে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না, ভাবনাচিন্তা করে এগোও। দূরে ঘুরতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
শুভ দিন: ১৯, ২২

টরাস (২১/৪-২১/৫)
কেরিয়ারে ভাল সুযোগ আসবে, কিন্তু দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। শরীর নিয়েও সচেতনতা বাড়ানো দরকার।
শুভ দিন: ২৬, ২৮

জেমিনি (২২/৫-২১/৬)
কেরিয়ারে অনেক সুযোগ আসবে। কিন্তু তোমার জন্য কোনটা পারফেক্ট হবে, সেটা ভাল করে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ো। **শুভ দিন:** ২৩, ২৫

ক্যানসার (২২/৬-২৩/৭)
কাজের জন্য অতিরিক্ত স্ট্রেস নিয়ো না। এর থেকে নানা রকমের সমস্যা হতে পারে। পকেটের অবস্থা বেশ ভালই থাকবে।
শুভ দিন: ২৮, ০৩

লিও (২৪/৭-২৩/৮)
এই মাসের শেষের দিকে কেরিয়ারের জন্য ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। প্রেমের সিদ্ধান্তে সময় নাও একটু।
শুভ দিন: ২২, ২৪

ভার্গো (২৪/৮-২৩/৯)
প্রেমের তোমার কাছের কোনও বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। **শুভ দিন:** ২৬, ২৮

লিব্রা (২৪/৯-২৩/১০)
তুমি কী চাও, সেটা আগে মনস্থির করো, তারপর সিদ্ধান্ত নাও। কেরিয়ারে অকারণে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না।
শুভ দিন: ২৪, ৩০

স্করপিও (২৪/১০-২২/১১)
কর্মক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে বেশি চালাকি করার কোনও দরকার নেই। নিজের মতো করে কাজ করে যাওয়টাই এখন শ্রেয়।
শুভ দিন: ২০, ০১

স্যাজিটেরিয়াস (২৩/১১-২১/১২)
শরীরের প্রতি খেয়াল রাখো। কেরিয়ারের জন্য প্রেমকে বিসর্জন দিয়ো না। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।
শুভ দিন: ২৮, ০৩

কেপ্রিকর্ন (২২/১২-২০/১)
শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সাবধানে থাকতে হবে। কেরিয়ারের জন্য সময়টা বেশ ভালই।
শুভ দিন: ২৫, ০৩

অ্যাকোয়ারিয়াস (২১/১-১৯/২)
পুরনো প্রেম ফিরে আসতে পারে, সিঙ্গলদের প্রেম এবার পড়বেই। প্রেমে পড়ে কেরিয়ারকে ভুলে যেয়ো না আবার। **শুভ দিন:** ২০, ২২

পাইসেস (২০/২-২০/৩)
প্রেমটা ভালই চলবে কিন্তু এখনই কোনও কমিটমেন্টে যেয়ো না। কেরিয়ার ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে ক্ল্যাশ হতে পারে।
শুভ দিন: ২৮, ৩০

GET YOUR FIRST JOB

AND BECOME AN

AIR HOSTESS

CONTEMPORARY TRAINING ACADEMY

Best academy for Air Hostess training with guaranteed 3 months paid internship

CALL : 9674166112
Or log in
www.contemporaryacademy.in

ইন্টারভিউ

'ইন্দু সরকার' নিয়ে বিতর্ক, হঠাৎ করেই মধুর ভাণ্ডারকর কীভাবে কলকাতায় উড়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, সব নিয়েই টোটা রায়চৌধুরী কথা বললেন ১৯ ২০-র সঙ্গে

Q জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন হল?

মধুরজির সম্পর্কে যে আইডিয়া নিয়ে আমি গিয়েছিলাম, তার সম্পূর্ণ বিপরীত উনি। ভদ্রলোক এতগুলো জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, এত সিরিয়াস সব ছবি বানিয়েছেন, কাজেই ভেবেছিলাম উনি নিশ্চয়ই খুব গুরুগম্ভীর মানুষ হবেন। অথচ গিয়ে দেখলাম যে সেটে উনি প্রচণ্ড রিল্যাক্সড থাকেন, মজা করেন। সত্যজিৎ রায় একটা কথা বলেছিলেন, "নিজের কাজটাকে সিরিয়াসলি নাও, নিজেকে সিরিয়াসলি নিয়ো না।" এটা মধুরজির মধ্যেও দেখতে পেয়ে ভাল লেগেছে। বাঙালিদের প্রতি ওঁর একটা ভালবাসা আছে। এযাবৎ আমি যতগুলো ছবি করেছি, এই 'ইন্দু সরকার'-এর মতো এত আনন্দ আমি কোনওদিন কোনও ছবি করতে গিয়ে পাইনি।

Q অনুপম খের, কীর্তি কুলহারি, নীল নীতীন মুকেশের মতো বড় তারকার সঙ্গে কাজ করলেন। সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?

আমার বেশিরভাগ দৃশ্যই কীর্তির সঙ্গে। কীর্তির সঙ্গে কাজ করে ভীষণ ভাল লেগেছে। কাজের ব্যাপারে মেয়েটা খুব সিরিয়াস। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা ছবিতে ও কাজ করে ফেলেছে। ভাল-ভাল কাজই করেছে। কিন্তু তবুও কাজের প্রতি ওর ডেডিকেশনটা দেখার মতো। কাজের সময় বাজে কথা বলা, সময় নষ্ট করা, এসব একদম পছন্দ করে না ও। মোবাইলে কথা বলা বা বারবার মেকআপ করার মতো বদভ্যেস একেবারেই নেই। কোনও দৃশ্যে ওকে দেখতে কেমন লাগছে বা সেই মুহূর্তে কে ওকে ফোন করে ডেট চাইছে, ওসব নিয়ে একেবারেই ভাবে না। কাজটা খুব মন দিয়ে করে। এতে দু'জনে একসঙ্গে কাজ করতে সুবিধেও হয়েছে। আশা করি সেজন্যই কাজটা শেষমেশ ভাল হয়েছে।

Q ছবিতে আপনার চরিত্র একজন বাঙালির। এতে কোনও আলাদা সুবিধে হল অভিনয় করতে গিয়ে?

পরিচালক আমাকে ছবিতে একটা শব্দও বাংলায় বলতে দেননি। মাতৃভাষায় কথা বলতে পারলে তো আমার সুবিধেই হত। কিন্তু মধুরজির বক্তব্য ছিল, ছবিতে আমার চরিত্রটি বহুদিন বাংলার বাইরে আছে, দিল্লিতে বসবাস করে। অর্থাৎ প্রবাসী বাঙালি। আর প্রবাসী বাঙালিরা অনায়াসে হিন্দি ও ইংরেজিতে কথা বলে। তাই বাংলা বলা বারণ ছিল। তবে আমি চেষ্টা করেছি বাঙালিদের সহজাত শরীরী ভাষাটা ফুটিয়ে তুলতে। বাঙালির মধ্যে যে দার্ঢ্য দেখবে, তার মধ্যেও একটা পেলবতা থাকে। সেটা আনার চেষ্টা করেছি। সেটা মধুরজিরও পছন্দ হয়েছে।

Q এই ছবির অফার কী করে পেলেন?

সে একেবারেই দৈবাৎ! আমি তো কিছুই জানতাম না। মধুরজির ফোন নাম্বারও ছিল না আমার কাছে। হঠাৎ একদিন ফোন পেলাম, মধুর ভাণ্ডারকর কলকাতায় আসছেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত, কিচ্ছু জানি না। চলে গেলাম। আমি যখন ওঁর ঘরে ঢুকছি, তখন থেকেই দেখলাম আমাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। মিনিটকুড়ি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হল। তারপর বাড়ি ফিরে চলে এলাম। এর প্রায় দিনকুড়ি পর একটা ফোন পেলাম, 'মুম্বই আসতে হবে।' আমি ভেবেছি অডিশন আছে হয়তো। গিয়ে দেখি বলছেন, কোনও অডিশন নেই, আমি মনোনীত হয়েছি! আমি তো অবাক! মধুরজি সেদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমি অডিশনে বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে সেদিন কথা হয়, ওদিনই ঠিক করেছিলাম, এই চরিত্রে তোমাকেই চাই।"

Q 'ইন্দু সরকার' নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে আপনার কী বক্তব্য?

বিতর্কটা হচ্ছে কী দেখে? একটা তিন মিনিট আট সেকেন্ডের ট্রেলার দেখে। একটা কিছুর পুরোটা না দেখে হইহই করাটা আমাদের জাতীয় রীতিতে পরিণত হয়েছে আজকাল। দুটো শব্দ শুনেই সবাই বুঝে যাচ্ছেন পুরো বাক্যটা কী। অবশ্য কিছু লোক এমনও আছেন যাঁরা হইচই করতে ভালবাসেন কিংবা ওটাই ওঁদের পেশা। বিতর্কিত কিছু থাকলে সেটা বাদ দেওয়ার জন্য সেন্সর বোর্ড আছেন তো!

ইন্টারভিউ লোকেশন : হলিডে ইন কলকাতা এয়ারপোর্ট

সুসম্পর্কের আভাস

নরেন্দ্র মোদী ও শি জিনপিং

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আঞ্চলিক সমস্যার 'শান্তিপূর্ণ সমাধানের' ডাক দিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। হামবুর্গে চলছে ব্রিকস সম্মেলন, জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে ব্রিকস-এর পার্শ্ববৈঠকে চিনের 'প্রশংসা' করেন মোদী। বর্তমানে ব্রিকস-ব্লকের সভাপতিত্বে রয়েছে চিনের। এদিন মোদী জানান, চিনের নেতৃত্বে ব্রিকস গতি পেয়েছে। শি জিনপিংও ভারতের প্রশংসা করে জানান, ভারতের নেতৃত্বে ব্রিকস যে গতি পেয়েছে, তাকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চিন।

হিমশৈলে বিরাট ধস

হিমশৈলের ফাটল

ভয়াবহ ধস নেমেছে বিশ্বের বৃহত্তম হিমশৈলগুলির অন্যতম, অ্যান্টার্কটিকার 'লার্সেন-সি' আইস শেলফের 'এ-৬৮' হিমশৈলে। সেই সুবিশাল হিমশৈল ভেঙে ভেঙে লাগোয়া ওয়েডেল সাগরে পড়ছে। ওই ভেঙে পড়া হিমশৈলটির ওজন প্রায় এক লক্ষ কোটি টন! সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তনের দরুনই ওই হিমশৈলটি ভেঙে পড়ছে।

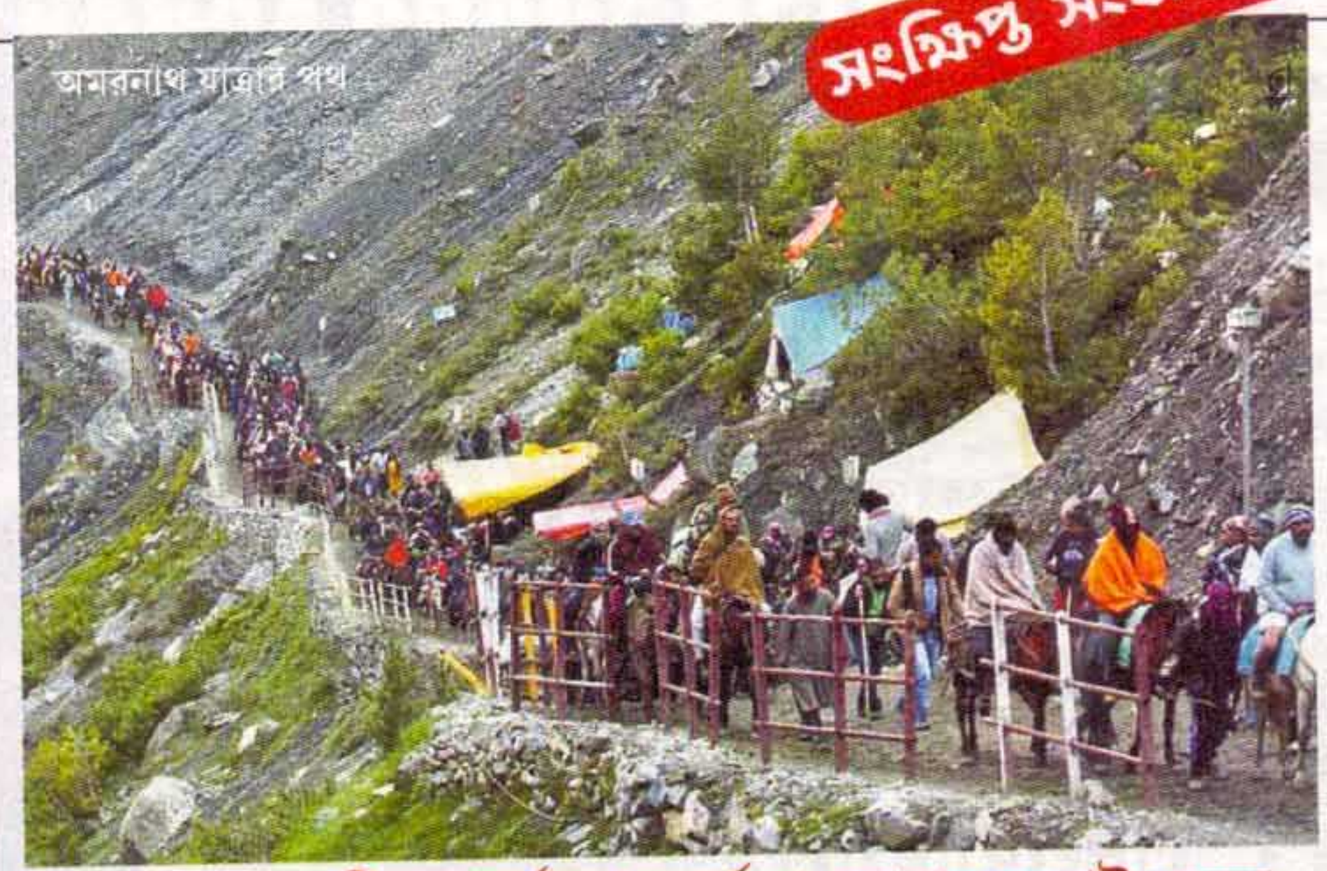
অমরনাথ যাত্রার পথ

জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বোচ্চ সতর্কতা, জানাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

সোমবার ১০ জুলাই রাত আটটা কুড়ি নাগাদ অনন্তনাগ জেলার খানাবাল এলাকায় অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের বাসে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে জঙ্গিরা। এতে ৭ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন ১৯ জন। ২০০১-এর পর এই প্রথম অমরনাথ যাত্রীদের ওপর হামলা চালাতে সক্ষম হল জঙ্গিরা। সে বছর অমরনাথ গুহার কাছে শেষনাগ এলাকায় জঙ্গি হামলায় ১৩ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়।

হামলার পরবর্তী সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ এমনই জানাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাঁরা বলেছেন, সারা দেশ কাশ্মীরের মানুষ ও তীর্থযাত্রীদের পাশে আছে। নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে চলবে অমরনাথ যাত্রা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

(প্রেস যাওয়ার আগে পর্যন্ত সংকলিত তথ্য অনুযায়ী)

BACKSTAGE
Casting & Grooming Academy

OUR MENTORS

Koneenica Banerjee

Sreelekha Mitra

Rahul

Upcoming : Feature Films, Short Films, Webseries এর জন্য

"নতুন মুখ চাই"

Audition ও Admission -এর জন্য যোগাযোগ করুণ

9051701919 ও 9051701313 নম্বরে (10AM to 7PM)

85A, Moore Avenue, Kolkata-40
Backstage Casting and Grooming Academy
www.backstageindia.co.in
info@backstageindia.co.in

ছবির খেলা

পাশের চারটি ছবি দেখে কী মনে হয় তা ২৫ জুলাই-এর মধ্যে লিখে পাঠাও...

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর : বেকারি ফুড আইটেম

সঠিক উত্তরদাতা : তমশ্রী মিত্র *(সোদপুর)*, পৌষালি কোলে *(হাওড়া)*, সোমেন দত্ত *(জিয়াগঞ্জ)*, সৌরভ নন্দী *(বেলঘরিয়া)*, রিয়া মালিক *(হাওড়া)*, শুভদীপ সাহা, মৌলি বন্দ্যোপাধ্যায় , সৌভিক দাস, রামশঙ্কর ভদ্র *(ই মেল)*

শব্দ-জব্দ

পাশের ব্লকটিতে এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে চার অক্ষরবিশিষ্ট পাঁচটি শব্দ, প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো আছে এক-একটি নির্দিষ্ট রংয়ের খোপগুলোয়। রং অনুযায়ী অক্ষরগুলো আলাদা করে বেছে নিয়ে, তারপর তাদের মধ্যে লেখা অক্ষরগুলো সাজিয়ে বের করতে হবে শব্দটি। লুকনো শব্দগুলো খুঁজে পাঠিয়ে দাও আমাদের, ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে।

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর: জগদম্বা, ম্রিয়মাণ, নির্দেশক, ছড়াছড়ি, ভবিতব্য

সঠিক উত্তরদাতা : সায়ন তালুকদার *(বরাহনগর)*, সুমন মান্না *(চণ্ডিপুর)*, লিপিকা ঘোষ *(কৈচর)*, মাম্পি বেরা *(নন্দীগ্রাম)*, চন্দ্রমা সিংহ *(বর্ধমান)*, রুকসানা খাতুন *(হুগলি)*, কঙ্কনা চন্দ্র *(মুর্শিদাবাদ)*,শম্ভুনাথ সাউ *(হুগলি)*, স্মিতা সরকার *(সিঁথি)*, শতরূপা কর্মকার *(নৈহাটি)*, মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়, শায়েদা মাসুমা, গৌরব দাস *(ই মেল)*

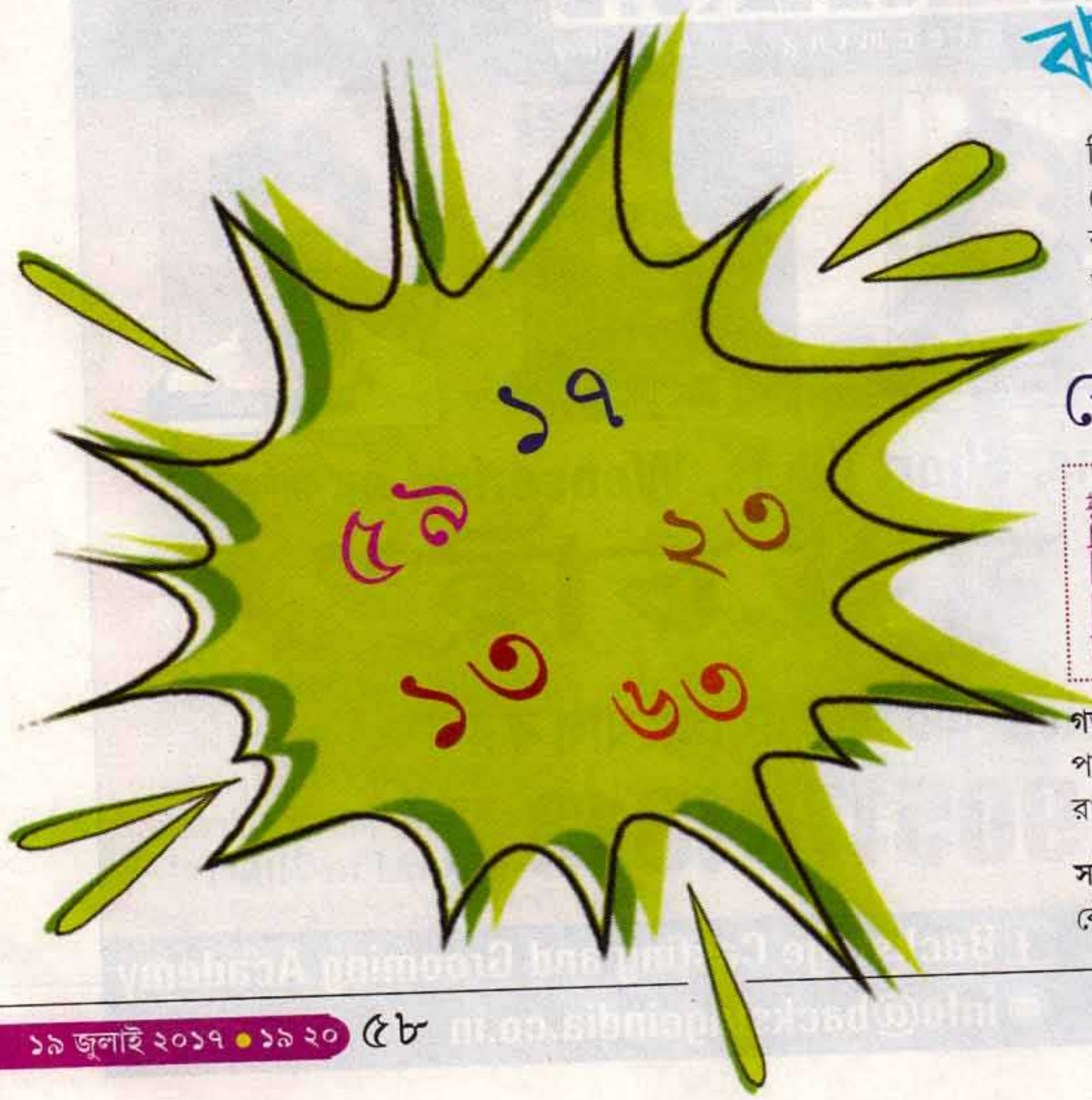

ঝলক কীভাবে পাবে পুজোর আগেই ঝলমলে চুল?

ক্যালেন্ডার বলছে পুজো আসতে মেরেকেটে আর ৬০ দিন বাকি। রূপ রুটিন এখনই শুরু না করলে পুজোর সাজের দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে হয় যদি? রূপ রুটিনের মধ্যে চুলের যত্ন করাটা খুব জরুরি। চুলের নিয়ে হাজারো সমস্যা মিটিয়ে পুজোয় আগেই ঝলমলে চুল পেতে হলে চোখ রাখো ১৯ ২০-র আগামী সংখ্যায়!

বেমানান কোন জন?

পড়ে দ্যাখো

পাশের জায়গাটিতে কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া হল। এর মধ্যে বেমানান কোনটি, সেটি খুঁজে বের করে কারণসহ আমাদের লিখে পাঠাও ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে।
আমাদের ঠিকানা: ১৯ ২০, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১। মেল: unish.kuri@abp.in

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর : প্যারিস।
প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী। বাকি শহরগুলো কোনও দেশের রাজধানী নয়।

সঠিক উত্তরদাতা: মুন্সি মনিরুল হাসান *(পূর্ব মেদিনীপুর)*, কৌশিক কর্মকার *(ই মেল)*

SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES

Website: www.svist.org (APPROVED BY AICTE AND AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE)

REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION

Website: www.rerf.in (APPROVED BY AICTE AND AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE)

NEW CURRICULUM LABORATORY BASED ON COURSES FOR SKILL DEVELOPMENT

Advance Welding Lab ME Dept.

Renewable (Solar) Energy Lab EEE Dept.

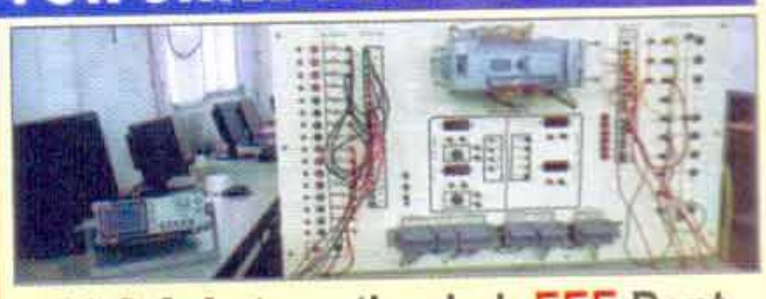

PLC & Automation Lab EEE Dept.

Wireless Sensor Network Lab ECE Dept.

Robotics and Embedded System Lab ECE Dept.

Computer Vission and Image Processing Lab CSE Dept.

OUR COURSES

MCA, BBA & BCA | MBA M. SC | BTTM

POLYTECHNIC DIPLOMA | B. TECH

HIGHLIGHTS OF BEST PLACEMENTS

SVIST IS TECH MAHINDRA EMPANELLED

IBM	28	TATA	42	Cognizant	65	HCL	26	Infosys	18	GENPACT	25	RASHMI GROUP	14	SYNTEL	12	ELMECH	13
Tech Mahindra	19	accenture	33	WIPRO	100	VALUE PROSPECTS	30	amazon	12	Tractors India	10	videocon	5	Mindtree	12		12

Arindam Dutta
(ME, 2012)
Placed in Auafresh Ltd (South Africa)

Avik Seth
(ECE, 2012)
Gold Medalist (JU)
PhD Scholar, IIT (KGP)

Debosmita Ghosh
(EEE, 2013)
Gold Medalist (MAKAUT),
Placed in INFOSYS

Souvik Sahoo
(ME, 2014)
Research Scholar
IIT Kharagpur

Vishal Banerjee
(ECE 2017)
Placed in
Tech Mahindra

Susmita Guha Thakurata
(CSE, 2015)
Placed in IBM

Soumyajit Karmakar,
(ME, 2016)
Placed in XL Dynamics India Pvt. Ltd.

Gargi Datta
(EEE, 2015)
Silver Medalist (MAKAUT),
Placed in IBM

Malyashree Bhaduri
(CSE, 2013)
Placed in ORACLE

Souvik Mitra
(ECE, 2015)
Placed in TCS

Rajput Raj Gourav Singh
(EEE 2017)
Placed in
Tech Mahindra

Arnab Halder
(CSE 2017)
Placed in CTS

COLLEGE CAMPUS SONARPUR BARRACKPORE

9831084446 / 9434360673
9007057333 / 7001729719

Email: admin@svist.org / admission@regent.ac.in

UNISH KURI 19 JULY 2017 REGISTERED KOL RMS/301/2016-2018, RNI NO. WBBEN/2003/10650. INR 20.00

SAFFIRE
NATURALS

beautiful everyday

প্রতি স্পর্শে আরও সতেজ আরও উজ্জ্বল

SAFFIRE FORESTHONEY MOISTURISING FACE WASH

ত্বকের ইলাস্টিসিটি বাড়ায় প্রতিটি কোষকে উজ্জীবিত করে ত্বককে করে আরও মসৃণ, উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত।

SAFFIRE TEA TREE PURIFYING FACE WASH

ত্বকে তেলের ভারসাম্য বজায় রাখে। গভীরের ময়লা দূর করে ব্রণ কমায়, দেয় সতেজ ও স্নিগ্ধ অনুভূতি।

SAFFIRE PEARL GLOW WHITENING FACE WASH

প্রতিবার ব্যবহারে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, মসৃণ ও দীপ্তিময়।

আকর্ষণীয় অফারে

ফ্রি হোম ডেলিভারি **(033) 69000915**

HELP LINE 98303 71666 | 98305 57891

সাফায়ার লাইভ

CTVN চ্যানেলে

বুধবার 4.30 pm ও বৃহস্পতিবার 1pm

ALSO AVAILABLE ON

flipkart.com

amazon